রামায়ণ

সুন্দরাকাণ্ড

কৃত্তিবাস ওঝা

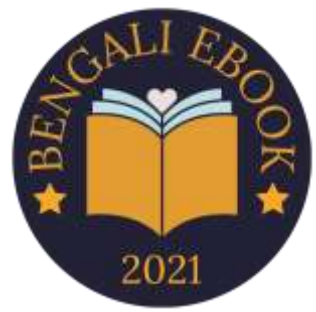

সূচিপত্র

বানরগণের সাগর পার হওনের কথোপকথন 3
জাম্বুবান কর্ত্তৃক হনুমানের জন্ম বৃত্তান্ত কথন..... 5
ভরদ্বাজ মুনি কর্ত্তৃক হনুমানকে বরদান 6
হনুমানের সাগর লঙ্ঘনোদ্যোগ..... 7
হনুমানের লঙ্কায় যাত্রা ও মালঝাঁপ..... 9
সুরসা সাপিনী কর্ত্তৃক হনুমানের পথরুদ্ধ করণ 10
মৈনাক পর্ব্বত সহ হনুমানের সম্ভাষণ 11
হনুমান কর্ত্তৃক সিংহিকা রাক্ষসী বধ..... 13
হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ ও চামুণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ এবং চামুণ্ডার লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন 15
হনুমানের সীতা অন্বেষণ 16
হনুমান কর্ত্তৃক অশোকবনে সীতা- সন্দর্শন..... 18
অশোকবনে সীতাদেবীর নিকট রাবণের গমন..... 19
সীতার প্রতি চেড়ী গণের পীড়ন..... 23
ত্রিজটার দুঃস্বপ্ন দর্শন ও চেড়ীগণ সমীপে তৎবৃত্তান্ত বর্ণন 24
সীতা ও সরমার কথোপকথন 24
সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎকার ও আত্মপরিচয় প্রদান..... 25
সীতার বিলাপ..... 28
সীতাদেবীর সহিত হনুমানের কথোপকথন 28
হনুমানের নিকট সীতার শিরোমণি প্রদান 29
হনুমান কর্ত্তৃক অমৃত বন ভঞ্জন ও বনরক্ষী রাক্ষসগণের সংহার..... 30
হনুমান কর্ত্তৃক জাম্বুমালী ও অক্ষয়কুমার বধ 32

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক হনুমানের বন্ধন 33
রাবণের নিকট হনুমানের পরিচয় দান ও রাবণ কর্ত্তৃক তাহার দণ্ডবিধান..... 36
হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা-দাহন..... 37
সীতার নিকট হনুমানে পুনরাগমন..... 39
হনুমানের প্রত্যাবর্ত্তন ও বানরগণসহ স্বদেশ যাত্রা..... 40
বানরগণের মধুবন ভঞ্জন 41
সীতা উদ্ধারার্থে শ্রীরামের বানরসৈন্য সহ যাত্রা ও সমুদ্রতীরে বাস..... 44
রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ..... 45
বিভীষনের বক্ষঃস্থলে রাবণের পদাঘাত..... 46
বিভীষণের লঙ্কা পরিত্যাগ..... 47
বিভীষণের কৈলাসে গমন..... 49
কুবের কর্ত্তৃক বিভীষণকে রামের শরণ লইতে উপদেশ..... 49
বিভীষণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিত্রতা ও বিভীষণের অভিষেক 54
শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সমুদ্র শাসন এবং শ্রীরামের প্রতি সাগরের সেতু বন্ধনের উপদেশ... 56
নল কর্ত্তৃক সাগর বন্ধন..... 57
নলের উপর হনুমানের ক্রোধ ও শ্রীরাম কর্ত্তৃক সান্ত্বনা দান..... 58
বানরসৈন্য সহ শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধন দর্শন ও শিবপূজা..... 61
শ্রীরামের ভস্মলোচন বধ ও লঙ্কায় প্রবেশ 62

বানরগণের সাগর পার হওনের কথোপকথন

পিতা পুত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ-সাগর।।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে, ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ।।
তমোময় দেখা যায় গগন-মণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সমুদ্রের জল।।
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে।।
এক এক জলজন্তু পর্ব্বত প্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান।।
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
সবাকারে অঙ্গদ করিতেছে আশ্বাস।।
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচালে ভাই সর্ব্বত্রেতে তরি।।
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কূলে।
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে।।
সাগরের কূল চাপি রহিল বানর।
রহিবারে পাতা লতায় সাজাইল ঘর।।
সাগরের কূলে তারা বঞ্চে সুখে রাতি।
প্রভাতে একত্র হৈল সর্ব্ব সেনাপতি।।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা শুন বীরভাগে।।
দৈবদোষে লঙ্ঘিলাম রাজার শাসন।
কোন্ বীর ঘুচাইবে এ ঘোর বন্ধন।।
ব্রহ্মার হাতের সুধা ছলে কোন্ জনে।
ইন্দ্রের হাতের বজ্র কোন জন আনে।।
প্রখর সূর্য্যের রশ্মি কোন্ জন হরে।
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে।।
এ কর্ম্ম করিতে পারয়ে যে আকৃতি।
দেখাইয়া বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি।।
আনিলে সীতার বার্ত্তা সবে হই সুখী।
তাহার প্রসাদে গিয়া পত্নী পুত্র দেখি।।
এত যদি বলিলেন, কুমার অঙ্গদ।
নীরব হইয়া সবে গণিল আপদ।।
ছিল যত সৈন্য সঙ্গে সামন্ত প্রচুর।
বার বার জিজ্ঞাসেন অঙ্গদ ঠাকুর।।
রাজপুত্র অঙ্গদ জিজ্ঞাসে বারে বার।
উত্তর না দাও কেন একি ব্যবহার।।
অঙ্গদের বোলে সবে সাগর নেহালে।
মহা ঢেউ উঠে পড়ে আকাশ-পাতালে।।
অঙ্গদ বলেন কেন করিছ বিষাদ।
কোন্ বীর লবে এসে রাজার প্রসাদ।।
কোন্ বীর সুগ্রীবে সত্যে করিবে পার।
কোন্ বীর করিবে রামের উপকার।।
কোন্ বীর করিবে জ্ঞাতির অব্যাহতি।
সীতা অন্বেষিয়া আজি রাখহ খেয়াতি।।
অঙ্গদের বচন লঙ্ঘিতে কেহ নারে।
আপন বিক্রম সবে কহে ধীরে ধীরে।।
গয় নামে সেনাপতি যমের নন্দন।
বলে সে ডিঙ্গাইব এ দশ যোজন।।
গবাক্ষ বানর বলে তার সহোদর।
পারি কুড়ি যোজন লঙ্ঘিতে এ সাগর।।

শরভ নামেতে বলে মুখ্য সেনাপতি।
চল্লিশ যোজন লঙ্ঘি আমি শরিৎপতি।।
তার সহোদর বলে সে গন্ধমাদন।
আমি লঙ্ঘিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন।।
মহেন্দ্র বানর বলে সুষেণ-কুমার।
লঙ্ঘিবারে পারি ষাটি যোজন সাগর।।
দেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে এই সার।
সত্তরি যোজন লঙ্ঘি আমি পারাবার।।
পুত্র বিশ্বকর্ম্মার বলিছে মহাবীর।
অশীতি যোজন লঙ্ঘি সাগর গভীর।।
অগ্নিপুত্র কপি বলে বীর অবতার।
নবতি যোজন লঙ্ঘি সাগর পাথার।।
তারক বানর বলে রাজার ভাণ্ডারী।
দ্বি-নবতি যোজন যে লঙ্ঘিবারে পারি।।
ব্রহ্মপুত্র ভল্লুক করিয়া অনুমান।
হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্বুবান।।
যৌবন কালের বল টুটয়ে বার্দ্ধক্যে।
যৌবন কালের কথা শুনহ কৌতুকে।।
বলিরে ছলিতে হরি হইয়া বামন।
তিন পায়ে জুড়িলেন এ তিন ভুবন।।
পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীণ।
তারা সবে তাঁর পায়ে করে প্রদক্ষিণ।।
জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে উড়িয়া অপার।
বিষ্ণুপদ প্রদক্ষিণ করি তিনবার।।
পূর্ব্বে যেই শক্তি ছিল টুটিল এখন।
তথাপি লঙ্ঘিব পঞ্চ-নবতি যোজন।।
লঙ্ঘিলে যোজন পাঁচ ভাবি আমি লাজ।
এত যদি বলিলেন মন্ত্রী জাম্বুবান।
অভিমানে জ্বলে মহাবীর হনুমান।।
কহেন অঙ্গদ-বীর অঙ্গ কোপে জ্বলে।
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে।।
এক লাফে স্বর্ণপুরী পড়ি গিয়া লঙ্কা।
আসিবারে নাহি পারি তাহা করি শঙ্কা।।
ভোগে রাখিলেন পিতা না দিলেন শ্রম।
তেকারণে নাহি জানি, আপন বিক্রম।।
সাগর তরিতে কেবা আছে সেনাপতি।
দেখাইয়া বিক্রম রাখহ নিজ খ্যাতি।।
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে।
বীর তুমি, হেন কথা কহ কি আভাসে।।
বালির বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানে।
তাহার হইতে তব বিক্রম বাখানে।।
একবার কোন্ কথা, তুমি শতবার।
আসিতে যাইতে পার সাগরের পার।।
রাজা হয়ে কেন হে করিবে এত শ্রম।
তুমি গেলে কটকের না রবে জীবন।।
তুমি কটকের মূল মোরা সব ডাল।
সে মূল থাকিলে ফল পাবে সর্ব্বকাল।।
ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয়।
যদি মূল থাকে পত্র পুনরায় হয়।।
কার উপকার না করিল তব বাপ।
কোন্ বীর লঙ্ঘিবেক তোমার প্রতাপ।।
সকল বানর তব ঘরের সেবক।
সকলে হইবে তব কার্য্যের সাধক।।
বসি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ।
সেবক হইতে তব সিদ্ধ হবে কাজ।।
অঙ্গদ বলেন ধীরে কি করি েইহার।
সাগর তরিতে কেহ না করে স্বীকার।।
সাগর লঙ্গিতে পারি আসিতে সংশয়।

বিলম্ব হইলে করি সুগ্রীবের ভয়।।
সংশয় জীভন মম নিশ্চয় মরণ।
সাগর লঙ্ঘিব আমি দেখ বীরগণ।।
সকল বানর কহে করি যোড়হাত।
তুমি কেন লঙ্ঘিবে হে বানরের নাথ।।
রাজপুত্র রাজা তুমি বাসবের নাতি।
নিজে মহামতি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।।
ভুলিয়াছি বালিকে যে তোমা দরশনে।
এক তিল নাহি বাঁচি তোমার বিহনে।।
জাম্বুবান বলে ছাড় জঞ্জাল বচন।
যে সাগর লঙ্ঘিবে তা করহ শ্রবণ।।
অভিমানে মৌনভাবে বীর হনুমান।
কটকের মধ্যে আছে নকুল প্রমাণ।।
কটকেতে হনুমানে কেহ নাহি দেখে।
জাম্বুবান কহিতেছে দেখিয়া তাহাকে।।
কার মুখ চাহ তুমি বীর হনুমান।
আমার বচন বাছা কর অবধান।।
হনুমান জাম্বুবান উভয়ে সম্ভাষ।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাস।।

জাম্বুবান কর্ত্তৃক হনুমানের জন্ম বৃত্তান্ত কথন

জাম্বুবান বলে বাছা তুমি মহাবল।
রাম-কার্য্য কর বাছা কেন কর ছল।।
অঙ্গদ বলেন ভাল মন্ত্রী জাম্বুবান।
কোন গুণ নাহি ধরে বীর হনুমান।।
জাম্বুবান-বাক্যে আর অঙ্গদের বোলে।
কেহ হাত ধরে তার কেহ করে কোলে।।
জাম্বুবান বলে বীর কর অবধান।
শুন হনুমানের যে জন্মের বিধান।।
কুঞ্জর-তনয়া নামে ছিল বিদ্যাধরী।
শাপে-বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী।।
অঞ্জনা নামেতে তার হইল কুমারী।
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী।।
মলয় পর্ব্বতোপরে কেশরীর ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলী করে নিরন্তর।।
চৈত্র মাসে প্রবেশিতে বসন্ত সময়।
হেনকালে বায়ু গেল পর্ব্বত মলয়।।
একে তা বসন্ত তাহে মলয় পবন।
কামেতে চঞ্চলা অতি অঞ্জনার মন।।
অঞ্জনার রূপে বায়ু মোহিত হৃদয়।
লঙ্ঘিতে না পারে ঘরে কেশরী দুর্জ্জয়।।
অঞ্জনা গেলেন ভাবি নিজ অনুকূল।
ঋতুস্নান করিবারে নর্ম্মদার কূল।।
সন্ধান পাইয়া গিয়া দেবতা পবন।
বলে ধরি অঞ্জনারে করেন রমণ।।
অঞ্জনা বলেন যে করিলা জাতি নাশ।
দেবতা হইয়া তব বানরী বিলাস।।
দেবতা হইয়া তুমি করিলা কি কর্ম্ম।
কি হেতু করিলে নষ্ট পতিব্রতা ধর্ম্ম।।
পবন বলেন কিছু না কহ অঞ্জনা।
দেখিয়া তোমার রূপ পাসরি আপনা।।
কোপ সম্বরিয়া যে অঞ্জনা যাহ ঘরে।
মহাবীর হবে এক তোমার উদরে।।
আমার বীর্য্যেতে সেই হইবে কুমার।
আমার অধিক গতি হইবে তাহার।।

এত বলি পবন গেলেন নিজ স্থান।
অষ্টাদশ মাসে জন্মিলেন হনুমান।।
অমাবস্যা তিথিতে জন্মেন হনুমান।
সে দিনের কথা কহি কর অবধান।।
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান।
প্রত্যূষে উদিত রক্তবর্ণ ভানুমান।।
রাঙ্গা ফল জ্ঞান করি ধরিতে তাঁহাকে।
সেখান হইতে লাফ দিলেন কৌতুকে।।
পর্ব্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাস্কর।
এক লাফে উঠিলেন সে অতি দুষ্কর।।
দিবাকরে ধরিবারে যান হনুমান।
দৈবায়ত্ত তথা রাহু হয় অধিষ্ঠান।।
সূর্য্যকে করিতে গ্রাস রাহু উপস্থিত।
দেখি হনুমানেরে আপনি সশঙ্কিত।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহু পলায় তরাসে।
নিবেদন করে গিয়া বাসবের পাশে।।
শুন সুরপতি কহি এক সমাচার।
সূর্য্যকে গিলিত যে আইল রাহু আর।।
শুনিয়া রাহুর কথা বাসব বিরস।
সূর্য্যকে গিলিতে অন্য কাহার সাহস।।
ঐরাবতে চড়িয়া আইল পুরন্দর।
হনুমানে দেখে গিয়া সূর্য্যের গোচর।।
ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস।
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস।।
সিন্দূরে শোভিত ঐরাবতের বদন।
দেখিয়া কৌতুকী অতি পবন-নন্দন।।
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে ধরে ঐরাবতে।
ত্রাসযুক্ত দেবরাজ বজ্র নিল হাতে।।
ক্রোধিত হইলে লোক আপনা পাসরে।
বিনা অপরাধে ইন্দ্র বজ্র মারে শিরে।।
অচেতন হনুমান হইলেন তাতে।
পড়িলেন তখনি সে মলয়-পর্ব্বতে।।
হনু ভগ্ন পড়ে সেই মলয়-শিখরে।
হনুমান নাম তেঁই বাপ মায়ে ধরে।।

ভরদ্বাজ মুনি কর্ত্তৃক হনুমানকে বরদান

যৌবন কালেতে আমি ছিলাম প্রবীণ।
তিনবার করিলাম হরি প্রদক্ষিণ।।
বৃদ্ধকালে বলহীন নিকট মরণ।
আপনারে নাহি পারি করিতে পালন।।
যাহার বিক্রমে লোক করেন ভরসা।
তাহার জীবন ধন্য বিক্রম প্রশংসা।।
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইল হনুমান।
চিন্তিত বানরে সব করে পরিত্রাণ।।
নানাবিধ বানর বসতি নানা দেশে।
তোমার বিক্রম যেন দেশে গিয়া ঘোষে।।
পৌরুষে প্রকাশ কর সাগর লঙ্ঘিয়া।
শ্রীরামেরে তুষ্ট কর সীতা উদ্ধারিয়া।।
হনুমান কহিলেন করহ বিচার।
আমার জন্মের কথা কহি আরবার।।
প্রভাস নামেতে তীর্থ খ্যাত মহীতলে।
মুনিগণ স্নান করে সেই নদীজলে।।
ধবল নামেতে হস্তী দীঘল দশন।
দন্তাঘাতে চিরিয়া মারিত মুনিগণ।।
ভরদ্বাজ মহাঋষি ঋষির প্রধান।
দন্ত সারি যায় হস্তী নিতে তাঁর প্রাণ।।

ব্যাকুল হইয়া মুনি পলায় দৌড়িয়া।
রুষিয়া গেলেন পিতা বিপদ দেখিয়া।।
দয়ালু আমার পিতা অতি ভয়ঙ্কর।
এক লাফে পড়িলেন হস্তীর উপর।।
দুই চক্ষু উপাড়েন নখের আঁচড়ে।
দুই হাতে টানি দুই দশন উপাড়ে।।
দন্ত উপাড়িয়া তার পেটে দেয় দন্ত।
দন্তাঘাতে মাতঙ্গের করিলেন অন্ত।।
পরেতে গেলেন পিতা মুনির সমাজ।
মুনি বলে বর মাগ শুন কপিরাজ।।
কেশরী বলেন যদি বর নিতে হয়।
তবে পাই যেন এক উত্তম তনয়।।
মুনিরাজ বলে তুমি চাহিলা যে বর।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী হবে তোমার কোঙর।।
বর পাইয়া মুনিরাজে করি নমস্কার।
মলয়-পর্ব্বতে গেল যথা পরিবার।।
অঞ্জনা আমার মাতা অতি রূপবতী।
ঋতুস্থান হেতু গেল নর্ম্মদার প্রতি।।
সন্ধান পাইয়া তথা দেবতা পবন।
ঝড়ে বস্ত্র উড়াইয়ে দিল আলিঙ্গন।।
এই সে কারণে আমি পবন-নন্দন।
সভার ভিতরে লজ্জা দিস কি কারণ।।
তুমিত কাহার পুত্র মন্ত্রী জাম্বুবান।
সকলের সব বার্ত্তা জানে হনুমান।।
যত যত আসিয়াছ বীর সেনাপতি।
কেবা না জানহ কহ কার মাতা সতী।।
রামকার্য্য করিতে না করি বিসম্বাদ।
বিসম্বাদ করিলে হইবে কার্য্যে বাদ।।
বানর-কটকে করি অভয় প্রদান।
অঙ্গদ বীরের আজি বাড়াইব মান।।
সাগর যোজন শত দেখি খালি-জুলি।
শতবার পার হই আমি মহাবলী।।
উড়িয়া পড়িব গিয়া স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
শত্রু মারি উদ্ধারিব রামের সুন্দরী।।
তোমা সবাকারে না ডাকিব যুদ্ধ আশে।
একাকী আনিব সীতা শ্রীরামের পাশে।।
পরম হরিষে থাক কোন চিন্তা নাই।
সকলেতে কিবা কার্য্য একা আমি যাই।।
সবে বলে যত বল কিছু নহে আন।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান।।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধে মনোহর।
হনুমান গলে দিল সকল বানর।।
বড় বড় বানরের দেখিয়া কাকুতি।
সাগর তরিতে হনুমান করে গতি।।
পৃথিবী সহিতে নারে মারুতির ডর।
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্ব্বত-শিখর।।
চল্লিশ যোজন বীর হইল নিমেষে।
হনুর শরীর গিয়া ঠেকিল আকাশে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
গাইল সুন্দরাকাণ্ড গীত রামায়ণ।।

হনুমানের সাগর লঙ্ঘনোদ্যোগ

তদন্তর বায়ুপুত্র প্রসন্ন হৃদয়।
উঠি দাঁড়াইলা বলি রামজয় জয়।।
যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন।
বন্দনীয় সর্ব্বজনে করিলা বন্দন।।
অন্য আর কপিগণে আলিঙ্গণ দিয়া।
কহিছেন সকলেরে উল্লাসিত হৈয়া।।

আমি যবে লম্ফ দিব সাগর লঙ্ঘিতে।
না পারিবে মোর ভার ধরণী সহিতে।।
অতএব চড় সবে মহেন্দ্র-ভূধরে।
লম্ফ দিব থাকি ঐ গিরির উপরে।।
এত শুনি অগ্রে করি পবন-কোঙরে।
উঠিলেন কপিগণ সেই ধরাধরে।।
মহেন্দ্র উপরে শোভে মারৎনন্দন।
যেন অন্য গিরি আসি কৈল আরোহণ।।
হেনকালে যাবতীয় অমর কিন্নর।
দেখিবারে আইলেন অম্বর উপর।।
বিদ্যাধর অপ্সর গন্ধর্ব্ব নাগগণ।
যক্ষ ভূত সিদ্ধ সাধ্য মুনি তপোধন।।
সবে মিলি যাবতীয় শাখামৃগ-কুল।
গাঁথিলেক এক মাল্য তুলি নানা ফুল।।
সেই মালা যুবরাজ লয়ে নিজ করে।
সমর্পিলা পবন-তনয় কণ্ঠোপরে।।
শোভিত শ্রীহনুমান সেই মালা পরি।
যেন মণিমালা গলে ঐরাবত করী।।
তবে সব কপিস্থানে অনুমতি লয়ে।
বসিলেন হনুমান পূর্ব্বমুখ হয়ে।।
ভক্তিযুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নতি।
গণেশাদি পঞ্চদেব দিকপাল প্রতি।।
বিশেষতঃ প্রণমিলা পরম পিতারে।
কেশরী অঞ্জনা শ্রীসুগ্রীব কপিবরে।।
লক্ষ্মণ-জানকী-পদ করিয়া বন্দন।
আরম্ভিলা রামচন্দ্রে করিতে চিন্তন।।
চিন্তামাত্রে হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর।
দেখিয়া মারুতি মনে করেন সাদর।।
জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুলপতি।
কৃপামৃত পারাবার অগ্রতির গতি।।
তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সগয়।
তবে পিপীলিকা মেরু তুলিতে পারয়।।
পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধজন।
পঙ্গু পারে পারাপার করিতে লঙ্ঘন।।
এইত সাহসে আমি হেন গুরু কাজ।
করিবারে সাহস করেছি রঘুরাজ।।
যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই কামে।
দোষ হবে তব প্রভু কল্পতরু নামে।।
অতএব তব পদে করি নিবেদন।
কর মোর প্রতি কৃপা-কটাক্ষ অর্পণ।।
এত নিবেদন কৈলা যবে হনুমান।
কটাক্ষেতে অনুমতি দিলা ভগবান।।
তবে প্রভু অন্তরেই কৈলা অন্তর্দ্ধান।
প্রভু নাহি দেখি বীর ত্যাজিলেন ধ্যান।।
প্রভু অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত মন।
কহিছেন কপিগণে পবন-নন্দন।।
আর নাহি করি আমি কোনই চিন্তন।
হইয়াছি রাম-কৃপাকটাক্ষ-ভাজন।।
এবে দেখি সমুদ্রেরে গোষ্পদ যেমন।
শত কোটিবার লঙ্ঘিবারে করি মন।।
স্বংশে রাবণ বধে সাহস করি যে।
লঙ্কা তুলি এখানেতে আনিতে পারি যে।।
ভুজে করি ফেলাইয়া সাগরের বারি।
ইচ্ছা হইলে ব্রহ্মাণ্ডেরে ডুবাইতে পারি।।
মারুতির বাণী শুনি সুখী কপিগণ।
শিখী যেন শুনি ধরাধরের গর্জ্জন।।
তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া।
বৃদ্ধ কপি জাম্বাবানের চরণ বন্দিয়া।।

দাঁড়ায় দক্ষিণ-মুখে লঙ্ঘিতে সাগর।
শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর।।

হনুমানের লঙ্কায় যাত্রা ও মালঝাঁপ

সর্ব্ব-গুণপাত্র বায়ুপুত্র সিন্ধু লঙ্ঘিবারে।
তবে করি লীলা বাড়াইলা আপন কায়ারে।।
তবে অসাধ্বস হল দশ যোজন বিস্তার।
আর মহাবল সুদীঘল দ্বিগুণ তাহার।।
করি দরশন তারে মন করে হেন জ্ঞান।
যেই সেই গিরি শিরোপরি আন গিরিমান।।
তাহে দুনয়ন বিরোচন সব প্রকাশয়।
কিবা নাসারব শুনি সব নির্ঘাত মানয়।।
দিব্য রোমগুচ্ছ দীর্ঘপুচ্ছ শিরোপরি লোলে।
যেন মেরুগিরি শৃঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে।।
সেই কপিবর-কলেবর-ভরে সে ভূধর।
নাহি সহিবারে পারে বারে করে থর থর।।
তাহে তরুগণ আন্দোলন করে ঘনে ঘন।
তাহে পুষ্প ঝরে, বুঝি বীরে করয়ে বর্ষণ।।
আর কত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ উপাড়ি পাড়য়।
তাহে নানা পাখী ছাড়ি শাখী আকাশে উড়য়।।
তাহে কত শৃঙ্গ পাই ভঙ্গ ভূতলে পড়িলা।
তায় কত দুষ্ট পশু নষ্ট কষ্টেতে হইলা।।
তাহে পায় ভীতি কত হাতী কাতর হইয়া।
করে পলায়ন ছাড়ি বন চীৎকার করিয়া।।
আর কত করী প্রাণে মরি উচ্চ হতে পড়ে।
তাহে হল হত পশু কত যে ছিল নিয়ড়ে।।
ইথে হল এক পরতেক মহৎ আশ্চর্য্য।
কিবা করি স্থানে হল প্রাণে শূণ্য সিংহবর্য।।
কিবা জগৎ প্রাণ সুসন্তান কলেবর ভরে।
নাহি সহিবারে সে শিখরে চড় চড় করে।।
তাহে পাই চাপ যত সাপ বিবরে আছিল।
তারা পেয়ে ত্রাস মহাশ্বাস ছাড়িতে লাগিল।।
তবে মহাবীর হয়ে স্থির উচ্চ কর্ণ করি।
করি মহাদম্ভ দিলা লম্ফ শ্রীরাম ফুকারি।।
সেই মহাবর লোক সবে ক্ষণে আচ্ছাদিল।
যেন কল্পকালে কুতূহলে জলদ গর্জ্জিল।।
সেই শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল।
হল অচেতন যত জন ভয়েতে বিকল।।
তাহে কপিগণ ঘনে ঘন জয়ধ্বনি করে।
দুই শব্দে মিলি গেলা চলি দশ দিগন্তরে।।
সেই মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি।
তার উপমান মরুত্বান পবনেরে লিখি।।
সেই বেগ বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে।
তারা বীরবায় পাছে যায় ব্যোম উপরিতে।।
মনে এই লিখি তারা দেখি প্রবাসী তাহায়।
যেন বন্ধুজন দুঃখী মন অনুব্রজি যায়।।
আর কত হাতী শৃঙ্গ তথি উড়িয়া চলিল।
তারা কত দূর গিয়া পরে জলেতে পড়িল।।
তবে বিনা লক্ষ্যে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিল।
করি নিরীক্ষণ সব জন স্তম্ভিত হইল।।
আহা কিবা শোভা পায় কপি আকাশোপরে।
যেন মেরু গিরি পক্ষ ধরি পড়য়ে অম্বরে।।
তাঁর বাহুদ্বয় প্রকাশয় সঘনে দোলয়।
যেন নাগরাজ গিরিরাজ উপরে শোভয়।।
তাঁর ঊর্দ্ধদেশে কিবা ভাসে পুচ্ছ উচ্চতর।

যেন ভাদ্রমাসে সুপ্রকাশে ইন্দ্রধ্বজবর।।
তাঁর অঙ্গগণ সমীরণ হেন তেজে বয়।
যার শুনি রব লোক সব নির্ঘাত মানয়।।
সেই বেগবান মরুত্বান লাগয়ে যাহারে।
সেই কোনমতে স্বস্থানেতে স্থির হতে নারে।।
সেই সমীরণ বেগে ঘন সব আকর্ষিত।
তার পাছে পাছে কাছে কাছে চলিল ত্বরিত।।
আর বহুতর ধরাধর সাগরে পড়িল।
কত ব্যোমচারী সিন্ধুবারি মাঝারে ডুবিল।।
আর সিন্ধুজল কল কল করে অতিশয়।
সেই উত্তরল জল স্থল অবধি কাঁপয়। ।
তাহে স-মকর জলচর যাবৎ আছিল।
তারা পেয়ে ভয় অতিশয় দূরে পলাইল। ।
তবে ক্রমে ক্রমে উঠে ব্যোমে পবন-নন্দন।
হল প্রথমেতে তার মাথে মুকুট তপন।।
পরে সে তরণি কণ্ঠমণি সমান শোভিলা।
পরে দুই পদ কোকনদ ভূষণ হইলা।।
হেন রূপ মারুতির বীরপণা নিরীক্ষণে।
পাই মহাতুষ্টি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে।।
তবে এইমতে আকাশেতে চলিলা বানর।
কিবা প্রেমভরে চিন্তা করে রামে বীরবর।।

সুরসা সাপিনী কর্ত্তৃক হনুমানের পথরুদ্ধ করণ

এইমত মারুতির বিক্রম দেকিয়া।
সুরসাকে সুর সব কহেন ডাকিয়া। ।
নাগমাতা তুমি ধর শক্তি বিলক্ষণ।
কর মো সবার এই সন্দেহ ভঞ্জন।।
যাইছেন এই বায়ু তনয় লঙ্কাতে।
রামচন্দ্র-প্রেয়সীর তত্ত্ব সে জানিতে।।
তুমিহ তাহাতে করি বিঘ্ন আচরণ।
জানহ ইহার বল বুঝিবা কেমন।।
পারিবে নারিবে কিম্বা এই কপিরাজ।
সেথা হতে ফিরিবারে সাধি এই কাজ। ।
ইহাই জানিতে হবে ঘোর কলেবর।
যাহ তুমি ক্ষণেক মারুতি বরাবর। ।
এত শুনি সর্পমাতা সুরসা সাপিনী।
প্রস্থান করিলা হয়ে রাক্ষসী-রূপিণী।।
মারুতির অগ্রে ভীম মূরতি হইয়া।
কহিছেন নাগমাতা কপট করিয়া।।
ওরে কপি যাও তুমি আর কোন্ স্থানে।
প্রবেশ করহ আসি আমার বয়ানে।।
হইয়াছি অতিশয় ক্ষুধাতে পীড়িত।
এ সময়ে তোরে পেয়ে বড় হল প্রীত।।
বুঝিলাম কৃপা করি যত দেবগণ।
করি দিল মোর আগে তোরে আনয়ন।।
অতএব বিলম্ব না কর একক্ষণ।
শীঘ্র আসি কর মোর মুখে প্রবেশন। ।
এত শুনি বায়ু-পুত্র যুড়ি কর দ্বয়।
কহিছেন তাঁর প্রতি করিয়া বিনয়।।
দশরথ-পুত্র রাম দণ্ডক কাননে।
আসি বাস করেছিলা পিতার বচনে।।
বিনাদোষে হরি আনিয়াছে তাঁর নারী।
দশানন এই লঙ্কাপুর-অধিকারী।।
যাইতেছি আমি তাঁর তত্ত্ব জানিবারে।
তাহে বিঘ্ন নাহি কর কোনই প্রকারে।।

সেই রামচন্দ্র হন সকলের হিত।
তাঁহার অহিত করা তব অনুচিত।।
যদি বল অবশ্যই খাইবে আমারে।
তবে যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে।।
সীতা দেখি বার্ত্তা দিয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
আসি প্রবেশিব আমি তোমার বদনে।।
কিছু নাহি কর তুমি ইহাতে সংশয়।
কহিতেছি আমি সত্য করিয়া নিশ্চয়।।
সুরসা কহেন তাহা আমি নাহি মানি।
মোর আগে আসি ফিরে নাহি যায় প্রাণী।।
সুরসার বাণী শুনি সমীর-নন্দন।
কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন।।
কোন্ মুখে দুষ্টা মোরে করিবি ভক্ষণ।
প্রকাশ করিল নিজ মুখের আকার।।
তা দেখি মারুতি ত্রিশ যোজন হইল।
চল্লিশ যোজন মুখ সুরসা করিলা।।
পঞ্চাশ যোজন হৈল পবন-সন্তান।
করিলা সুরসা ষষ্টি যোজন ব্যাদান।।
সপ্ততি যোজন হৈল পরে হনুমান।
সেই মুখ কৈল আশী যোজন প্রমাণ।।
হনুমান হৈল তবে নবতি যোজন।
সুরসা করিল শত যোজন আনন।।
তাহা দেখি হনুমান চিন্তিল আশয়।
একি এত সামান্য রাক্ষসী নাহি হয়।।
এত ভাবি ক্ষণকাল মানস-মাঝারে।
জানিলেন মারুতি সুরসা বলি তারে।।
তবে নিজে হয়ে শত-যোজন প্রমাণ।
তাঁর মুখমধ্যে প্রবেশিলা হনুমান।।
প্রবেশিবা মাত্র সে সুরসা ঠাকুরাণী।
ওষ্ঠ চাপি মুদ্রিত করিলা মুখখানি।।
তাহা দেখি হয়ে বীর অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
কর্ণরন্ধ্র দিয়া কৈলা বাহিরে প্রয়াণ।।
বলিছেন কপিবর জানিনু তোমায়।
নাগমাতা প্রণতি করি গো তব পায়।।
তব বাক্যে প্রবেশিনু তোমার বদন।
অনুমতি দেও এবে করি গো গমন।।
তবে সে সুরসা ধরি আপন মূরতি।
কহিবারে আরম্ভিলা বায়ু-পুত্র প্রতি।।
সুখে যাহ হনুমান পরম কুশলী।
করুন তোমার শুভ অমর-মণ্ডলী।।
তব বীর্য্য পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে।
পাঠাইয়া ছিলা সব অমরে আমারে।।
তাহা জানিলাম এবে করহ গমন।
রাম সীতা উভয়েতে করাও মিলন।।
এত কহি নাগমাতা গেল নিজস্থান।
পুনঃ পূর্ব্বরূপ হয়ে যায় হনুমান।।

মৈনাক পর্ব্বত সহ হনুমানের সম্ভাষণ

দেখি মারুতির হেন বীর্য্য বুদ্ধি বল।
প্রশংসা করেন তারে অমর সকল।।
হেনকালে নদীপতি সচিন্তিত মন।
করিছেন হৃদয়েতে এই বিচরণ।।
নগর নৃপতি হতে মোর উপাদান।
এ লাগি সাগর বলি ভুবন আখ্যান।।
সেই ত সগর-বংশে রামের জনম।
সে রাম কার্য্যেতে যান পবন-নন্দন।।

এ লাগি ইহার হিত কর্ত্তব্য আমার।
অন্যথা হইলে নিন্দা লোকেতে অপার।।
লঙ্ঘিছেন হনুমান এই পারাবার।
হইতেছে বড় শ্রম ইহাতে ইহার।।
অতএব মধ্যপথে আলম্বন পাই।
যেরূপেতে সুখে যান, করিব তাহাই।।
এত ভাবি নদীপতি মৈনাক ভূধরে।
ডাকিয়া কহেন কিছু বচন সাদরে।।
হিমালয়-তনয় মৈনাক গিরিরাজ।
করহ তুমিহ মোর আজি এক কাজ।।
শুন শুন শুন হিমালয়ের নন্দন।
এত কাল করিলাম তোমার পালন।।
ইন্দ্রের ভয়েতে মম লইলে শরণ।
লুকাইয়া রাখিয়াছি করিয়া যতন।।
তদুপরি জিরাইবে পবন-নন্দন।
শ্রীরামের সহায়তা কর এইক্ষণ।।
সগর হইতে হয় উৎপত্তি আমার।
জন্ম লয়েছেন রাম বংশেতে তাঁহার।।
সেই রামকার্য্যে যান সমীর- তনয়।
তাঁর হিত কিছু মোরে করিবারে হয়।।
এই লাগি কহি আমি তোহে পৌটি করি।
একবার উঠ তুমি সলিল উপরি।।
ঊর্দ্ধ অধঃ আর চারিপার্শ্বে বাড়িবার।
আছয়ে তোমার শক্তি অনেক প্রকার।।
এই লাগি কহিতেছি তোহে বার বার।
উঠিয়া করহ তুমি মোর উপকার।।
তোমার উপরি শৃঙ্গ দুশত যোজন।
মারুতি বিশ্রাম করি করুন গমন।।
এত শুনি ভাল ভাল বলি গিরিবর।
উঠিলেন সাগরের জলের উপর।।
কিবা সাজে সিন্ধুমাঝে সুবর্ণ-শিখরী।
প্রাতের তপন যেন সমুদ্র-উপরি।।
পথমাঝে দেখি তারে মারুতি চিন্তিত।
একি আসি কোন্ বিঘ্ন হলো উপস্থিত।।
তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্য-মূরতি।
নিজ শৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি।।
বায়ুপুত্র শুন কিছু আমার বচন।
সমুদ্র-আদেশে আমি কৈনু আগমন।।
শ্রীরামের পূর্ব্ববংশ নৃপতি সগর।
তিনি খাদ করেছেন এই ত সাগর।।
এই হেতু রামদূত তোহে সম্মানিতে।
পাঠালেন মোরে তেঁহ প্রীতিযুক্ত চিতে।।
তুমিহ আমার শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম।
খাও দিব্য ফল মূল জল অনুপম।।
পরেতে হইয়া তমি সুখযুক্ত মন।
করিবে রাবণপুর মধ্যেতে গমন।।
আমাকেও না করিবে তুমি শঙ্কা সব।
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধে বান্ধব।।
এ লাগিয়ে আসিয়াছি পূজিতে তোমায়।
তুমিহ সফল কর মোর বাসনায়।।
এত শুনি হনুমান থাকিয়া আকাশে।
জিজ্ঞাসা করেন তারে সুমধুর ভাষে।।
কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর।
বাসা করিয়াছ সিন্ধু-জলের ভিতর।।
কিরূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব।
বিবরণ করি কহ কথা এই সব।।
শুনি বাণী মহীধর আনন্দিত হৈয়া।
কহেন পবন-পুত্রে প্রণয় করিয়া।।

পূর্ব্বে যাবতীয় গিরি ছিলা পক্ষবান।
উড়িয়া করিত তারা সর্ব্বত্র পয়ান।।
তবে তাহাদের দুষ্ট বুদ্ধি উপজিল।
পড়িয়া নগর গ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল।।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হৈয়া সহস্রলোচন।
বজ্রে করি কৈলা পক্ষচ্ছেদ আরম্ভণ।।
সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে।
বজ্র ধরি ইন্দ্র আইল মোর পার্শ্বদেশে।।
তাহা দেখি ভয়ে আমি করি পলায়ন।
পাছে পাছে চলিলেন সহস্র-লোচন।।
তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয়।
করুণাতে আদ্র হৈল বায়ু মহাশয়।।
তিনি অতিশয় বেগ প্রকাশ করিয়া।
ফেলাইলা মোরে এই সমুদ্রে আনিয়া।।
তাঁহার কৃপাতে আর সমুদ্র আশ্রয়ে।
না কাটিলা ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে।।
সে অবধি আছি আমি সাগর ভিতর।
হিমালয়-পুত্র নাম মৈনাক ভূধর।।
তুমি হও মোর বন্ধু পবন- তনয়।
তোমার সম্মান মোরে করিবারে হয়।।
অতএব মোর আর সিন্ধুর পীরিতে।
তুমিহ বিশ্রাম কর মোর উপরেতে।।
গিরিবাক্য শুনি কন পবন-কুমার।
তোমার দর্শনে দিন সফল আমার।।
তোমার মধুর বাক্যে মন জুড়াইল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ শ্রম নিবৃত্ত হইল।।
করিলে আতিথ্য তুমি দেখাইয়া প্রীত।
তোমাতে বিশ্রাম করা মোর সমুচিত।।
কিন্তু বড় ত্বরা আছে লঙ্কায় যাইতে।
এ লাগি না পারিলাম এক্ষণে থাকিতে।।
আর শুন আসিবার কালে সিন্ধুতটে।
এসেছি প্রতিজ্ঞা করি বান্ধব নিকটে।।
নিরালম্বে পার হব শতেক যোজন।
অতএব যোগ্য নহে বিশ্রাম- করণ।।
অঙ্গুলি মাত্রেতে করি পরশ তোমারে।
দোষ ক্ষমা করি দাও অনুজ্ঞা আমারে।।
এত শুনি সাধু সাধু বলি গিরিবর।
অনুমতি দিল তারে প্রশংসি বিস্তর।।
তবে কর অঙ্গলিতে স্পর্শিয়া ভূধরে।
পরশি পয়াণ কৈলা মারুতি অম্বরে।।
মারুতির আতিথ্যেতে সন্তুষ্ট অন্তর।
মৈনাক ভূধর প্রতি কন পুরন্দর।।
মৈনাক তোমার আজি দেখি এই কর্ম্ম।
পাইলাম মোরা সবে অতিশয় শর্ম্ম।।
রামদূত মারুতির আতিথ্য করিয়া।
ত্রিজগতে করিলে তুমি হে তুষ্ট হিয়া।।
অতএব আমি তোমা দিলাম অভয়।
সুখে থাক তুমি হয়ে নির্ভয় হৃদয়।।

হনুমান কর্ত্তৃক সিংহিকা রাক্ষসী বধ

এত শুনি আনন্দিত হয় গিরিবর।
দক্ষিণেতে চলিলেন পবন-কোঙর।।
কত দূরে যবে তিনি করিলা গমন।
দক্ষিণেতে চলিলেন পবন-নন্দন।।
কত দূরে যবে তিনি করিলা গমন।
সিংহিকা রাক্ষসী তাঁরে করিলা দর্শন।।

দেখি চিন্তা করে সেই দুষ্টা নিশাচরী।
বুঝি আজি ভুঞ্জিতে পাইব পেট ভরি।।
যাইতেছে আকাশেতে বড় এক প্রাণী।
ইহার ছায়াকে ধরি আকর্ষিয়া আনি।।
এত ভাবি মারুতির ছায়াস্পর্শ পাই।
আকর্ষিতে আরম্ভিল মুখখান বাই।।
তার আকর্ষণে ন্যূন দেখি নিজ বেগ।
মনে চিন্তা করিছেন মারুতি সোদ্বেগ।।
একি মোর গতিবেগ ন্যূন হয় কেন।
দৃঢ়রজ্জু দিয়া কেহ বান্ধিলেক যেন।।
এত ভাবি সব দিক দেখিতে দেখিতে।
দেখিলেন রাক্ষসীরে নিজ অধোভিতে। ।
পাতাল সমান মুখ বিস্তারণ করি।
রহিয়াছে অম্বরেতে দুষ্টা নিশাচরী।।
তাহা দেখি ভাবনা করেন পুনর্ব্বার।
একি অধোভাগে দেখি বিকট আকার।।
বুঝি এইজন মোরে করে আকর্ষণ।
আপনার মুখে করাইতে প্রবেশন।।
সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ।
এই বটে সিংহিকা রাক্ষসী দুষ্টা জন।।
আজি আমি প্রতিকার ইহার করিব।
এ পথের কণ্টক নিঃশেষে ঘুচাইব।।
এত ভাবি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি হয়ে কপিবর।
প্রবেশিলা সিংহিকার বদন ভিতর।।
সেই বড় সুখী হয়ে মুদিল বদন।
যেন কেহ বিষ খায় মরণ কারণ।।
তবে তার হৃদয় প্রবেশি হনুমান।
নখে করি বিদারি করিল খান খান।।
সেই ছিদ্র দিয়া নিজে হইল বাহির।
তাহে রাক্ষসীর প্রাণ ছাড়িল শরীর।।
তবে ঘুরি ঘুরি সেই দুষ্টা নিশাচরী।
পড়িল পরেতে সেই পয়োধি উপরি।।
তাহে সুখী হলো বহু কোটি জলচর।
ভোজন করিয়া তার মাংস বহুতর।।
বুঝিলাম বহু মাংস পূর্ব্বে খেয়েছিল।
আজি সেই সকলের শোধন করিল।।
সিংহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগণ।
করিছেন হনুমানে বহু প্রশংসন।।
সর্ব্বদা বিজয়ী হও পবন-কুমার।
করুণ শ্রীভগবান কল্যাণ তোমার।।
যে কর্ম্ম করিলে তুমি সিংহিকা নিধনে।
ইহার সম্ভব নহে এ তিন ভুবনে।।
একে নিরালম্বে শত যোজন লঙ্ঘন।
তাহে পুনঃ সুদুর্দ্দান্ত সিংহিকা মারণ।।
এ দুষ্টা রাক্ষসী ভয়ে যত দেবভাগ।
করেছিলা এই ব্যোম মার্গ পরিত্যাগ।।
আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক।
সুখে বিহরুক তবে সব বৃন্দারক।।
তোমা হৈতে রাজকার্য্য নিষ্পন্ন-হইবে।
তোমা হৈতে ত্রিভুবন আনন্দ পাইবে।।
একি বল, একি বীর্য্য একি পরাক্রম।
ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি যার সম।।
ধরা ধরাধর সব যাবৎ থাকিবে।
তাবৎ পর্য্যন্ত তব এ যশ ঘুষিবে। ।
যাহ যাহ, করিতেছি মোরা আশীর্ব্বাদ।
কৃতকার্য্য হয়ে ফিরি এস অবিবাদ। ।
এত বলি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
শুনি আনন্দিত বীর করিলা গমন।।

কিছুদূর হৈতে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে ভাবিতেছে পবন-নন্দন।।
হেন মহাদেহে যদি প্রবেশি এ লঙ্কা।
তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা।।
অতএব ক্ষুদ্র মূর্ত্তি হয়ে প্রবেশিব।
উচিত সময়ে নিজ কার্য্য সমাধির।।
এত ভাবি আপন সহজ মূর্ত্তি ধরি।
সিন্ধু তরি পড়িলেন সুবেল উপরি।।
সেই ত সুবেল গিরি ভয়েতে তাঁহার।
কাঁপিতে লাগিল লঙ্কাদ্বীপ সহকার।।
আর এক হলো বড় সে সময়ে রঙ্গ।
সীতা আর রাবণের নাচে বাম-অঙ্গ।।
যদ্যপি তরিল সেই শতেক যোজন।
তথাপি নাহিক কিছু শ্রম একক্ষণ।।
সাগর লঙ্ঘন কথা অমৃতের ভাণ্ড।
শুনিলে পাতকরাশি হয় খণ্ড খণ্ড।।

হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ ও চামুণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ এবং চামুণ্ডার লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন

এইরূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর।
কত স্থানে কত দেখে, বর্ণিতে বিস্তর।।
কাঞ্চন রতন মণি স্ফটিকে নির্ম্মাণ।
পুরশোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান। ।
গড়ে প্রবেশিয়া দেখে পবন-নন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সে অদ্ভুত রচন।।
মহাভয়ানক মূর্ত্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা।
বামহাতে খর্পর দক্ষিণ হাতে খাণ্ডা।।
দুই চক্ষু ঘোরে যেন দুই দিবাকর।
ব্রহ্ম-অগ্নি হেন তেজ অতি ভয়ঙ্কর।।
লোল জিহ্বা পৃষ্ঠে জটা বিকট দশন।
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ দেখিতে ভীষণ।।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান গলে মুণ্ডমালা।
মাণিক-কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা।।
দেখিয়া চিন্তিত অতি বীর হনুমান।
যোড়হাতে বলেন দেবীর বিদ্যমান।।
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা।
শিবের প্রেয়সী তুমি, কেন আছ হেথা।।
তোমারে দেখিয়া আমি বড় পাই ডর।
কি করিণে আছ মাতা লঙ্কার ভিতর।।
চামুণ্ডা বলেন, আমি শঙ্করের সতী।
তাঁহার আজ্ঞায় মম লঙ্কায় বসতি।।
সৃজেন যখন ব্রহ্মা স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
সেই কাল হৈতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি।।
করিলাম জিজ্ঞাসা শিবের শ্রীচরণে।
থাকিব কতেক কাল রাবণ-ভবনে।।
শঙ্কর বলেন, থাক এই সঙ্খ্যা তার।
যত দিন নাহি হয় রাম-অবতার।।
জন্মিবেন রাম দশরথের ভবনে।
তাঁর পত্নী সীতাদেবী হরিবে রাবণে।।
সীথা অন্বেষণে রাম পাঠাবেন চর।
তার নাম হনুমান, আকারে বানর।।
যখন দেখিবে লঙ্কাগত হনুমান।
তখন ছাড়িয়া লঙ্কা আসিবে স্বস্থান।।
সেই হতে রাখি আমি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
হনুমানে না দেখিয়া যাইতে না পারি।।

কাহার সেবক তুমি কোথা তব ঘর।
কিমতে তরিলে তুমি অলঙ্ঘ্য সাগর।।
হনুমান বলে, আমি রামের কিঙ্কর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবন-কোঙর।।
সীতা অন্বেষণে আইলাম লঙ্কাপুরী।
শ্রীরামের দূত যেই তেঁই সিন্ধু তরি।।
শুনিয়া হনুর কথা চামুণ্ডার হাস।
লঙ্কায় দেখিয়া তারে গেলেন কৈলাস।।

হনুমানের সীতা অন্বেষণ

হেনকালে হনুমান যায় বনে বন।
গুয়া নারিকেল দেখে অতি সুশোভন।।
কোকিলের কুহুবর ভ্রমর ঝঙ্কার।
নানা পক্ষী কলবর লাগে চমৎকার।।
দীঘি সরোবর দেখে সলিল নির্ম্মল।
প্রস্ফুটিত কোকনদ পঙ্কজ উৎপল।।
লঙ্কাপুরীর চারিদিকে বেষ্টিত সাগর।
দেবতার গতি নাহি লঙ্কার ভিতর।।
সোণার প্রাচীর মধ্যে, বাহিরে লোহার।
গগন-মণ্ডলে চূড়া লাগিছে তাহার।।
এইরূপে হনুমান ভ্রমে চতুর্ভিতে।
মনে মনে কত চিন্তা লাগিল করিতে।।
রাবণের প্রতাপ দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরে।
বানর কটক তাহে কি করিতে পারে।।
এখানে আসিতে পারে শক্তি আছে কার।
চারি ব্যক্তি বিনা আর সকলি অসার।।
সুগ্রীব আসিতে পারে বীর-অবতার।
যুবরাজ, অঙ্গদ আসিতে পারে আর।।
আসিবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি।
আমিও আসিতে পারি অব্যাহত গতি।।
যেই কার্য্যে আসিয়াছি সীতা দেখি আগে।
শেষেতে করিব কার্য্য যেখানে যে লাগে।।
ভাণ্ডাইব কেমনে দুর্জ্জয় শত্রুগণে।
কেমনে চিনিব আমি রাজা দশাননে।।
বেড়াইব কেমনে কনক লঙ্কাপুরী।
কেমনে চিনিব আমি রামের সুন্দরী।।
রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি।
কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী।।
হাস্য পরিহাস কথা বচন চাতুরী।
সেখানে না থাকিবেন জানকী সুন্দরী।।
সর্ব্বক্ষণ চক্ষে অশ্রু মলিন বসনা।
সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা।।
সীতারে দেখিতে যদি হয় জানাজানি।
হয় হউক তাহাতে করিব হানাহানি।।
অস্ত গেল ভানুমান বেলা অবসান।
মধ্যগড়ে প্রবশ করিল হনুমান।।
নিশাকর সুপ্রকাশ করিল হনুমান।
ভালমতে হনুমান লঙ্কাকে নেহালে।।
চালের উপরে শোভে সুবর্ণের ধারা।
চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা।।
প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজে।
রাজার মন্দির সে সুন্দর সাজে সাজে।।
হনুমান স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে।
নেউল প্রমাণ হয়ে ভ্রমে ঘরে ঘরে।।
মাণিক কাঞ্চন আর প্রবাল প্রস্তর।
অন্ধাকারে আলো করে লঙ্কা-পুরী- ঘর।।

কাঞ্চন-নির্ম্মিত ঘাট দীঘি ও পুখরী।
আনন্দিত হনুমান দেখি লঙ্কাপুরী।।
পরমা সুন্দরী কন্যা দেখে নানা বেশে।
যুবতীরা নিদ্রা যায় শুয়ে স্বামী পাশে।।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নানা রত্ন-বিভূষিতা।
দেখি হনুমান বলে এই দেবী সীতা।।
কুবেশা মলিনা সেই অশ্রুজলে ভাসে।
সেই হবে সীতাদেবী যুক্তি ভাল আসে।।
অতি সুশোভন বিভীষণের আবাস।
দেখে মহাদেবের সে অপূর্ব্ব নিবাস।।
উল্কাজিহ্ব বিদ্যুৎজিহ্ব আর বিদ্যুন্মালী।
শুক সারণের ঘর দেখে মহাবলী।।
কুমার সবার ঘর দেখে সারারাতি।
একে একে দেখে যত লঙ্কার বসতি।।
কোন স্থানে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে বীর করিল প্রবেশ।।
রাজার দ্বারেতে দেখে দ্বারা সারি সারি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব নানা অস্ত্রধারী।।
দেখিল পুস্পক রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তদুপরি লাফ দিয়া উঠে হনুমান।।
সেই রথে সারথি যে দেবতা পবন।
পিতা পুত্রে উভয়েতে হইল মিলন।।
পুত্রে সম্ভাষিয়া পিতা গেল নিজ স্থান।
রাবণের ঘরে প্রবেশিল হনুমান।।
রাবণ শুইয়া আছে রত্নময় খাটে।
ঘর আলো করিতেছে দশটা মুকুটে।।
রাজদেহে আভরণ দেখিল প্রচুর।
দীপ্ত করি মেঘ যেন পড়িল চিকুর।।
নিদ্রা যায় রাবণ মৃঙ্গার-অবসাদে।
কস্তূরী কুঙ্কুমে রাজা লোভে মৃগমদে।।
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র বিড়ি যেন তারাগণ।।
শোভে এক ঠাঁই নব রমণীর গলা।
একসূত্রে গাঁথা যেন পারিজাত মালা।।
খোল করতাল কারো বীণা বাঁশী কোলে।
অচেতন নিদ্রায় লোটায় ভূমিতলে।।
মানুষী গন্ধর্ব্বী দেবী দানবী রাক্ষসী।
রাবণের ঘরে আছে পরমা রূপসী।।
নীলবর্ণ রাবণ সে পীতবস্ত্রধারী।
নবজলের যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি।।
রাবণের কোলে দেখে পরমা সুন্দরী।
ময়দানবের কন্যা রাণী মন্দোদরী।।
সোহাগে আগুলি সেই রত্নে বিভূষিতা।
তারে দেখি ভাবে বীর এই বুঝি সীতা।।
রামগুণে পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে।
রাবণে ভজিবে সীতা নাহি লয় মনে।।
দশরথ পুত্রবধূ জনক-ঝিয়ারী।
ভজিবেন রাবণেরে মনে নাহি করি।।
একে একে সকলে করিল নিরীক্ষণ।
সীতার লক্ষণ নাহি দেখে এক জন।।
কুড়ি চক্ষু মুদিত নিদ্রিত লঙ্কেশ্বর।
নিরখিয়া হনুমান পাইলেক ডর।।
অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
আর ঘরে গিয়া হনু করিল প্রবেশ।।
যে ঘরে রাবণ রাজা করে মধুপান।
সেই ঘরে প্রবেশ করিল হনুমান।।
ভক্ষ্য ঘরে প্রবেশিয়া দেখে নানা ভক্ষ্য।
মনুষ্য পশুর মাংস দেখে লক্ষ লক্ষ।।

সেখানে সীতার না পাইল দরশন।
প্রাচীরে বসিয়া ভাবে পবন-নন্দন।।
সর্ব্ব স্থান দেখিলাম করিয়া বিচার।
ঘরে ঘরে দেখি সব কুৎসিৎ আচার।।
জিতেন্দ্রিয় কপি কারো পানে নাহি মন।
উলঙ্গ উন্মত্ত যত করে নিরীক্ষণ।।
সীতা হেতু অর্দ্ধরাত্রি করি জাগরণ।
অনেক ভ্রমণে নাহি পাই অন্বেষণ।।
বল বুদ্ধি পরাক্রম শ্রীরামে ভকতি।
করিল সকল নষ্ট বিহঙ্গ সম্পাতি।।
তার বাক্য তরিলাম দুস্তর সাগর।
সীতা হেতু ভ্রমিলাম লঙ্কার ভিতর।।
এ লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন।
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন।।
কান্দিতে কান্দিতে বীর ছাড়িল নিশ্বাস।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

হনুমান কর্ত্তৃক অশোকবনে সীতা-সন্দর্শন

কাঁদিতে কাঁদিতে বীর করে নিরীক্ষণ।
নানাবর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক-কানন।।
পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ।
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে মন।।
অন্বেষণ করিতে হইল এই বন।
এখানে যদ্যপি পাই সীতা দরশন।।
মুছিয়া নেত্রের জল হইল সুস্থির।
প্রবেশিলা অশোক-কাননে মহাবীর।।
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর।
লাফ দিয়া উঠিলেক তাহার উপর।।
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন।
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি সুশোভন।।
রাঙ্গাবর্ণ কত গাছ দেখিতে সুন্দর।
মেঘবর্ণ কতগাছ দেখে মনোহর।।
ঠাঁই ঠাঁই দেখে তথা স্বর্ণ নাট্যশালা।
দেবকন্যা লইয়া রাবণ করে খেলা।।
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে নানাবর্ণ লতা।
মনে চিন্তে হনুমান হেথা পাব সীতা।।
চেড়ী সবে দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত প্রমাণ হাতে লোহার মুদগর।।
কেহ কালী কেহ গৌরী, কোন চেড়ী ধলী।
খর্জ্জুর গাছের মত দেখি কেশাবলী।।
আ-উদর চুল কার, মাথা যুড়ি নাক।
কাঁকলাস মূর্ত্তি কার সব মাথা টাক।।
হাতে মুখে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ছড়াছড়ি।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সব রাবণের চেড়ী।।
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি।
চেড়ী সব ঘিরিয়াছে সুন্দরী জানকী।।
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিনা দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যে দেখি হীনকলা।।
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিঃশ্বাস।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতাদেবী চিনিলেন পবন-নন্দন।।
সীতা রূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান।
সুগ্রীব বলিল যত, হৈল বিদ্যমান।।
ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত।
ইহা লাগি সূর্পণখার নাক কাণ হত।।

ইহা লাগি চতুর্দ্দশ সহস্র রক্ষঃ মরে।
ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে।।
ইহা লাগি কবন্ধের স্বর্গ- দরশন।
ইহা লাগি শ্রীরামের সুগ্রীব-মিলন।।
ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তর।
ইহা লাগি একেশ্বর লঙ্ঘিনু সাগর।।
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি।
এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী।।
দেখিয়া সীতার দুঃখ কাঁদে হনুমান।
অনুমানে যে ছিল সে দেখি বিদ্যমান।।
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে।
ইহা লাগি ম্লান রাম দারুণ সন্তাপে।।
রাক্ষসীগণেরে মারি, কি আপনি মরি।
জানকীর দুঃখ আর দেখিতে না পারি।।
রাম সীতা বাখানে চড়িয়া বীর গাছে।
কৃত্তিবাস এ সকল রামগুণ রচে।।

অশোকবনে সীতাদেবীর নিকট রাবণের গমন

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপর গগন।।
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর।
ধবল রজনী দেখি বিচিত্র সুন্দর।।
মধুপানে রাবণ হইয়া কামাতুর।
বলে চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর।।
সীতা লাগি যাব আমি অশোকের বনে।
মন্দোদরী রাণী আদি ডাকে রাণীগণে।।
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সাজে রাণীগণ।
বেষ্টিত করিল সবে রাজা দশানন।।
রাবণের সঙ্গে চলে দশ শত নারী।
রূপে আলো করিছে কনক-লঙ্কাপুরী।।
চামর ঢুলায় কেহ, কার হাতে ঝারি।
নারায়ণ তৈল জ্বলে, দেউটী সারি সারি।।
দশ-শত নারী সহ আইল রাবণ।
অশোক কানন হইল দেবতা- ভবন।।
হনু বলে, রাবণ করিল আগুসার।
দেখিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার।।
কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে।
সীতার নিকটে আছি, কভু ভাল নহে।।
গাছের আড়ালে বসি পাতাতে প্রচুর।
আপনি লুকায়ে দেখে বানর চতুর।।
নারিগণ সঙ্গে গেল সীতার সম্মুখে।
থাকিয়া গাছের আড়ে হনুমান দেখে।।
কি বলে বারণ রাজা,কি বলে জানকী।
শুনিবারে আগুসারে মারুতি কৌতুকী।।
দুই পদ রাখিলেন ডালের উপর।
গাত্র বাড়াইয়া দেখে সীতার গোচর।।
রাবণে দেখিয়া সীতার কাঁপিল অন্তর।
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবর।।
দুই হাতে দুই স্তন ঢাকিল জানকী।
লাবণ্য ঢাকিতে পারে কিবা হেন শক্তি।।
সোণার প্রতিমা জিনি সীতা ঠাকুরাণী।
হিঙ্গুল জিনিয়া মার চরণ দুখানি।।
চন্দ্র জিনি চরণের দশ নখ-জ্যোতি।
মুকুতা জিনিয়া মার দশনের পাঁতি।।
পদ্ম জিনি জননীর দুই চক্ষু শোভে।
ভ্রমর ধাইছে কত শত মধু লোভে।।

দশদিক্ আলো করে জনক-ঝিয়ারী।
শিংশপার তলে যেন পড়িছে বিজুরী।।
সীতামার গাত্রে মলা, মলিন বদন।
তবু রূপে আলো করে অশোকের বন।।
রাবণে দেখিয়া সীতার উড়ে গেল প্রাণ।
বলেন দুহাত তুলি রক্ষা কর রাম।।
এমন সময়ে কোথা দেবর লক্ষ্মণ।
জাতি মান রক্ষা কর ভাই দুই জন। ।
বিকলি করিয়া সীতা রৈলা হেঁট মাথে।
মাথা তুলি না চাহেন রাবণ-সাক্ষাতে।।
সীতারূপ হেরি রাবণ ভাবে মনে- মন।
আমার উদ্ধারে সীতা তব আগমন।।
যে হোক্ সে হোক্ মোর, জানি মনে মনে।
উন্নত হইয়া আমি নত হই কেনে।।
ডাক দিয়া বলে তবে লঙ্কা-অধিকারী।
হেঁট মাথা কৈলে কেনে জনক-ঝিয়ারী। ।
অভিমান ছাড়ি সীতা চাহ নয়ন-কোণে।
পাটরাণী হয়ে বৈস স্বর্ণ-সিংহাসনে।।
দশ হাজার দেবকন্যা বিভা করি আমি।
তার পরে পাটরাণী হয়ে রহ তুমি।।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পর রাজ- আভরণ।
তব আজ্ঞাকারী রবে রাজা দশানন।।
মোর মত রাজা আর নাহি ত্রিভুবনে।
ধনের ঈশ্বর আমি জানে জগজ্জনে।।
রাবণ বলিল, সীতা কারে তব ডর।
দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর।।
বলে ধরি আনিয়াছি, এই ত্রাস মনে।
রাক্ষসের জাতিধর্ম্ম ছলে বলে আনে।।
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার সুবদন।
কি পদ্ম কি সুধাকর জ্ঞান করে মন।।
দুই কর্ণে শোভে তব রত্নের কুণ্ডল।
দেখি নবনীত প্রায় শরীর কোমল।।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তব চরণ-অঙ্গুলি।।
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
হইয়া আমার ভার্য্যা থাক নানা সুখে।।
রামের অত্যল্প ধন, অত্যল্প জীবন।
শোকে শোকে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ।।
এখনও কি আছে রাম মনে হেন বাস।
বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষস। ।
মোর হাতে সুমেরু নাহিক ধরে টান।
মানুষ সে রাম তার কত বড় জ্ঞান।।
দেবতা দানব যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব।
যুদ্ধে করিলাম চূর্ণ সবাকার গর্ব্ব।।
দিগ্বিজয় কৈনু আমি রণে বাহুবলে।
কত শত যোদ্ধৃ পতি দিনু রসাতলে।।
হেন জন ছাড়ি তব তপস্বীতে মন।
জটিল তপস্বী তব শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা।
সর্ব্বলোকে তোমারে তো কে বলে পণ্ডিতা।।
রতিশাস্ত্র জানি আমি বিবিধ বিধানে।
তুমি আমি কেলি রস করিব দুজনে।।
নানা রত্নে পূর্ণ আছে আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সুন্দরী সে সকলি তোমার।।
তোমার সেবক আমি তুমিত ঈশ্বরী।
তোমার আজ্ঞাতে লয়ে যাই অন্তঃপুরী। ।
তোমার চরণ ধরি করি যে ব্যগ্রতা।
কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা।।

কারো পায়ে নাহি ধরে রাজা দশাননে।
দশ মাথা লোটালাম তোমার চরণে।।
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিয়া অন্তরে।
কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে ধীরে। ।
অধার্ম্মিক নহি আমি রামের সুন্দরী।
জনক রাজার কন্যা আমি কুলনারী।।
রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রোধ মনে।
গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে।।
নাহি হেন পণ্ডিত বুঝায় তোরে হিত।
পণ্ডিতে কি করে তোর মৃত্যু উপস্থিত।।
শৃগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাধ।
সবংশে মরিবি রে রামের সনে বাদ।।
তোর প্রাণে না সহিবে শ্ররামের বাণ।
পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ। ।
অমৃত খাইয়া যদি হস্ রে অমর।
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর।।
লঙ্কার প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার।
শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার। ।
সাগরের গর্ব্ব রে করিস্ দুরাচার।
রামের বাণের তেজে কোথা কথা তার। ।
অতঃপর দুষ্ট তোরে আমি বলি হিত।
আমা দিয়া রাম সঙ্গে করহ পীরিত।।
যদি বা রামের সঙ্গে না কর পীরিতি।
শ্রীরামের হাতে তোর নাই অব্যাহতি।।
আমার সেবক তুই কহিলি আপনি।
সেবক হইয়া কোথা হরে ঠাকুরাণী।।
যার পায় পড়ি সেই হয় গুরুজন।
পায়ে পড়ি বলিস্ কেন কুৎসিৎ বচন। ।
পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস।
ক্রোধে শাপ দিলে তাঁর হয় সত্য নাশ।।
কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুরাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী।।
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।।
এত বলি সীতাদেবী অগ্নি হেন জ্বলে।
কোপে দুই চক্ষু রাঙ্গা রাবণেরে বলে।।
দুরাচার রাক্ষস পাপিষ্ঠ দুষ্টমতি।
ধরেন কতই গুণ মোর রঘুপতি।।
রামের অমৃত জিনি বচন শীতল।
বিপক্ষ-বিনাশে যাহা মহা কালানল। ।
জিনিয়া সূর্য্যের তেজ অযোধ্যার পাটে।
আশী হাজার রাজা যাঁর পদতলে খাটে।।
হেন বংশে জন্ম মোর লভিলা শ্রীরাম।
চৌদ্দ ভুবনের কর্ত্তা, সংসারের প্রাণ।।
শুন রে রাবণ, মোর পতি রঘুমণি।
তাঁরে সিংহ, শৃগাল কুক্কুর তোরে গণি।।
তোর দেশে তাকিয়া কি তোরে ভয় করি।
জাগেন হৃদয়ে মোর রাম জটাধারী।।
পঙ্গু হয়ে চাস্ তুই লঙ্ঘিতে সাগর।
বামন হইয়া চাস্ ধর্ত্তে শশধর।।
শৃগাল হইয়া চাস্ সিংহের রমণী।
কোন শাস্ত্রে কোন ধর্ম্মে কোথাও না শুনি।।
সরোবর-পঙ্ক আর সুগন্ধি চন্দনে।
কতই অন্তর তুই ভেবে দেক্ মনে।।
সরোবর-পঙ্ক তুই রাজা দশানন।
সুগন্ধি চন্দন মোর কমল-লোচন।।
চন্দ্র ও লক্ষত্রে দেখ্ কতেক অন্তর।
তারা হয়ে হতে চাস্ চন্দ্রের সোসর।।

এক চন্দ্র আলো করে গগন-মণ্ডলে।
কুড়ি চন্দ্র রহে রাম-চরণ-কমলে।।
তৈল বিনা যথা দীপ কভু নাহি রয়।
নদীকূলে বৃক্ষ যথা চিরস্থায়ী নয়।।
বস্ত্রে অগ্নি-বন্ধে যথা মৃত্যু আপনার।
ধর্ম্মে বিনা লঙ্কা তথা হবে ছারখার।।
মক্ষিকা না পারে কভু বজ্র ধরিবারে।
রাবণ না পারে কভু লইতে সীতারে।।
যে সে নারী নহি আমি জনক-ঝিয়ারী।
মোর শাপে ভস্ম হবে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।।
দশ-হাজার দেবকন্যা হরেছিস্ বলে।
ডুবাবেন তোরে রাম সাগরের জলে।।
বৃথায় করিস্ গর্ব্ব সাগরের গড়।
রাম গুণে বদ্ধ হবে স্বয়ং সাগর।।
ক্ষেপণ করিলে বজ্র-বাণ রঘুমণি।
করিতে পারেন শুষ্ক সাগরের পানি।।
ইন্দ্রের নিকটে গিয়া তোর ভারি-ভুরি।
এবার রামের হাতে যাবি যমপুরী।।
রাবণ ভাবিস্ তুই এম্নি দিন যাবে।
ঘাঁটাইলি কাল সর্প, ঘরে আসি খাবে।।
মরণ নিকট, ছাড় জীবনের আশ।
অবিলম্বে হইবেক তোর সর্ব্বনাশ।।
এত যদি সীতাদেবী বলিলেন রোষে।
মনে সাত পাঁচ ভাবে রাবণ বিশেষে।।
আসিবার কালে আমি বলেছি বচন।
এক বর্ষ জানকীরে করিব পালন।।
বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস।
বৎসরের মধ্যে তোর যায় দশ মাস।।
সহিবেক আর দুই মাস দশস্কন্ধ।
দুই মাস গেলে তোর যে থাকে নির্ব্বন্ধ।।
জানকী বলেন, রাজা না বল কুৎসিত।
আমা লাগি মরিবি রে দৈবের লিখিত।।
বিষ্ণু-অবতার রাম, তুই নিশাচর।
গরুড় বায়সে দেখে অনেক অন্তর।।
অনেক অন্তর দেখ কাঁজি সুধাপানে।
অনেক অন্তর দেখ লোহা ও কাঞ্চনে।।
অনেক অন্তর দেখ ব্রাহ্মণ চণ্ডালে।
অনেক অন্তর হয় বারিনিধি খালে।।
শ্রীরাম হইতে তোর দেখি বহুদূর।
রাম সিংহ, তোরে দেখি যেমন কুকুর।।
এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন।
সীতারে কাটিতে খাঁড়া তুলিল রাবণ।।
হাতে করি নিল বীর খাঁড়া এক ধারা।
কুড়ি চক্ষু ফিরে যেন আকাশের তারা।।
এ খাঁড়ায় কাটিয়া করিব দুইখানি।
আর যেন নাহি বল দুরক্ষর বাণী।।
অর্ব্বুদ কামিনী আছে রাবণের আড়ে।
আড়ে থাকি তাহারা সীতারে চক্ষু ঠারে।।
তবু ভয় নাহি করে রামের সুন্দরী।
রাবণেরে ভৎসে সেইকালে মন্দোদরী।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে জাতিতে মানুষী।
কত বড় দেখ প্রভু জানকী রুপসী।।
রাবণ সীতারে দেখি কামে অচেতন।
খাঁড়া ফেলি যায় বলে ধরিতে তখন।।
কামে মত্ত চতুর্দ্দিকে রাবণ নেহালে।
মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেনকালে।।
নলকুবেরের শাপ পাসরিলে মনে।
শৃঙ্কার করিলে বলে মরিবে পরাণে।।

নেউটিল দশানন রাণীর প্রবোধে।
চেড়ীগণে মারিবারে যায় বড় ক্রোধে।।
চেড়ীগণে ডাকে যে যাহার যেই নাম।
চেড়ীগণ দ্রুত গিয়া করিল প্রণাম।।
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা এল প্রভাসা দুর্ম্মুখা।
পাইয়া সীতার বার্ত্তা রাঁড়ী সূর্পনখা।।
অস্ত্রমুখী বজ্রধারী এল চিত্তক্ষমা।
ধার্ম্মিকা ত্রিজটা এল রাক্ষসী সরমা।।
কহিল রাবণ, চেড়ী সকলের কাণে।
বুঝাও সীতায় ভালমতে রাত্রিদিনে।।
রুক্ষ বাক্য না বলিহ করহ পীরিতি।
ভাল মতে বুঝাইয়া লহ অনুমতি।।

সীতার প্রতি চেড়ী গণের পীড়ন

ঘরে গেল দশমুখ ঠেকাইয়া চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি।।
চেড়ী সব বলে সীতা শুন হিত-বাণী।
রাবণের মত স্বামী না পাইবে গুণী।।
অল্প ধন ধরে রাম অত্যল্প জীবন।
চৌদ্দযুগ রাজ্য রক্ষা করিবে রাবণ।।
সীতা বলে অল্প ধন অল্পই জীবন।
সেই সে আমার স্বামী কমল-লোচন।।
শুনিয়া সীতার কথা ক্রোধে সব চেড়ী।
কারে হাতে খাণ্ডা, আর কারো হাতে বাড়ি।।
তোর লাগি আমরা সকলে দুঃখ পাই।
মিলিয়া সকল চেড়ী আজি তোরে খাই।।
সকলে ধাইয়া যায় সীতারে মারিতে।
শ্রীরাম স্মরণ সীতা করয়ে মনেতে।।
দেখে শুনে হনুমান থাকি বৃক্ষ-আড়ে।
চেড়ীগণে মারি বলি মনে তোলে পাড়ে।।
মনে ভাবে নারী মারি করিব পাতক।
চেড়ীর বদলে মারি রাক্ষস কটক।।
সবাকার বুঝি আগে বাক্যে অবসান।
পিছে নহে চেড়ীদের বধিব পরাণ।।
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা বলে প্রভাষা রাক্ষসী।
কাট আগে সীতারে কিসের তরে তুষি।।
না শুনিল সীতা আমা সবার বচন।
সীতারে কাটিয়া মাংস করিব ভক্ষণ।।
ভাল ভাল করিয়া উঠিল অশ্বমুখী।
প্রভাষার কথাতে হইল বড় সুখী।।
সূর্পণখা রাঁড়ী তবে হানে বাক্যবাণ।
গলে নখ দিয়া ইহার বধিব পরাণ।।
লক্ষ্মণ কাটিল যে আমার নাক কাণ।
সেই কোপে আজি তোর লইব পরাণ।।
আর চেড়ী আইল সে নাম বজ্রধারী।
চুলে ধরি সীতারে সে দিল চাক ভাউরী।।
মারিতে কাটিতে চাহে কার নাহি ব্যথা।
প্রাণে আর কত সবে কাঁন্দিছেন সীতা।।
বস্ত্র না সম্বরে সীতা কেশ নাহি বান্ধে।
শোকেতে ব্যাকুল ভূমে লোটাইয়া কান্দে।।
হনুমান মহাবীর আছে বৃক্ষডালে।
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে।।
কোথা গেলে প্রভু রাম কৌশল্যা শাশুড়ী।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী।।
যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন।
সবংশে নির্ব্বংশ হবে রাক্ষসের গণ।।

এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কাণে।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে।।
হেনকালে অন্তরীক্ষে থাক যদি চর।
মোর দুঃখ কহ গিয়া প্রভুর গোচর।।
আমার চক্ষুর জলের নাহিক বিশ্রাম।
এ লঙ্কায় সর্ব্বনাশ করুন শ্রীরাম।।
গৃধিনী শকুনি তুষ্ট হউক আকাশে।
শৃগাল কুকুর তুপ্ত রাক্ষসের মাসে।।
জানকীর শাপে লঙ্কা হইবে বিনাশ।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

ত্রিজটার দুঃস্বপ্ন দর্শন ও চেড়ীগণ সমীপে তৎবৃত্তান্ত বর্ণন

ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রি জাগিতে না পারে।
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বুড়ী উঠিল সত্বরে।।
শয্যায় বসিয়া বুড়ী দুঃখ পায় মনে।
সীতারে বেড়িয়া মারে যত চেড়ীগণে।।
ত্রিজটা বলেন, সীতা রামের কামিনী।
সীতারে যে মারে সেই মরিবে আপনি।।
হইল সীতার বুঝি দুঃখ অবসান।
স্বপ্ন শুনিবারে সবে এস মোর স্থান।।
সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাশ।
ত্রিজটা কহিছে, স্বপ্ন শুনিয়া তরাস।।
নিভৃতে ত্রিজটা ডাকি বলে চেড়ীগণে।
স্বপ্ন দেখি আজি মোর উড়িল জীবনে।।
দুষ্ট স্বপ্ন দেখি আজি নিশির ভিতরে।
লঙ্কায় আসিল আজি মর্কট-সমরে।।
প্রথমে আসিল কপি বিঘত প্রমাণ।
প্রণাম করিল আসি সীতা বিদ্যমান।।
সীতা সম্ভাষিয়া কপি ভীম-মূর্ত্তি ধরে।
আম্রবন ভাঙ্গি মারে অক্ষয়-কুমারে।।
সাগর লঙ্ঘিয়া বীর এল শীঘ্র করি।
পোড়াইয়া ভস্মরাশি কৈল লঙ্কাপুরী।।
রক্তবস্ত্র পরিধান কালী হেন বুড়ী।
রাবণেরে পাড়ে তার গলে দিয়া দড়ি।।
দেয় কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালি চূণ।
লঙ্কাদাহ করে আর রাক্ষসেরা খুন।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি ধনুর্ব্বাণ হাতে।
সীতা উদ্ধারিয়া যান চড়ি পুষ্পরথে।।
যে স্বপ্ন দেখিনু তাহে নাহিক নিস্তার।
পড়িবেক অবশ্য লঙ্কায় মহামার।।

সীতা ও সরমার কথোপকথন

সরমা রাক্ষসী বটে, মহাগুণবতী।
সীতার সহিত তার পরম পীরিতি।।
লঙ্কায় সীতার নাই দুঃখের ভাগিনী।
একমাত্র ছিল সেই সরমা-রমণী।।
সীতা ও সরমা যেন দুইটি ভগিনী।
উভয়ে কহিত কত দুঃখের কাহিনী।।
সীতার দুঃখের কথা সরমা শুনিলে।
সরমা সান্ত্বনা দিত বসিয়া বিরলে।।
সীতা কন, শুন মোর সরমা ভগিনী।
আর কি পাইব রাম চরণ দু খানি।।
আর কি সরমা দিদি হেন ভাগ্য পাব।
শ্রীরামের সঙ্গে আমি অযোধ্যায় যাব।।

আর কি হেরিব চক্ষে রাম রঘুমণি।
আর কি রামের বামে হব পাটরাণী।।
কুটীর রহিল কোথা, পত্রের ছাউনি।
দেবর লক্ষ্মণ কোথা, কোথা গুণমণি।।
বিষম কঠিন বিধি দেখি তব মন।
আমার কপালে কৈলি লিখন এমন।।
কারো মন্দ নাহি করি, সবে করি ভাল।
তবে কেন অভাগীর হেন দশা হল।।
দুঃখের উপরে কারো দাও বিধি দুঃখ।
সুখের উপরে কারো দাও তুমি সুখ।।
যারে সুখ দাও, ভাসে সে সুখ সাগরে।
রামনিধি দিয়া পুনঃ কেড়ে নিলে তাঁরে।।
রাম-সীতা এক বস্তু, ভিন্ন নহে কভু।
ভিন্ন করে দিল আজ নিদারুণ বিভু।।
সাধ করি গলে হার না পরিনু আমি।
হার-অন্তরালে পাছে রণ্ রঘুমণি।।
তাই আমি ভয়ে ভয়ে না পরিনু হার।
সেই রামে রাখে বিধি সাগরের পার।।
এমন দারুণ দুঃখ কেমনে পাসরি।
বৃথা মোর জন্ম, বৃথা জনক-ঝিয়ারী।।
আমারে বেতের বাড়ি মারে চেড়ীগণ।
এ দুঃখে সীতার প্রাণ বাঁচে কতক্ষণ।।
সদাই মারিতে আসে রাক্ষসীর দল।
পলাইতে মনে করি চতুর্দ্দিকে জল।।
এতেক বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সরমা সীতাকে দেন প্রবোধ বচন।।
কমল-লোচন রাম দেব নারায়ণ।
সীতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, জানে ত্রিভুবন।।
লক্ষ্মী-নারায়ণ কভু ভিন্ন নাহি রবে।
অবিলম্বে উভয়ের মিলন হইবে।।
কাল পূর্ণ হইলেই কার্য্য-সিদ্ধি হয়।
কাল পূর্ণ না হইলে নহে ফলোদয়।।
সত্য-বটে, দৈব ও পুরুষাকার বল।
কিন্তু এই দুয়ে কাজ না হয় সফল।।
কাল পূর্ণ হওয়া চাই তাদের সহিত।
এ তিন মিলনে কার্য্য-সিদ্ধি সুনিশ্চিত।।
এক এক বিন্দু তব নয়নের জল।
ঝরিতেছে ঠিক যেন জ্বলন্ত অনল।।
এ অনলে দহিবেক স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী।
মনে রেখে দিও সীতা বিশেষ বিচারি।।
বহুকাল গেল সীতা অল্পকাল আছে।
ক্রান্দন সম্বর সীতা, হিয়া শুকায় পাছে।।
সরমা সতীর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সীতাদেবী এই কথা বলেন তখন।।
আমি যদি রমা হই, তুমি হে সরমা।
সার্থক তোমার নামে দেখি যে সুষমা।।
ধন্য তব পিতা মাতা, বুঝিনু এখন।
রাখিলা সরমা নাম আমারি কারণ।।
ক্রন্দন সম্বরে সীতা সরমা-বচনে।
সীতার ক্রন্দনে কান্দে পশু-পক্ষীগণে।।
মাথে হাত দিয়া সীতা ছাড়িলা নিঃশ্বাস।
সুন্দর সুন্দরাকাণ্ড গায় কৃত্তিবাস।।

সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎকার ও আত্মপরিচয় প্রদান

হনুমান ভাবে সব চেড়ী ঘরে গেল।
সীতা সম্ভাষিতে মোরে এই বেলা হৈল।।

বৃক্ষডালে হনুমান সীতা ভূমিতলে।
কি বলিয়া সম্ভাষিব মনে যুক্তি বলে।।
বলিলে রামের দূত না যাবে প্রত্যয়।
আমার কারণে হবে দুঃখ অতিশয়।।
তবে ত সকল কার্য্য হইবে বিনাশ।
অসম্ভাষে গেলে হবে রামের নিরাশ।।
সাত পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি।
আপনা আপনি কহে শ্রীরাম-কাহিনী।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শ্রীরামের কথা কহে পবন-নন্দন।।
যজ্ঞশীল দানশীল দশরথ রাজা।
দেবলোক নরলোক সবে করে পূজা।।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম, তাঁর বধূ সীতা-সতী।
হরণ করিল তাঁরে রাবণ দুর্ম্মতি।।
কাননে ভ্রমেন রাম সীতা অন্বেষণে।
সুগ্রীবের সহ মৈত্রী করিলেন বনে।।
সে রামের বৃত্তান্ত তোমারে যায় বলা।
মাথা তুলি দেখ যদি সেবক-বৎসলা।।
মাথা তুলি সীতাদেবী সে গাছ নেহালে।
বিঘত প্রমাণ কপি দেখেন সে ডালে।।
সীতা হনুমান দোঁহে হইল দর্শন।
যোড়হাতে মাথা নোঙায় পবন-নন্দন।।
জানকী বলেন, বিধি বিগুণ আমায়।
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায়।।
নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
বানর রূপেতে বুঝি করে সম্ভাষণ।।
দশ মাস করি আমি শোকে উপবাস।
মম-সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস।।
স্বরূপেত হও যদি শ্রীরামের চর।
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর।।
অগ্নিতে পুড়িবে নাহি, অস্ত্রে না মরিবে।
রণে বনে তব রক্ষা শঙ্করী করিবে।।
তব কণ্ঠে সরস্বতী হন অধিষ্ঠান।
যেখানে সেখানে যাও সর্ব্বত্র সম্মান।।
বানর কি নাম ধর, থাক কোন্ দেশে।
কি হেতু আইলে হেথা কাহার আদেশে।।
বহুদিন শ্রীরামের না জানি কুশল।
আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্ব্বল।।
হইবে রামের দূত, হেন অনুমানি।
তব মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী।।
হনুমান বলে, রাম গুণের সাগর।
আকৃতি প্রকৃতি কিবা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।।
শালগাছ জিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু, নাভি সুগভীর।।
তিলফল জিনি নাসা সদৃশ্য কপাল।
ফল মূল খান তবু বিক্রমে বিশাল।।
দূর্ব্বাদল-শ্যাম রাম গজেন্দ্র গমন।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবনমোহন।।
অনাথের নাথ রাম সকলের গতি।
কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি।।
রামের সেবক আমি নাম হনুমান।
বিশেষ করিয়া কহি কর অবধান।।
আপনি যে স্বর্ণমৃগ দেখিলে সুন্দর।
মারীচ রাক্ষস সেই রাবণের চর।।
তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াণ।
শ্রীরামের বাণেতে সে হারাইল প্রাণ।।
তোমার দুর্ব্বাক্যে ঘর ছাড়িল লক্ষ্মণ।
শূন্য-ঘর পেয়ে তোমা হরিল রাবণ।।

পর্ব্বত-শিখরে বসি মোরা পঞ্চ জন।
ছিন্ন বস্ত্র অকস্মাৎ পড়িল তখন।।
দিলাম সে ছিন্ন বস্ত্র শ্রীরামের স্থানে।
বহু কাঁদিলেন রাম লক্ষ্মণ দুজনে।।
আছাড় খাইয়া রাম লোটান ভূতলে।
সুহৃদ সুগ্রীব তাঁরে আশ্বাসিয়া তোলে।।
করিল সুগ্রীব সত্য তোমা উদ্ধারিতে।
রাজত্ব দিলেন তাঁরে শ্রীরাম ত্বরিতে।।
আইল বানর সর্ব্ব সুগ্রীব আশ্বাসে।
চতুর্দ্দিকে গেল সবে তোমার উদ্দেশে।।
আসিতে মাসের মধ্যে রাজার নিয়ম।
মাসেক অধিক হৈলে হবে ব্যতিক্রম।।
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার।
মরিবারে কপি সব যুক্তি করি সার।।
সম্পাতি নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ।।
পর্ব্বতের উপরে তাহার পাই দেখা।
রাম নাম বলিতে তাহার উঠে পাখা।।
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুস্তর সাগর।
লঙ্কার সকল স্থান হইল গোচর।।
রাবণের চর বলি না করিহ ভয়।
স্বরূপে রামের দূত জানিহ নিশ্চয়।।
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ হইবে নিশ্চয়।।
অঙ্গুরী দেখায় তাঁরে পবন-নন্দন।
অনিমিষে জানকী করেন নিরীক্ষণ।।
রামের অঙ্গুরী দেখি হইল বিশ্বাস।
হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস।।
বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে ধরি বন্দে।
রামের অঙ্গুরী পেয়ে সীতাদেবী কান্দে।।
অঙ্গুরীর পানে চাহি কন ঠাকুরাণী।
দিবানিশি কাঁদি আমি জনক- নন্দিনী।।
শুনহ অঙ্গুরী, তুমি রামের নিশান।
দ্বিগুণ তোমায় দেখি কান্দি উঠে প্রাণ।।
যে-কালে জনক পিতা দান কৈলা মোরে।
মোর আগে বরণ সে করিলা তোমারে।।
তাম্রপাত্রে গঙ্গাজল, তিল-তুলসী তাতে।
তোমারে আমারে পিতা সঁপে রাম হাতে।।
তোমায় আমায় দোঁহে লৈলা রঘুমণি।
সেই হৈতে হৈলে তুমি আমার সতিনী।।
বিধি বাম হইলেন, আমি অভাগিনী।
রাবণ হরিল মোরে, সঙ্গে রৈলা তুমি।।
পড়িলাম যবে আমি শ্রীরামের মনে।
আমার অভাবে রাম চান তব পানে।।
অঙ্গুরী, দোসর তুমি ছিলে রাম-সনে।
রামকে রাখিয়া একা হেথা এলে কেনে।।
আর এক কথা আমি বলি তব স্থান।
অভাগিনী বলে মনে করেন শ্রীরাম।।
আমা-ছাড়া হয়ে রাম রন বহুদিন।
আমার বিহনে কত হয়েছেন ক্ষীণ।।
এত বলি জানকী কপালে মারে হাত।
দাসী-হেতু এত দুঃখ পাও রঘুনাথ।।
জানকী বলেন, শুন পবন-কুমার।
আমার দুঃখের আর নাহি দেখি পার।।
যেদিন হতে সঙ্গ ছাড়া হলেন গোঁসাই।
সেদিন হতে ফল-জল কিছু খাই নাই।।
বাঁচে কি না বাঁচে আর জনক-ঝিয়ারী।
কোথা রাখি বাছা হনু, রামের অঙ্গুরী।।

এত বলি অঙ্গুরীকে লৈলা ঠাকুরাণী।
অঙ্গুরী পরিতে চান জনক-নন্দিনী। ।
অঙ্গুরী পরিলা সীতা দৃঢ় করি মন।
অঙ্গুরী হইল ঠিক হাতের কঙ্কণ।।
ইহা দেখি কান্দিয়া বিকল হনুমান।
রাম সীতা দুই ক্ষীণ একই সমান।।

সীতার বিলাপ

যোগসিদ্ধ মহাতেজা, জনক নামেতে রাজা,
আমি সীতা তাঁহার নন্দিনী,
দশরথ-সুত রাম, নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
বিবাহ করেন পণে জিনি।।
শুভ বিবাহের পর, গেলাম শ্বশুর- ঘর,
কত মত করিলাম সুখ।
শ্বশুরের স্নেহ যত, শাশুড়ীগণের তত,
নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক।।
হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা,
আদেশিলা দিতে ছত্রদণ্ড।
কুব্জী দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা,
বিলম্ব না করিল এক দণ্ড।।
আমি কন্যা পৃথিবীর, স্বামী মম রঘুবীর,
মোরে বন্দী কৈল নিশাচর।
সুন্দরাকাণ্ডের গীত, কৃত্তিবাস সুললিত,
বিরচিল অতি মনোহর।।

সীতাদেবীর সহিত হনুমানের কথোপকথন

বিভীষণ ধার্ম্মিক রাবণ-সহোদর।
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর। ।
অরবিন্দ নামেতে রাক্ষস মহাশয়।
আমা দিতে রাবণেরে করেছে বিনয়।।
বিভীষণ কন্যা সানন্দা নাম ধরে।
তার মাকে পাঠাইল আমার গোচরে।।
তার ঠাঁই শুনিলাম এই সারোদ্ধার।
বিনা যুদ্ধে বাছা মোর নাহিক উদ্ধার।।
সুগ্রীবের জানাইও মোর বিবরণ।
শ্রীরামেরে জানাইও মোর নিবেদন।।
হনু বলে, মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
তোমা লয়ে যাব যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।

বল মৃগ হই মাতা, বল হই পাখী।
কিসে আরোহিয়া যাবে, বল মা জানকী।।
জানকী বলেন তুমি বিঘত প্রমাণ।
মনুষ্যের ভার কিসে সবে হনুমান।।
শুনিয়া সীতার কথা হনুমান হাসে।
হইল যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে।।
হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর।
সত্তর যোজন হৈল উভে দীর্ঘতর।।
করিল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ।
তখনি সে লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ।।
জানকী বলেন, বাছা তোমার আকার।
দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার।।
কেমনে তোমার পৃষ্ঠে আমি রব স্থির।
সাগরে পাড়িলে খাবে হাঙ্গর কুম্ভীর।।
পর পুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন।
কি করিব, বলে ধরি, আনিল রাবণ।।
রাবণেরে মত কি করিবে মোরে চুরি।
তারে মারি উদ্ধারহ তবে বাহাদুরি।।
তোমার দুর্জ্জয় মূর্ত্তি দেখি লাগে ডর।
আপনা সম্বর বাছা পবন-কোঙর।।
অশীতি যোজন অঙ্গ লাগে অন্তরীক্ষে।
আপনা সম্বর বাছা কেহ পাছে দেখে।।
শুনিয়া সীতার কথা বীর হনুমান।
দেখিতে দেখিতে হয় বিঘত প্রমাণ।।
জানকী বলেন, বাছা পবন-কোঙর।
তোমার বিক্রমেতে আমার লাগে ডর।।
লক্ষ্মণেরে জানাইও আমার কল্যাণ।
তা সবার বিক্রমের কিসের বাখান।।
নিমিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
এই কি আছিল মোর লিখন কপালে।।
রাম হেন স্বামী যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান।।
সুগ্রীবের জানাইও আমার কাকুতি।
যত কিছু আছে তাঁর সৈন্য সেনাপতি।।
দুমাস জীবন তার এক মাস যায়।
মাস গেলে বাছা মোর জীবন সংশয়।।
দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান।
অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খান।।
আমি মৈলে সবাকার বৃথা আয়োজন।
যদি ঝাট এস তবে রহিবে জীবন।।

হনুমানের নিকট সীতার শিরোমণি প্রদান

শুনিয়া সীতার এই করুণ বচন।
নেত্রনীরে তিতে বীর পবন-নন্দন।।
হনুমান বলে শুন ধরিত্রী-নন্দিনী।
না কর রোদন মাতা, সম্বর আপনি।।
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে।
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে।।
মাথা হৈতে খসাইয়া সীতা দেন মণি।
মণি দিয়া তার ঠাঁই কহেন কাহিনী।।
মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার।
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার।।
আর কি কহিব কথা প্রভুর চরণে।
ইন্দ্রসুত কাক মোর আঁচড়িল স্তনে।।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ করেন সন্ধান।
খেদাড়িয়া যায় বাণ বধিতে পরাণ।।

কাক গিয়া বাসবের লইল শরণ।
সে ঐষিক বাণ তবে হইল ব্রাহ্মণ।।
দ্বিজবেশে কহে গিয়া বাসবের ঠাঁই।
শ্রীরামের বাণ আমি ঐ কাক চাই।।
সেই বাণ দেখি ইন্দ্র উঠি ততক্ষণ।
করযোড়ে তার আগে করিল স্তবন।।
বাণ বলে মোর ঠাঁই নাহিক এড়ান।
ত্রিভুবনে ব্যর্থ নহে শ্রীরারেম বাণ।।
বাণের গর্জ্জন শুনি ভীত পুরন্দর।
জয়ন্ত কাকেরে দিল বাণের গোচর।।
রামকে আনিয়া দিল বিন্ধি এক আঁখি।
করুণা-সাগর রাম না মারেন পাখী।।
এত অপরাধে তারে না মারেন প্রাণে।
ত্রিভুবনে তুল্য নাহি শ্রীরামের গুণে।।
রাম হেন পতি যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান।।
অনন্তর মস্তকে বান্ধিয়া শিরোমণি।
দেশেতে চলিল বীর করিয়া মেলানি।।
মেলানি করিয়া বীর দেশেতে আইসে।
মনে সাত পাঁচ বীর হনুমান ভাষে।।
আচম্বিতে আইলাম যাই আচম্বিতে।
হরিষ বিষাদ কিছু না থাকিবে চিতে।।
রামের কিঙ্কর যাব সাগরের পার।
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার।।
জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস।
স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী আজি করিব বিনাশ।।
বান্ধিয়াছে মণিতে অশোক-বৃক্ষগুঁড়ি।
সেই বনে হনুমান যায় গুড়ি গুড়ি।।
সীতা বলিলেন বাছা হইল স্মরণ।
অমৃতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ।।
হাত পাতি লয় বীর পরম কৌতুকে।
অমনি ফেলিয়া দিল আপনার মুখে।।
অমৃতের সমান সেই অমৃতের ফল।
ফল খাইয়া হনুমান হইল বিকল।।
হনুমান বলে ওগো জননি জানকি।
অমৃত সমান ফল আরো আছে নাকি।।
কোথায় তাহার গাছ কহত বিধান।
খাইব এখন ফল সবা বিদ্যমান।।
সীতা বলিলেন, তথা বৃথা আগমন।
মম বার্ত্তা না পাবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
তুমি একা বানর, রাক্ষস বহু জন।
তোমারে দেখিবামাত্র বধিবে জীবন।।
হনুমান বলে মাতা ভাব কেন আর।
রাক্ষস কটক আমি করিব সংহার।।
মনে চিন্তা না করিহ শুনহ বচন।
দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন।।

হনুমান কর্ত্তৃক অমৃত বন ভঞ্জন ও বনরক্ষী রাক্ষসগণের সংহার

দেখান অঙ্গুলি দ্বারা সীতা সেই বন।
নিঃশব্দে চলিল বীর পবন-নন্দন।।
জাল দড়া দিয়া বান্ধা আছে চারি পাশ।
তাহা দেখি মারুতির উপজিল হাস।।
খাইতে না পায় পক্ষী রাক্ষসেরা রাখে।
ধীরে ধীরে হনুমান সেই বনে ঢোকে।।
নেউল প্রমাণ হয়ে বৃক্ষডালে আছে।
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে।।

ফল রাখে হনুমান ডালে ডালে পড়ি।
দেখিয়া রাক্ষস সব হেসে গড়াগড়ি।।
রাক্ষসেরা বলে, এ বানর নাহি মারি।
রাখুক বানর ফল, নিদ্রা আগে সারি।।
বৃক্ষমূলে নিদ্রা যায় সে রাক্ষসগণ।
ফল সব খায় বীর পবন-নন্দন।।
ফল ফুল খায় বীর ছিঁড়ে আরো পাতা।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষ লতা।।
ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড় মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি।।
উঠিয়া রাক্ষসগণ চারিদিকে চায়।
অমৃতের বন দেখে কিছু নাহি তায়।।
নানা অস্ত্র ঝকড়া শেল মুষল মুদগর।
বহু অস্ত্র মারে তারা হনুর উপর। ।
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে।।
কুপিলেন হনুমান পবন-নন্দন।
সবার উপরে করে গাছ বরিষণ।।
গাছ লৈয়া হনুমান যায় তাড়াতাড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশ পাঁচ কুড়ি।।
হনুমান যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে মারে চাপড় কাহারে মারে লাথি।।
দশ বিশ চেড়ী ধরি মারিছে আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গি কার চূর্ণ করে হাড়।।
প্রাণ লৈয়া কত চেড়ী পলাইল ত্রাসে।
সীতারে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা ঘন বহে শ্বাসে।।
চেড়ী সব কহে সীতা কহ সত্য বাণী।
বানরের সহিত কি কহিলে কাহিনী।।
সীতা বলিলেন কোন্ জন মায়া ধরে।
আমি কি জানিব, সবে জিজ্ঞাস বানরে।।
ভাঙ্গিল অশোক বন, বড় বড় ঘর।
ত্রাসে বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণ-গোচর।।
আসিয়াছে কোথাকার একটা বানর।
অমৃতের বন ভাঙ্গে বড় বড় ঘর।।
যে সীতার প্রতি তুমি সঁপিয়াছ মন।
হেন সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ।।
সীতা নাড়ে হাতটি বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে নারিনু নর বানরের কথা।।
ঝটিতি বান্ধিয়া আনি করহ বিচার।
বিলম্ব হইলে কারো নাহিক নিস্তার।।
কুপিল রাবণ রাজা চেড়ীদের বোলে।
ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন আরো জ্বলে।।
মার মার শব্দ করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
দশানন দশদিক করে নিরীক্ষণ।।
সম্মুখে দেখিল মূঢ় নামেতে কিঙ্কর।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর।।
চলিল কিঙ্কর মূঢ় যমের দোসর।
ত্বরা করি গেল হনুমানের গোচর।।
রাক্ষস ধাইয়া যায় বধিতে হনুমান।
প্রাচীরে বসিল বীর পর্ব্বত প্রমাণ।।
জাঠা শেল ঝকড়া মূষল ফেলে কোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে।।
উপাড়ে ঘরের থাম পর্ব্বত আকার।
থামের বাড়িতে বীর করে মহামার।।
আথালি পাথালি মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
পড়িয়া কিঙ্কর মূঢ় যায় গড়াগড়ি।।
পাঠাইল মারিয়া মূঢ়েরে ঘমঘর।
বাছিয়া উপাড়ে গাছ চাঁপা নাগেশ্বর।।

যে স্থানে থাকেন সীতা, তাহা মাত্র রাখে।
আর সব চূর্ণ করে যা দেখে সম্মুখে।।
দশ বিশ জনে ধরি মারিছে আছাড়।
মস্তক ভাঙ্গিয়া কারো চূর্ণ করে হাড়।।
সাগরের কূলে যত বালি খরশান।
তাহার উপরে মুখ ঘষে হনুমান।।
পলাইল বহুজন পাইয়া তরাস।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস।।
দেখিলাম যে কিছু কহিতে করি ডর।
পড়িল কিঙ্কর মূঢ় শুন লঙ্কেশ্বর।।
লঙ্কা মজাইল আজি একটা বানর।
সহিতে না পারি আর করিল জর্জ্জর।।

হনুমান কর্ত্তৃক জাম্বুমালী ও অক্ষয়কুমার বধ

মহাযোদ্ধৃপতি তার নাম জাম্বুমালী।
প্রহস্ত যোদ্ধার বেটা বলে মহাবলী।।
রাবণ তাহাকে বলে করিয়া সম্মান।
আপন কটকে বান্ধি আন হনুমান।।
আদেশ পাইয়া বীর দিব্য রথে চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত তার সঙ্গে নড়ে।।
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর উপর।
কটক লইয়া গেল তাহার গোচর।।
প্রথমে হইল দুইজনে গালাগালি।
বাণ বরিষণ করে বীর জাম্বুমালী।।
অসঙ্খ্যক বাণ মারে বানরের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে।।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ শর।
হনুমানে বিন্ধিয়া সে করিল জর্জ্জর।।
হইলেন মহাক্রোধী পবন-নন্দন।
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ।।
বাহুবলে গাছ এড়ে বীর হনুমান।
রাক্ষসের বাণে গাছ হয় খান খান।।
শালগাছ ব্যর্থ গেল হইয়া চিন্তিত।
পর্ব্বতের চূড়া বীর আনে আচম্বিত।।
বাহুবলে এড়ে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
জাম্বুমালী বাণেতে পর্ব্বত করে গুঁড়া।।
জিনিতে না পারে বীর হইল চিন্তিত।
তার ঘরের মুষল পাইল আচম্বিত।।
দুই হাতে তুলি বীর মুষল সত্বরে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপরে।।
বাড়ি খাইয়া জাম্বুমালী গেল যমঘর।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর।।
ভগ্ন-পাইক কহে গিয়া রাবণ গোচর।
জাম্বুমালী পড়ে বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।।
ছত্রিশ কোটির যে প্রধান সেনাপতি।
সকলের তরে রাজা দিলেক আরতি।।
শুনি সত্য বিড়ালাক্ষ শার্দ্দূল প্রধান।
বীর ধূম্রলোচন সে রণে আগুয়ান।।
নানা অস্ত্র হাতে করি ধায় রড়ারড়ি।
হনুমানে মারিতে সবার তাড়াতাড়ি।।
নানা অস্ত্র সাত বীর এড়ে খরশান।
সবে বলে আমি ত মারিব হনুমান।।
সাত বীর আসিতেছে হনুমান দেখে।
নেউল প্রমাণ হয়ে প্রাচীরেতে থাকে।।
সাত বীর আসিয়া প্রাচীর পানে চায়।
লুকাইল হনুমান দেখিতে না পায়।।

প্রাণ লইলা পলাইল আমা সবা ডরে।
কি বলিয়া ভাঙাইব রাজা লঙ্কেশ্বরে।।
ঘরে যাইতে সাত বীর করে হুড়াহুড়ি।
টান দিয়া আনে হনু বড় ঘরের কড়ি।।
নেউটিয়া ঘরে যাই সবাকার মন।
পাছু খেদাড়িয়া যায় পবন-নন্দন।।
কড়ি তুলি মালে মীর রথের উপর।
কড়ির বাড়িতে তারা যায় যমঘর।।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাজার গোচর।।
যুদ্ধ জিনিলেক রাজা একটা বানর।
সাত বীর পড়িল শুনিল লঙ্কেশ্বর।।
অক্ষয় নামে রাজপুত্র করে বীরদাপ।
বানরে মারিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ।।
অক্ষয় আর ইন্দ্রজিৎ দুই সহোদর।
সে ইন্দ্রজিতের তুল্য যুদ্ধে ধনুর্দ্ধর।।
প্রসাদ দিলেক তারে নানা অলঙ্কার।
বিলাইতে দিল তারে চারিটা ভাণ্ডার।।
পিতৃ-প্রদক্ষিণ করি রথেতে চড়িল।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত সহিত চলিল।।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
অক্ষয় কুমারের ঠাট পাঁচ অক্ষৌহিণী।।
হনুমান বসিয়াছে প্রাচীর উপর।
রুষিয়া অক্ষয় কহে শুন রে বানর।।
অক্ষয় আমার নাম রাবণ-নন্দন।
নাহিক নিস্তার আজি বধিব জীবন।।
কোটি কোটি বাণ আজি করিব সন্ধান।
কেমনে রাখহ প্রাণ দেখি হনুমান।।
সন্ধান পূরিয়া বাণ ধনুকেতে জোড়ে।
বাণ ব্যর্থ করে পাছে চিন্তিত অন্তরে।।
লাফ দিয়া উঠে বীর গগন-মণ্ডলে।
যত বাণ এড়ে সব যায় পদতলে।।
কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর।
বাণ ফুটে হনুমান হইল জর্জ্জর।।
হনু বলে রাজপুত্র দেখিতে ছাওয়াল।
বাণগুলো এড়ে যেন অগ্নির উথাল।।
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে পড়ে।
রথখানা গুঁড়া করে একই চাপড়ে।।
রথের সারথি ঘোড়া হইল চুরমার।
অন্তরীক্ষে পলাইল অক্ষয়-কুমার।।
রাক্ষস পলায় ঊর্দ্ধে হনুমান কোপে।
লাফ দিয়া পায়ে ধরে চিলে যেন লোফে।।
দুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়।।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর।
কুমার পড়িল বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর।।

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক হনুমানের বন্ধন

শুনিয়া রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে।
যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে।।
বড় বড় বীর যায় করিয়া গর্জ্জন।
বাহুড়িয়া না আইসে আমার সদন।।
অদ্যকার যুদ্ধে যাহ বাছা ইন্দ্রজিৎ।
তোমরা থাকিতে আমি যাই অনুচিৎ।।
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ ভাষে।
বানরে করিব বন্দী চক্ষুর নিমিষে।।

কি ছার বানর বেটা আমি মেঘনাদ।
যুদ্ধ জিনি আজি লব রাজার প্রসাদ।।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গে পরিল বীর রাজ- আভরণ ।
স্বর্ণ নবগুণ পরে, পরে স্বর্ণপাটা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোঁটা।।
এক হাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ দাপনি।
আর হাত সারথিরে ডাকিছে আপনি।।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে অটল।
সাজাইল রথখান করে ঝলমল।।
কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান। ।
মাতঙ্গ বিংশতি কোটি তার অর্দ্ধ ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী চলে ত্রিভুবন যোড়া।।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রণবাদ্য বাজে কত, স্বর্গে লাগে ধ্বনি। ।
এত সৈন্য লয়ে বীর চলিল সত্বর।
পাছে হৈতে ডাক দিয়া বলে লঙ্কেশ্বর।।
বালি সুগ্রীবের শুনিয়াছ যে কাহিনী।
তার পাত্র হনুমান সর্ব্বলোক জানি।।
সেই বা আসিয়া থাকে বীর-অবতার।
তুচ্ছ জ্ঞান না করিহ, যুঝিও অপার।।
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ হাসে।
বানরে বধিব আজি দেখ অনায়াসে।।
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর উপর।
সৈন্যসহ ইন্দ্রজিৎ গেলেন সত্বর। ।
দেখি হনুমানের সে জ্বলিলেক কোপে।
গালাগালি পাড়ে বীর অতুল প্রতাপে।।
লতা পাতা খাইস্ বেটা পরিস্ কাছুটি।
মরিবারে হেথা আসি করিস্ ছটফটি।।
সুগ্রীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে।
মরিবারে কি কারণে লঙ্কায় আইলে।।
রাক্ষসের গালি শুনি হনুমান হাসে।
গালাগালি পাড়ে বীর মনে যত আসে।।
ফল মূল খাই মোরা মুনি-ব্যবহার।
ডালে ডালে ভ্রমি যে, সে নহে অনাচার।।
আপনার অনাচার না দেখ আপনি।
রাবণের অনাচার ত্রিভুবনে শুনি।।
নারী দশ হাজার যদ্যপি আছে ঘরে।
তথাপি সে তোর বাপ পরদার করে।।
সতী স্ত্রী হরিয়া আনে যতি-তপস্বিনী।
শাপ গালি পাড়ে, তবু না ছাড়ে ব্রাহ্মণী।।
স্ত্রী লাগি পুরুষ মারে বিনা অপরাধে।
ব্রাহ্মণী হরিয়া আনে শৃঙ্গারের সাধে।।
করিলেক কত শত ব্রহ্মহত্যা পাপ।
অন্ত নাহি পাপ করে যত তোর বাপ।।
ত্রিভুবনে তোর যে বাপের বিসম্বাদ।
কতকাল থাকে আর পড়িল প্রমাদ।।
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে।
তোর বাপের ব্রহ্মশাপ ফলে এতকালে।।
এইরূপে দুইজনে হয় গালাগালি।
তার পর যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী। ।
নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিৎ করে বরিষণ।
সব অস্ত্র লুফে ধরে পবন-নন্দন।।
হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি।
দেখ তোরে আজিকে পাঠাব যমপুরী।।
জিনিতে না পারে কেহ উভয়ে সোসর।
দুই জনে যুদ্ধ করে দুইটি প্রহর। ।

ইন্দ্রজিৎ বলে আমি পাশ-অস্ত্র জানি।
পাশ অস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধি আনি।।
রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি।
এড়িলেন পাশ-অস্ত্র হনু হয় বন্দী।।
প্রাচীর হইতে বীর পড়িয়া ভূতলে।
ভাবে পারি পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে বলে।।
পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে নাহি লয় মনে।
রাবণের সঙ্গে দেখা করিব কেমনে।।
এতেক বলিয়া বীর পাশ নাহি ছিণ্ডে।
রাক্ষসে টানিয়া বান্ধে হাতে গলে মুণ্ডে।।
কেহ হাতে পায়ে বান্ধে, কেহ বান্ধে গলে।
গলা টানি বান্ধে কেহ লোহার শিকলে।।
রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল বীর ইন্দ্রজিৎ।
বাপের আগেতে লহ বানরে ত্বরিত।।
এত বলি ইন্দ্রজিৎ গেল আগুয়ান।
বড় বড় বীর গিয়া বেড়ে হনুমান।।
কোপে তোলপাড় করে হনু যথোচিত।
সত্তর যোজন বীর হয় আচম্বিত।।
সাত লক্ষ রাক্ষসেরা টানাটানি করে।
তথাপি তাহার এক রোম নাহি নড়ে।।
দেখি হনুমানের সে বিক্রম বিশাল।
চমৎকার হইলেক রাক্ষসের পাল।।
হনুমান বলে, তোরা বাজা রে দামামা।
রাজসম্ভাষণে যাব স্কন্ধে কর আমা।।
বড় বড় সাঙ্গী দিয়া হনুমানে বান্ধে।
দুই লক্ষ রাক্ষস তাহারে করে কান্ধে।।
রাক্ষসের কান্ধে বীর মনে মনে হাসে।
কত রঙ্গ করে বীর মনের উল্লাসে।।
যেই ভিতে হনুমান কিছু দেয় ভর।
রাখ রাখ বলি রাক্ষস উঠিয়া দেয় রড়।।
সাত লক্ষ রাক্ষসেরা টানাটানি করে।
অচল হইল হনু রাবণের দ্বারে।।
নাড়িতে না পারে তারে সবে পায় ত্রাস।
সত্বর কহিল বার্ত্তা রাবণের পাশ।।
কষ্টেতে হইল বন্দী সে দুষ্ট বানর।
না যায় শরীর তার দ্বারের ভিতর।।
হাসিয়া রাবণ তারে কহে সম্বিধান।
দ্বার ভাঙ্গি ঝাট আন দেখি হনুমান।।
রাজার আজ্ঞায় দূত আইল সত্বরে।
দ্বার ভাঙ্গি পথ করি আনিল তাহারে।।
সাত দ্বার ভাঙ্গে তারা এক দ্বার রয়।
অচল হইল হনু নাড়া নাহি যায়।।
আপন ইচ্ছায় গেল পবন-নন্দন।
পাত্র মিত্র সহ যথা বসেছে রাবণ।।
রাজার কুমারগণ বসি সারি সারি।
বসিয়াছে যেন সবে অমর-নগরী।।
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র যেন বেড়ি তারাগণ।।
রাবণ ব্রহ্মার বরে কারে নাহি গণে।
চন্দ্র সূর্য্য ভয়ে বসে রাবণ সদনে।।
তার দশ শিরে শোভা করে দশ মণি।
সম্মুখেতে পরিয়াছে সব্বাঙ্গ দাপনি।।
দেখিল বানর গিয়া রাবণ-সম্পদ।
ত্রাস পাইয়া হনুমান ভাবে রাম- পদ।।
রাবণের সম্পদ দেখিয়া তার হাস।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাস।।

রাবণের নিকট হনুমানের পরিচয় দান ও রাবণ কর্ত্তৃক তাহার দণ্ডবিধান

দশানন বলিছে তোমার নাহি ডর।
সত্য করি কহ রে কাহার তুমি চর।।
স্বরূপেতে কহ যদি খসাব বন্ধন।
মিথ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন।।
হনুমান বলে, আমি শ্রীরামের দূত।
ভাঙ্গিলাম তোমার সে কানন অদ্ভুত।।
বন্ধন মানিনু তোমা দেখিবার মনে।
শ্রীরামের কথা কহি শুন সাবধানে।।
সবে শুনিয়াছ দশরথ মহীপতি।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম, তাঁর বধূ সীতা সতী।।
অগোচরে রাবণ হরিলে তুমি সীতে।
সুগ্রীবের মিত্রভাব তোমা অন্বেষিতে।।
যে বালি রাজার স্থানে তব পরাজয়।
হেন বালি মারিলেন রাম মহাশয়।।
তোর ব্রহ্ম-অস্ত্র মোর কি করিতে পারে।
বন্ধন মানিনু কিছু বলিবার তরে।।
রাম সুগ্রীবের যুক্তি আমি তাহা জানি।
কুম্ভকর্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি।।
ইন্দ্রজিতে মারিবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষসে মারিবে কপিগণ।।
এই সত্য করিলেন সুগ্রীবের আগে।
আমি তোরে মারিলে তাঁহার সত্য ভাঙ্গে।।
মোর আগে ধরিয়াছ নব ছত্র দণ্ড।
লাঙ্গুলের বাড়িতে করিব খণ্ড খণ্ড।।
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি।
দশ মুণ্ড ভাঙ্গিব মারিয়া এক নড়ি।।

এতেক বলিল যদি পবন-নন্দন।
বানরে কাটিতে আজ্ঞা করে দশানন।।
কাট কাট বলি ঘন ডাকিছে রাবণ।
মাথা নোয়াইয়া বলে ভাই বিভীষণ।।
দূতকে কাটিলে রাজা বড় অনাচার।
আজি হৈতে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার।।
আত্মকথা পরকথা দূত-মুখে শুনি।
কাটিতে এমন দূত অনুচিত বাণী।।
পরের বড়াই করে অপরাধী কিসে।
যার বড়াই করে তারে মারিতে আইসে।।
দূতের এক শাস্তি আছে মুড়াইতে মুণ্ড।
ইহা ভিন্ন দূতের নাহিক অন্য দণ্ড।।
এই যুক্তিবলে হনু পাইল জীবন।
লেজ-পোড়াইতে আজ্ঞা করিছে রাবণ।।
লেজ-পোড়াইয়া এরে পাঠাও সে দেশে।
লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি বন্ধু হাসে।।
এই আজ্ঞা করিলেন রাজা লঙ্কেশ্বর।
লেজ পোড়াইতে সবে আইল সত্বর।।
কুপিত হইল বীর পবন-নন্দন।
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন।।
লেজ দেখি রাবণের হৈল বড় ডর।
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
হয়েছিল যে দুঃখ বালির লেজ টেনে।
লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে।।
তিন লক্ষ রাক্ষস চাপিয়া লেজ ধরে।
সবে মেলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে।।

ত্রিশ মণ বস্ত্র সবে আনিল নিকটে।
এত বস্ত্র আনে এক বেড় নাহি আঁটে।।
লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড়।
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়।।
কাপড় তিতিল, লেজ পড়িল ভূতলে।
লেজে অগ্নি দিতে সব দব্ দবাতে জ্বলে।।
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনুমান হাসে।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্ব্বনাশে।।
জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায়।
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিকে চায়।।
রাবণ বলিছে দুষ্ট কপি মহাবীর।
ইহারে ঝটিতি কর প্রাচীর বাহির।।
কুলি কুলি লৈয়া বেড়াও চাতরে চাতর।
স্ত্রী পুরুষ দেখে যেন লঙ্কার ভিতর।।
লেজে অগ্নি দিলেক কাঁকালে দিল দড়ি।
দেখিবারে সকলে আইল তাড়াতাড়ি।।
কেহ বলে স্বামী মৈল সংগ্রাম ভিতর।
কেহ বলে মরিল আমার সহোদর।।
কেহ বলে পড়িল বান্ধব বন্ধু জ্ঞাতি।
কেহ বলে পুত্র মোর পড়ে যোদ্ধৃপতি।।
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব মারিল সবাকারে।
জর্জ্জর হইল সবে ইহার প্রহারে।।
ইটলি পাটাল মারে যে দেখে ডাগর।
শেল শূল মারে আর লোহার মুদগর।।
হনুমানে দেখিয়া সকলে কাঁপে ডরে।
ইহারে কে ধরে আমা সবার ভিতরে।।
ভাগ্যেতে ইহার ঠাঁই পাইনু নিস্তার।
দেখিবামাত্রেতে সব করিবে সংহার।।
শুনিয়া সবার যুক্তি বানরের হাস।
এখন যাইবি কোথা করি সর্ব্বনাশ।।
কুলি কুলি লৈয়া ফিরে নগরে নগর।
চেড়ী সব বার্ত্তা কহে সীতার গোচর।।
যে বানর সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী।
লেজে অগ্নি গলে দড়ি করে টানাটানি।।
বার্ত্তা শুনি সীতাদেবী মৃত্যু হেন গণে।
অগ্নি জ্বালি পূজে সীতা বিবিধ বিধানে।।
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে তব ঠাঁই হনু পাবে অব্যাহতি।।
অগ্নি পূজি সীতাদেবী করিছে ক্রন্দন।
জানকীরে ডাক দিয়া বলে দেবগণ।।
ব্রহ্মা বলিলেন, ওগো শুন দেবি সীতে।
বানরের জন্যে তুমি না হও চিন্তিতে।।
তোমার বরেতে তার কারো নাহি শঙ্কা।
এখনি যে হনুমান পোড়াইবে লঙ্কা।।
কৌতুক দেখিতে আইলাম দেবগণ।
হরিষে বিষাদ তুমি কর কি কারণ।।
ক্রন্দন সম্বরে সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা-দাহন

পর্ব্বত প্রমাণ ছিল সেই হনুমান।
ঘুচাইতে বন্ধন সে নেউল প্রমাণ।।
রাক্ষসের হাতে রহে সকল বন্ধন।
মাথা গুঁজি বাহিরায় পবন-নন্দন।।
হনুমানে বেড়ি ছিল যতেক রাক্ষসে।
তাহার বিক্রম দেখি পলায় তরাসে।।

হাতে গাছ হনুমান যায় রড়ারড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে পাঁচ শত কুড়ি।।
কার প্রাণ লয় মারি লাঙ্গুলের বাড়ি।
লেজের অগ্নিতে কারো দগ্ধে গোঁপ দাড়ি।।
পলায় রাক্ষস সব উলটি না চাহে।
হাতে গাছ হনুমান রাজদ্বারে রহে।।
মহাবীর হনুমান চারিদিকে চায়।
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায়।।
সব ঘর জ্বলে যেন রবির কিরণ।
হেন ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ।।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন লেজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে।।
পুত্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি মিলে।
পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলে।।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু হয় অধিষ্ঠান।
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান।।
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।
কে করে নির্ব্বাণ তার কেবা কারে বলে।।
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় ঘরের চাল।
অর্দ্ধেক স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল।।
উলঙ্গ উন্মত্ত কেহ পলায় উভরড়ে।
লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে।।
ছোট বড় পুড়িয়া মরিল এককালে।
রাক্ষস মরিল কত স্ত্রী লইয়া কোলে।।
কেহ বা পুড়িয়া মরে ভার্য্যা পুত্র ছাড়ি।
কাহারো মাকুন্দ মুখ, দগ্ধ গোঁপদাড়ি।।
লঙ্কা মধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি।
তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নারী।।
সুন্দর নারীর মুখ নীরে শোভা করে।
ফুটিল কমল যেন সেই সরোবরে।।
দূরে থাকি দেখে হনুমান মহাবল।
লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল।।
সর্ব্বাঙ্গ জলের মধ্যে জাগে মাত্র মুখ।
অগ্নিতে পোড়ায় মুখ দেখিতে কৌতুক।।
ত্রাসে ডুব দিল যদি জলের ভিতরে।
জল পিয়া ফাঁপর হইয়া সবে মরে।।
স্ত্রীবধ করিয়া ভাবে পবন-নন্দন।
বধিলাম তিন লক্ষ নারীর জীবন।।
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর অতি মনোহর।
লেখাজোখা নাই যত পোড়ে রাজঘর।।
পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
হস্তী অশ্ব পোষাপক্ষী তাহে কত পোড়ে।।
কৌতুকেতে রাবণ ময়ূর পক্ষী পোষে।
লেজ পোড়া গেল, সে পেখম ধরে কিসে।।
স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী তিলেকেতে পোড়ে।
রাজঘর পত্রঘর কিছু নাহি এড়ে।।
অন্য অন্য ঘর বীর পোড়ায় সকল।
বাঁচে কুম্ভকর্ণ বিভীষণের কেবল।।
ব্রহ্মাবরে বিভীষণের গৃহ নাহি পোড়ে।
কুম্ভকর্ণ-গৃহ বাঁচে গাছের আওড়ে।।
গৃহমধ্যে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় কাতর।
ঘরে অগ্নি লাগিলে মরিত নিশাচর।।
যুদ্ধ করি মরিবারে নির্ব্বন্ধ যে আছে।
তেঁই অন্য ঘর পোড়ে তার ঘর বাঁচে।।
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছারখার।
লঙ্কার সকল প্রাণী করে হাহাকার।।
হনুমান বলে সীতা করে হাহাকার।
হনুমান বলে সীতা হইল বিনাশ।।

হিতে বিপরীত করি একি সর্ব্বনাশ।
চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলে মরে সব প্রাণী।।
রক্ষা না পাইল বুঝি রামের ঘরণী।
কি করিনু ধিক্ ধিক্ আমার জীবনে।
বল বুদ্ধি বিক্রম আমার অকারণে।।
এই সীতা হেতু আমি পারাবার তরি।
হেন সীতা পোড়াইব কেন প্রাণ ধরি।।
কোন্ কর্ম্ম করি পোড়াইব লঙ্কাপুরী।
সেবক হইয়া পোড়াই রামের সুন্দরী।।
ত্রিভুবনে অপযশ রহিল আমার।
রক্ষা কর মায়ে মোর দেব দয়াধার।।
সাগরেতে কিম্বা করি আগুনে প্রবেশ।
এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ।।
দেবগণ ডাকি বলে হনুমান শুনে।
সীতাদেবী রক্ষা পায় না পোড়ে আগুনে।।
তুমি লঙ্কা দগ্ধ কর মনের হরিষে।
ভস্ম করি ফেল লঙ্কা রাখিয়াছ কিসে।।
দেববাক্যে বানর সাহসে করি ভর।
লাফে লাফে পোড়াইল শত শত ঘর।।
পুড়িয়া মারিল যত রাক্ষস রাক্ষসী।
কৃত্তিবাস রচে লঙ্কা হয় ভস্মরাশি।।

সীতার নিকট হনুমানে পুনরাগমন

দ্বিশত যোজন অগ্নি ব্যাপিল গগন।
সীতা ভাবে, পুড়ি মৈল পবন-নন্দন।।
বিলাপ করেন সীতা মনে নাহি ক্ষমা।
তাঁহাকে বুঝায় তবে রাক্ষসী সরমা।।
বন্দী হইয়াচে সেই শুনেছ কাহিনী।
রাজারে সে বলিলে দুরক্ষর বাণী।।
লেজে অগ্নি দিল তার পোড়া বার তরে।
সেই অগ্নি দিল হনুমানে ঘরে ঘরে।।
হনুমান নাহি পোড়ে আছে সে কুশলে।
লঙ্কা পোড়াইয়া হনু এল হেনকালে।।
সীতার নিকটে গিয়া পবন-নন্দন।
ফেলিল লেজের অগ্নি সাগরে তৎক্ষণ।।
নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি আরো জ্বলে জলে।
সীতার নিকটে হনু করযোড়ে বলে।।
মা জানকি, জান কি গো ইহার কারণ।
কেমনে নির্ব্বাণ হবে এই হুতাশন।।
সীতা বলে, মুখামৃত দেহ হনুমন্ত।
নির্ব্বাণ হইবে জ্বালা না রবে একান্ত।।
তবে হনু হবে অতি জ্বালায় কাতর।
জ্বলন্ত লাঙ্গুল পূরে মুখের ভিতর।।
নির্ব্বাণ হইল জ্বালা পুড়ে গেল মুখ।
সিন্ধুতীরে গেল হনু মনে পেয়ে দুখ।।
নিজ মুখ দেখে বীর মনাগুণে জ্বলে।
পুনরপি জানকীর কাছে আসি বলে।।
তব কার্য্যে আসি মাগে পুড়ে গেল মুখ।
জ্ঞাতিবর্গ হাসিবেক সে যে বড় দুখ।।
সীতা বলে জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া।
মম বাক্যে সকলের হবে মুখ পোড়া।।
হনুমান বলে, তবে আসি গো জননি।
আমি গেলে আসিবেন রাম রঘুমণি।।
শ্রীরামের হাতে ধ্বংস হবে দশানন।
দেখ গো জননি মম এই সে বচন।।

আসিবেন শুভক্ষণে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হইবেন লঙ্কাজয়ী রাম নারায়ণ।।
ভয় না করিহ মাতা জনক-নন্দিনী।
এত বল প্রণমিল হয়ে যোড়পাণি।।
আনন্দিতা সীতা হনুমানের আশ্বাসে।
গাহিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

হনুমানের প্রত্যাবর্ত্তন ও বানরগণসহ স্বদেশ যাত্রা

সীতার মস্তকমণি রামের সন্দেশ।
মেলানি পাইয়া হনু চলিলেক দেশ।।
তাহার চরণভরে শিলা বৃক্ষ ভাঙ্গে।
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্ব্বতের শৃঙ্গে।।
পর্ব্বতে উঠিয়া বীর সাগর নেহালে।
এক লাফে উঠে বীর গগন-মণ্ডলে।।
সিংহনাদ ছাড়ে বীর অতিশয় সুখে।
সিংহনাদ তাহার উত্তরকূলে ঠেকে।।
ডাক দিয়া তখন বলিছে জাম্ববান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি করি আসে হনুমান।।
যেমত বিক্রমে আসে হেন শব্দ শুনি।
দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণী।।
পবন-গমনে বীর আইসে সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে এল অর্দ্ধেক সাগর।।
দূর হৈতে পর্ব্বতেরে নমস্কার করে।
পার হৈয়া রহে বীর পর্ব্বত-শিখরে।।
হনুমানে দেখিবারে আইল বানর।
বলে ধন্য ধন্য বীর পবন-কোঙর।।
আগে মাথা নোয়াইল কুমার অঙ্গদে।
জাম্ববান আদি বন্দে পরম আহ্লাদে।।
সোসর বানর সঙ্গে করে কোলাকুলি।
ফল ফুল যোগায় সকলে কুতূহলী।।
অঙ্গদের সভায় জিজ্ঞাসে জাম্ববান।
কেমনে দেখিলে রাবণেরে হনুমান।।
কেমনে দেখিলে তুমি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
কেমনে দেখিলে তুমি রামের সুন্দরী।।
সীতা লৈয়া রাবণের কিবা ব্যবহার।
কেমন দেখিলে তুমি সীতার আকার।।
হনুমান কহ সবিশেষ সমাচার।
রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিস্তার।।
তোমার লাগিয়া ছিল চিন্তা অতিশয়।
তবে দেশে যাই যদি ইষ্টসিদ্ধি হয়।।
এত যদি জিজ্ঞাসা করিল জাম্ববান।
অঙ্গদ গোচরে বার্ত্তা কহে হনুমান।।
শতেক যোজন হয় সাগর পাথার।
অনেক সঙ্কটে আমি হইলাম পার।।
দু প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে।
দেখিলাম অশোকবনেতে জানকীরে।।
আগে বহু কষ্ট ইষ্টসিদ্ধি হয় শেষে।
চলহ রামের ঠাঁই কহিব বিশেষে।।
শুনি শুভ সমাচার হৃষ্ট যুবরাজ।
সীতা উদ্ধারিতে চাহে নাহি সহে ব্যাজ।।
জানাইতে শ্রীরামের বিলম্ব বিস্তর।
সীতা উদ্ধারিয়া চল রামের গোচর।।
একেশ্বর হনুমান লঙ্ঘিল সাগর।
তোমরা সাহস কর সকল বানর।।
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্ববান হাসে।
যত কিছু বল, মোর মনে নাহি বাসে।।

সীতা উদ্ধারিতে রাজা করিলেন পণ।
তোমরা করিলে তাহা ঘটিবে কেমন।।
সীতার চরিত্র রাম করেন বিচার।
তব বাক্যে সীতা লৈলে হবে তিরস্কার।।
দশ যোজন লঙ্ঘিতে নারিবে কপিগণ।
কোন্ জন তরিবেক শতেক যোজন।।
এত যদি জাম্ববান অঙ্গদের বলে।
কুপিয়া অঙ্গদ বীর অগ্নি হেন জ্বলে।।
অকারণে বুড়াটি পাকিল তব কেশ।
নিজে বুড়া পরেরে শিখাও উপদেশ।।
আপনার মত দেখ সকল সংসার।
লেজ চাপি ধর হে হইবে সিন্ধুপার।।
হনুমান বলে, তুমি না হও অস্থির।
পৃথিবী-মণ্ডলে নাই তোমা হেন বীর।।
সর্ব্বলোকে বলে তব মন্ত্রী জাম্ববান।
মন্ত্রীর মন্ত্রণী কভু না করিহ আন।।
শুনিয়া অঙ্গদ বীর হাসে মহোল্লাসে।
বানর-কটক সহ চলে নিজ দেশে।।

বানরগণের মধুবন ভঞ্জন

কটক যুড়িয়া যায় পৃথিবী আকাশ।
দেশে গিয়া উপস্থিত মধুবন পাশ।।
দেখিতে মধুর বন অতি মনোহর।
কোন প্রাণী নাহি যায় তাহার ভিতর।।
সহস্র সহস্র কপি মধুবন রাখে।
বালির সময়াবধি মধুবনে থাকে।।
মধুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল।
খাইবারে নাহি পারে, হইল চঞ্চল।।
মধুপানে মন্ত্রণা করিল জাম্ববান।
অঙ্গদের ঠাঁই আজ্ঞা মাগ হনুমান।।
আনিয়া সীতার বার্ত্তা দিয়াছ আহ্লাদ।
অঙ্গদের ঠাঁই লহ রাজার প্রসাদ।।
অঙ্গদের কাছে কহে যোড় করি হাত।
রাজার প্রসাদ চাহি বানরের নাথ।।
অঙ্গদ বলেন, বীর যে দিলে আহ্লাদ।
যাহা চাহ তাহা লহ কি রাজপ্রসাদ।।
হনুমান বলে, মধু অমৃত সমান।
সকল বানরে খাই যদি কর দান।।
অঙ্গদ বলেন, মধু খাও ইচ্ছামত।
নহিবেন সুগ্রীব ইহাতে অসম্মত।।
হরষিত সকলে পাইয়া মধুদান।
স্বেচ্ছামত আনন্দে করিছে মধুপান।।
নিঙ্গুড়িয়া খায় কেহ পিয়েত চুমুকে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য করিল কটকে।।
মধু পিয়া কপিগণ হইল পাগল।
মারামারি হুড়াহুড়ি করিছে কোন্দল।।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত।
কেহ নারে কেহ জিনে সবে আনন্দিত।।
রুষিয়া করিল মানা মধুর রক্ষক।
খেদাড়িয়া যায় তারে অঙ্গদ-কটক।।
চুলেতে ধরিয়া কেহ ঘুরায় আকাশে।
মহাক্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে।।
তোমার আজ্ঞায় মোরা করি মধুপান।
কোথাকার বানর লইতে চাহে প্রাণ।।
কুপিল অঙ্গদ বীর শুনিয়া বচন।
সাজ সাজ বলি ডাকে বালির নন্দন।।

www.bengaliebook.com

কটক লইয়া যুবরাজ যায় কোপে।
কুপিল যে দধিমুখ আসে একচাপে।।
অঙ্গদের প্রতাপ সহিবে কোন্ জন।
দধিমুখে এড়িয়া পলায় কপিগণ।।
অঙ্গদ কহিছে শুন ওরে দধিমুখ।
তোরে আজি মারি যদি তবে যায় দুখ।।
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইল যে জন।
তারে দান দিতে আমি নহিনু ভাজন।।
রামকার্য করি আমি খাই পিতৃধন।
ঘরেতে বসিয়া ভোগ কর মধুবন।।
পিতৃধন মধুবন করিস্ ভক্ষণ।
মনেতে বাসনা তোরে কাটিত এক্ষণ।।
বাপের মাতুল যে সম্বন্ধে বড় বাপ।
তেকারণে না মারিনু তোমা হেন পাপ।।
ওষ্ঠাধর কম্পমান ক্রোধেতে ব্যাকুল।
গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল।।
জর্জ্জর হইল বীর আঁচড় কামড়ে।
শীঘ্র দধিমুখ সুগ্রীবের পায়ে পড়ে।।
পায়েতে পড়িয়া কহে নিজ অপমান।
মধুবন নষ্ট করে অঙ্গদ হনুমান।।
তোমরা দুভাই যাহা করিলে পালন।
এতকালে নষ্ট করে সেই মধুবন।।
শুনে ক্রোধে বলে রাজা বাক্যের গৌরবে।
জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মণ সে ভূপতি সুগ্রীবে।।
মামা হয়ে দধিমুখ ধরিল চরণ।
অপমান-কথা কহি করিছে ক্রন্দন।।
না দেহ সান্ত্বনা-বাক্য না দেহ উত্তর।
কি হেতু মামার প্রতি এত অনাদর।।
সুগ্রীব বলেন, শুনি লক্ষ্মণের কথা।
অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা।।
দক্ষিণদিকেতে যারা করিল গমন।
লুটিয়া খাইল তারা রম্য মধুবন।।
মারি খেদাইল এরে এই মধু রাখে।
এই সব কথা কহে মামা দধিমুখে।।
সুগ্রীবে লক্ষ্মণ কহে অপরূপ শুনি।
কে আইল কে কহিল দক্ষিণ-কাহিনী।।
শ্রীরাম বলেন, যারা গিয়াছে দক্ষিণে।
তারা কি আইল, জান বার্ত্তা কি এক্ষণে।।
সুগ্রীব বলেন, মিত্র না হও অস্থির।
দক্ষিণেতে গিয়াছিল বড় বড় বীর।।
আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জাম্ববান।
কার্য্যের সাধক স্বয়ং বীর হনুমান।।
তব কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর।
অবশ্যই হইয়াছে সীতার গোচর।।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হনুমান মহাশয়।
দেখিয়াছে সীতারে সে কহিনু নিশ্চয়।।
শ্রীরাম বলেন, মিত্র তোমার বচনে।
যে আনন্দ পাইলাম কহিব কেমনে।।
হনুমান অঙ্গদেরে ডাকিয়া আনাও।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা পরাণ জুড়াও।।
সুগ্রীব বলেন, এস মামা দধিমুখ।
অঙ্গদের বাক্যে মামা না ভাবিহ দুখ।।
সম্বন্ধে তোমার নাহি সেই যুবরাজ।
নাহি টোল করিলে তোমার নাহি লাজ।।
ঝাট চল মামা তুমি আমার বচনে।
অঙ্গদ হনুমানে আন শ্রীরামের স্থানে।।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া হরিষ দধিমুখ।
এক লাফে পড়ে গিয়া অঙ্গদ সম্মুখ।।

মাথা নোঙাইয়া তারে কহে যোড়হাত।
রাজবার্ত্তা কহি শুন বানরের নাথ।।
তব দোষ কহিলাম সুগ্রীবের স্থানে।
তব অপরাধ রাজা না শুনিল কাণে।।
নিজ ধন খাও তুমি বাপের অর্জ্জিত।
সেবক হইয়া কহিলাম অনুচিত।।
শ্রীরাম সুগ্রীব বসি আছে দুই জন।
ঝাট গিয়া কর তুমি রাজ-সম্ভাষণ।।
সেবক- বৎসল বড় সুশীল অঙ্গদ।
মধুবন রক্ষা তারে দিলেন সম্পদ।।
চলিল অঙ্গদ বীর হয়ে হরষিত।
কৌতুকেতে যায় বহু বানর বেষ্টিত। ।
সকল ঠাটের আগে বীর হনুমান।
শ্রীরামের ঠাঁই যায় পর্ব্বত প্রমাণ।।
দূরে দেখিলেন রাম পবন-নন্দনে।
বসিয়াছিলেন উঠিলেন ততক্ষণে।।
সশঙ্কিত শ্রীরাম করেন অনুমান।
কি জানি কেমন বার্ত্তা কহে হনুমান।।
সাত পাঁচ ভাবি রাম জিজ্ঞাসেন তাকে।
সত্য কহ হনুমান দেখেছ সীতাকে।।
যদি সীতা দেখে থাক বীর হনুমান।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে তবে রবে প্রাণ।।
শ্রীরাম-চরণে বীর করি প্রণিপাত।
নিবেদন করে বীর করি যোড়হাত।।
লঙ্কামধ্যে দেখিয়াছি অশোক- কাননে।
কহিব সকল কথা প্রভু তব স্থানে।।
এক শত যোজন সে সাগর-পাথার।
অনেক কষ্টেতে আমি হইলাম পার।।
অন্ধকারে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে না পাইলাম উদ্দেশ।।
আবাসে আবাসে আমি সীতা নাহি দেখি।
কান্দিলাম বিস্তর হইয়া মনোদুঃখী।।
অকস্মাৎ দেখিলাম অশোক-কানন।
অশোক-বনের জ্যোতি রবির কিরণ।।
দুই প্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে।
অশোক-বনের মধ্যে দেখিনু সীতারে। ।
হেনকালে তথা গেল রাজা দশানন।
দেবকন্যা সঙ্গে তার বিদ্যাধরীগণ।।
কি বলিয়া সীতারে সম্ভাষে লঙ্কেশ্বরে।
বৃক্ষ-আড়ে রহিলাম শুনিবার তরে।।
অনেক প্রকার স্তুতি করিল রাবণ।
জানকী না শুনিলেন তাহার বচন।।
তোমা বিনা জানকীর অন্যে নাহি মন।
কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন। ।
জানকী বলেন, মৃত্যু করিলাম সার।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর।।
নিরাশ হইল দুষ্ট সীতার বচনে।
বিষম রাক্ষসী চেড়ী ডাক দিয়া আনে।।
ঘরে গেল দশানন ঠেকাইয়া চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি।।
সীতারে বুঝায় চেড়ী অশেষ প্রকারে।
কোন মতে সীতা দুষ্ট বচন না ধরে। ।
ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন।
সীতার মঙ্গল সেই চিন্তে অনুক্ষণ।।
স্বপ্ন শুনিবারে চেড়ী গেল তার পাশ।
গাছে থাকি সীতা সহ করিনু সম্ভাষ।।
কোথা হতে এলে মোরে সুধান বৈদেহী।
সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আমি সব কহি।।

তোমার অঙ্গুরী তাঁরে করাই দর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন রোদন।।
মেলানি পাইয়া আমি যবে দেশে আসি।
মনে করিলাম কিছু বিক্রম প্রকাশি।।
ভাঙ্গিলাম মনোহর অমৃত-কানন।
কোটি কোটি রাক্ষসের বধিনু জীবন।।
ক্রমে বধিলাম তার বহু সেনাপতি।
প্রাণে মারিলাম অক্ষয়-কুমার প্রভৃতি।।
চক্ষুর নিমিষে সব করিনু সংহার।
ইন্দ্রজিৎ করিল সমরে আগুসার।।
দুই প্রহর তার সঙ্গে করিলাম রণ।
ব্রহ্ম-পাশে সে আমারে করিল বন্ধন।।
ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ গোচর।
রাবণের প্রতি গালি দিলাম বিস্তর।।
আমারে কাটিতে আজ্ঞা করিল রাবণ।
নিষেধ করিল তারে ভাই বিভীষণ।।
তার বাক্যে আমি তবে এড়াই মরণ।
লেজে অগ্নি দিল লেজ পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি দিলাম লঙ্কার ঘরে ঘরে।।
লঙ্কা পোড়াইয়া করিলাম ছারখার।
কতেক হইল ভস্ম কতক অঙ্গার।।
আমার বিপদ ভাবি ভাবিছেন মাতা।
হেনকালে উপস্থিত হইলাম তথা।।
আমারে দেখিয়া সীতা হর্ষিতা বিশেষ।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ করি আইলাম দেশ।।
দেখিয়া মা জানকীরে বিরহে মলিনা।
অলসের বিদ্যা বহু দিনে দিনে ক্ষীণা।।
দেখিনু শুনিনু যত কহিনু কাহিনী।
লহ রঘুমণি তাঁর মস্তকের মণি।।
রামহস্তে মণি দিল পবন-নন্দন।
মণি দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন।।
মণি দিয়া কি কহিলা জানকী আমার।
বল বল ওরে হনু শুনি একবার।।
হনুমান বলে, প্রভু জনক-নন্দিনী।
কান্দিতে কান্দিতে এই কহিলা কাহিনী।।
তুমি মণি, আমি মণি, দুইটি ভগিনী।
দোঁহে পালিলেন যত্নে জনক-নৃপমণি।।
বিবাহের কালে পিতা পরম-আদরে।
অঙ্গুরী করিলা দান শ্রীরামের করে।।
বহুদিন একসঙ্গে আছি দোঁহে ভাই।
তোমার মাথায় করে ধরে রাখি তাই।।
রামের আনন্দ হবে তোমায় দেখিলে।
তোমায় পাঠাই তাই আজ কুতূহলে।।
যত কষ্ট সহিতেছে এই লঙ্কাপুরে।
গিয়া সব কবে তুমি রামের গোচরে।।
রামের ক্রন্দন দেখি কপিগণ কান্দে।
কৃত্তিবাস রচিলেন পাঁচালীর ছন্দে।।

সীতা উদ্ধারার্থে শ্রীরামের বানরসৈন্য সহ যাত্রা ও সমুদ্রতীরে বাস

শ্রীরাম বলেন, ধন্য ধন্য হনুমান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান।।
তব বিক্রমেতে আমার চমৎকার।
কি দিব তোমারে আমি আমিই তোমার।।
অন্য কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন।
ইহা বলি কোল দেন কমল-লোচন।।

পবন-পুত্রের কথা শুনি হরষিত।
শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত।।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তরফাল্গুনী।
শুভক্ষণ শুভলগ্ন শুভফল গণি।।
দক্ষিণে সবৎসা ধেনু হরিণ ব্রাহ্মণ।
দেখিলাম রাম বামে শব শিবাগণ।।
সূর্য্যবংশী নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী।
রাক্ষসগণের মূলা সর্ব্বলোকে জানি।।
মূলা ঋক্ষ দেখিলেন রোহিণী বড় রোষে।
স্বংশে মরিবে তেঁই রাবণ রাক্ষসে।।
চলিল বানর-ঠাট নাহি দিশপাশ।
কটক যুড়িয়া যায় মেদিনী আকাশ।।
কিলি কিলি শব্দ করি কপিগণ চলে।
উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে।।
রহিবারে পাতা লতা দিয়া করে ঘর।
অবস্থিতি করিলেক সকল বানর।।
সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চরমুখে নিত্য বার্ত্তা পায় সে রাবণ।।

রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ

নিকষা নামেতে বুড়ী রাবণের মা।
বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাঁপে গা।।
আসিয়া কহিছে বুড়ী বিভীষণ প্রতি।
শুন পুত্র, তুমি ত ধার্ম্মিক শুদ্ধমতি।।
রাবণ তপের ফলে এত সুখ ভুঞ্জে।
আনিয়া রামের সীতা সবংশে বা মজে। ।
যে মারে রাক্ষসে, করে তার সনে বাদ।
দেখিয়া না দেখে দুষ্ট এতেক প্রমাদ।।
আর না থাকিব হেন পুত্রের নিকট।
দেখিয়া না দেখে পুত্র কতেক সঙ্কট।।
অবোধে বুঝাহ যেন রাম না বাহুড়ে।
যাবৎ রামের বাণে লঙ্কা নাহি পুড়ে।।
মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর।
পাত্র মিত্র সহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর।।
রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ।
আশীর্ব্বাদ করি দিল বসিতে আসন।।
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ।
সভাস্থ সকলে স্তব্ধ করিছে শ্রবণ।।
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ।
রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে বিপদ।।
যতদিন সীতারে আনিলে লঙ্কাপুর।
তত দিন দেখি ভাই কুস্বপ্ন প্রচুর।।
ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গৃহচালে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় শৃগালের রোলে।।
কালী হেন বুড়ী দেখি দশন বিকট।
সন্ধ্যাকালে উকি পাড়ে দ্বারের নিকট।।
বিবিধ উৎপাত ভাই দেখি সদা কাল।
রামচন্দ্র অতি বীর বিক্রমে বিশাল।।
রাবণ বলিছে, কি রামেরে এত ডর।
কি করিতে পারে রাম সুগ্রীব বানর।।
রাবণ ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কাণে।
মন্ত্রণা করিতে দুষ্ট মন্ত্রিগণে আনে।।
রাবণ বলিছে, মন্ত্রী যুক্তি কর সার।
কি প্রকারে রাঘবেরে করিহ সংহার। ।
বীরদর্পে কহিছে প্রহস্ত সেনাপতি।
কি করিতে পারে সে বনের পশুজাতি। ।

পর্ব্বতের গুহামধ্যে আর নদীকূলে।
বানরের নাম না রাখিব ভূমণ্ডলে।।
বজ্রকণ্ঠ নিশাচর দশন বিকট।
লোহার মুদগর হাতে কহে অকপট।।
লোহার মুষল লয়ে প্রবেশিব রণে।
মাথা ভাঙ্গি বধিব বানর জনে জনে।।
ত্রিশিরা বিক্রম করে আমি আছি কিসে।
লঙ্কাতে থাকিতে আমি এত অপমান।।
পাইলে তোমার আজ্ঞা আমি করি রণ।
দেখিব কেমন রাম কেমন লক্ষ্মণ।।
অকম্পন বলে রাজা তব আজ্ঞা পাই।
অনেক দিনের সাধ কপি ধরে খাই।।
কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
উভয়ের কত দর্প করিবারে রণ।।
জাঠি আর ঝকড়া মুষল শেল আর।
লইয়া সাজিল যুদ্ধে লাগ চমৎকার।।
হাতে ধরে বিভীষণ কহে জনে জনে।
স্থির হও স্থির হও শুন বীরগণে।।
এ সবার বাক্যে ভাই না করিহ ভর।
হিতবাক্য বলি শুন ভাই লঙ্কেশ্বর।।
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়।
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয়।।
কোন্ কার্য্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী।
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী।।

বিভীষনের বক্ষঃস্থলে রাবণের পদাঘাত

এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে।
কুপিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।।
বিভীষণ মম জ্যেষ্ঠ, আমি ত কনিষ্ঠ।
আমি অধর্ম্মিষ্ঠ বড়, সে বড় ধর্ম্মিষ্ঠ।।
মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ।
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন।।
বিভীষণে দূর কর যুক্তি করি সার।
যুদ্ধ বিনা গতি নাই কিসের বিচার।।
এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ।
আরবার বলিতেছে সাধু বিভীষণ।।
নিশাচর রাজ তব যথা জ্ঞান বল।
কহিলে তাহারি যোগ্য বচন সকল।।
প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞ- জন।
অন্ধ যেন জানিতে না পারয়ে রতন।।
রহিয়াছে চক্ষু কিন্তু দেখিতে না পায়।
পেচক যেমন সূর্য্যমণ্ডলে দিবায়।।
ইহাতেও নাহি মানি তোমার দূষণ।
যে হেতু নিজেরে প্রভু করয়ে গোপন।।
প্রণাম করি যে তাঁর শকতি মায়ায়।
নয়ন আগেও সেই ঢাকি রাখে তায়।।
থাকুক সে সব কথা এখন তোমারে।
কহি আমি না মজাও তুমি আপনারে।।
আনিয়াছ সীতা কাল-ভুজঙ্গিণী ঘরে।
রাখিলে সসৈন্যে যাবে শমন নগরে।।
এ হেন সুন্দর রাজ্য এ হেন সম্পদ।
নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও বিপদ।।
চিরকাল তপ করি পেয়েছ এ রাজ্য।
কিছুকাল ভোগ কর ছাড়িয়া অন্যায্য।।
যদি কহ তুমি কেন কহ কুবচন।
তার অভিপ্রায় কহি করহ শ্রবণ।।

জিজ্ঞাসিলে মন্ত্রণা কহিতে হয় হিত।
অন্যথা কহিলে হয় পাপ উপস্থিত।।
অতএব কহিতেছি তব হিত কথা।
কদাচিৎ ইহা নাহি করহ অন্যথা।।
ধার্ম্মিক শ্রীরাম দেখ সর্ব্বলোকে কয়।
অধার্ম্মিক সঙ্গে থাকা জীবন সংশয়।।
দেখ এক হস্তী প্রবেশিলে বনে।
সকলের ক্ষতি করে ক্ষমা নাহি মানে।।
ক্ষেত্রের শস্যাদি খায় ঘর দ্বার ভাঙ্গে।
খাদ্যলোভে পোষা হস্তী মিলে তার সঙ্গে।।
দুষ্টের সঙ্গেতে হয় শিষ্টে অপরাধ।
হস্তীর বন্ধন হেতু উপযুক্ত ব্যাধ।।
স্বভাবেতে ব্যাধজাতি জানে নানা সন্ধি।
শতহাত দড়ি দিয়া হস্তী করে বন্দী।।
যেখানেতে হস্তী সব চরে নিরন্তর।
ভক্ষ্য-দ্রব্য উপহার রাখয়ে বিস্তর।।
খাইবার লোভে হস্তী গলা বাড়াইল।
গলায় লাগিয়া দড়ি সবাই পড়িল।।
দুষ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন।
সেইমত তব পাপে মজে পুরীজন।।
যেইমাত্র এই কথা কহে বিভীষণ।
মহাকোপে উন্মত্ত হইল দশানন।।
দন্ত কড়মড় করি ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বিকট নিনাদে কহিতেছে আরবার।।
একি একি একি রে দুর্ম্মতি বিভীষণ।
ধরিয়াছে বুঝি তোর চিকুরে শমন।।
চৌদ্দ চতুর্যুগ হৈল আমার জনম।
ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন দুর্ব্বাচন।।
করিয়াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেব সনে।
কেহ পারে নাই কহিবারে কুবচনে।।
তাহা শুনাইলি তুই ক্ষুদ্র হয়ে মোরে।
কিন্তু তার ফল এই দেখাই তোমারে।।
এত কহি খরতর খড়্গ করি করে।
লম্ফ দিয়া পড়িলেন ভূতল উপরে।।
তার পদাঘাতে লঙ্কা করে টলমল।
ক্রোধ দেখি অতি ভীত রাক্ষস সকল।।
তবে সেই দশানন মহাবেগে চলে।
পদাঘাত কৈলা বিভীষণ-বক্ষঃস্থলে।।
বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায়।
পড়িল ধরণীতলে ছিন্ন তরুপ্রায়।।
তাহা দেখি যাবতীয় নিশাচরগণ।
হাহাকার করে সবে অতি দুঃখী মন।।
তাহা দেখি দেবগণ আর সুরপতি।
পরস্পর কহিতেছে এ সব ভারতী।।
বিভীষণ-অঙ্গে করি চরণ-অর্পণ।
গেল গেল গেল এবে নিশ্চয় রাবণ।।
বরঞ্চ সহেন রাম নিজ তিরস্কার।
ভক্ত-অপমান সহ্য না হয় তাঁহার।।
এখানে প্রহস্ত উঠি ধরি দশাননে।
সান্ত্বনা করিয়া বসাইল সিংহাসনে।।
হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল খড়্গখান।
কোষে আচ্ছাদিয়া রাখিলেন অন্য স্থান।।
বিভীষণ-মন্ত্রী চারিজন নিশাচর।
তুলি বসাইল তাঁরে আসন উপর।।
ক্ষণকাল পর্য্যন্ত তাবৎ সভাজন।
রহিলা নিঃশব্দ হয়ে পুত্তলী যেমন।।

বিভীষণের লঙ্কা পরিত্যাগ

বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচন।
পুনর্ব্বার রাবণে কহেন এ বচন।।
মহারাজ করিলে যে কর্ম্ম আচরণ।
ইহাতে দুঃখিত কিছু নহে মোর মন।।
ঐশ্বর্য্য মদেতে যারা মত্ত অতিশয়।
তাহাদের এইরূপ দুঃস্বভাব হয়।।
ইহাতেও নাহি মোর বড় দুঃখ আর।
চলিলাম আমি তোমা করি পরিহার।।
একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে।
মজিল রাক্ষস-কুল তোমার দূষণে।।
এত বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ লঙ্কাপতি।
কহিতেছে পুনর্ব্বার বিভীষণ প্রতি।।
জানি জানি বিভীষণ জ্ঞাতির হৃদয়।
জ্ঞাতির বিপদ দেখি আনন্দিত হয়।।
জ্ঞাতি মধ্যে কেহ যদি হয় ধনী সুখী।
তাহা দেখি অন্য জ্ঞাতি হয় মনোদুঃখী।।
বরঞ্চ আপন মৃত্যু পারে সহিবারে।
জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য কিন্তু দেখিতে না পারে।।
তাহে পুনঃ কাপট্য করিয়া প্রকাশন।
নিরন্তর তার ছিদ্র করে অন্বেষণ।।
পাবামাত্র কোন ছিদ্র করে অন্বেষণ।।
নিরন্তর তার ছিদ্র করে অন্বেষণ।
পাবামাত্র কোন ছিদ্র বিবিধ প্রকারে।।
আয়োজন করে সমূলেতে নাশিবারে।।
সম্ভাব্য লুকাতে ধন তপস্য ব্রাহ্মণে।
চাপল্য নারীতে তেন ভয় জ্ঞাতিজনে।।
হইয়াছি আমি যে ঈশ্বর লোকপতি।
ভাল না লাগিল তোরে ওরে দুষ্টমতি।।
যাহ যাহ লঙ্কা ছাড়ি তুমি এইক্ষণে।
তুমি গেলে আমরা থাকিব সুখী মনে।।
ইহাতে প্রমাণ হয় নীতি শাস্ত্রজ্ঞান।
তার অর্থ কহি তাহা করহ শ্রবণ।।
বরঞ্চ ভূজঙ্গ কিম্বা শত্রু সঙ্গে রবে।
শত্রু-সেবী-জন সহবাসী নাহি হবে।।
তুমি একে জ্ঞাতি তাহে শত্রু-ভক্তিমান।
তুমিহ থাকিতে মোর না হবে কল্যাণ।।
অতএব যাহ তুমি ছাড়ি মোর দেশ।
বিলম্ব করিলে পাবে অতিশয় ক্লেশ।।
এই কথা শুনি বিভীষণ মহামতি।
কহিতে লাগিল পুনর্ব্বার এ ভারতী।।
প্রিয়বাদী জন রাজা সর্ব্বত্র সুলভ।
অপ্রিয় পথ্যের বক্তা শ্রোতাও দুর্ল্লভ।।
নিশ্চয় ধরেছে তব চিকুরে শমন।
তেঁই মোর হিতবাক্য না কৈলে গ্রহণ।।
যার মৃত্যু উপস্থিত সেই লঙ্কাপতি।
না শুনে না দেখে বন্ধুবাক্য অরুন্ধতী।।
এ লাগি তোমায় আমি করিনু বর্জ্জন।
জ্বলিত গৃহকে যেন ত্যজে বিজ্ঞজন।।
করিলে তুমিহ মোর যত পরিভব।
জ্যেষ্ঠ বলি সহিলাম আমি তাহা সব।।
অন্য কোন জন যদি করিত এ কাজ।
দেখাতাম তারে ফল-নিশাচর-রাজ।।
শুন শুন মোর কথা ওহে বন্ধুগণ।
চল মোর সঙ্গে যদি হয় কারো মন।।
যদ্যপি বাসনা হয় জীবন রাখিতে।
চল তবে শ্রীরামের চরণ সেবিতে।।
এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন।
উঠিয়া আকাশপথে চলে বিভীষণ।।

www.bengaliebook.com

তাহা দেখি তাহার অমাত্য চারিজন।
তারাও করিল তাঁর পশ্চাতে গমন।।
অনিল অনল ভীম সম্পাতি অপর।
এই চারি জন মালি-সন্তান সোদর।।
তাহাদের সহিত আইলা বিভীষণ।
মাতার নিকটে সব কৈলা নিবেদন।।
তাঁর অনুমতি লয়ে প্রণমিলা তাঁরে।
তারপর গেল নিজ বাটীর মাঝারে।।
নিজ ভার্য্যা সরমাকে নিকটে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিল তারে প্রণয় করিয়া।।
প্রিয়ে আমি রামচন্দ্রে শরণ লইতে।
চলিলাম এই চারি অমাত্য সহিতে।।
তুমি জানকীর কাছ থাকি নিরন্তর।
সেবা করিবেক তাঁরে হইয়া তৎপর।।
তিনি যদি অনুগ্রহ করেন তোমারে।
তবে রাম অঙ্গীকার করিবে আমারে।।
সুশীলা সরমা জানকীতে ভক্তিমতি।
যে আজ্ঞা বলিয়া তাহে দিলা অনুমতি।।
তবে বিভীষণ নিজ অস্ত্র শস্ত্র নিয়া।
যাত্রা কৈলা চারি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া।।
বিভীষণে পদাঘাত অপূর্ব্ব কথন।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গান গীত রামায়ণ।।

বিভীষণের কৈলাসে গমন

লঙ্কাছাড়ি ব্যোমপথে যাইতে যাইতে।
মন্ত্রিগণে বিভীষণ লাগিলা কহিতে।।
উপস্থিত বিপদ করিয়া নিরীক্ষণ।
করিলাম আমিহ অগ্রজে উপেক্ষণ।।
তাহে যদি রাম কাছে করি হে গমন।
অখ্যাতি করিবে যাবতীয় অজ্ঞ- জন।।
অতএব মনে করি এবে না যাইব।
রাবণ-বিনাশ পরে প্রস্থান করিব।।
এক্ষণে থাকিয়া কোন নির্জ্জন কাননে।
শ্রীরাম-চরণপদ্ম ধ্যান করি মনে।।
এই পরামর্শ করি, কিন্তু নিজ মন।
সুস্থির করিতে নারি পাইয়া যাতন।।
রাম-পাদপদ্ম মন করিতে সেবন।
চঞ্চল হয়েছে মন না মানে রাবণ।।
অতএব কি করিব না হয় নিশ্চয়।
তোমা সবে কহ ইথে কি কর্ত্তব্য হয়।।
করিয়াছি আমি ইথে পরামর্শ আর।
তাহাও কহি যে শুনি করহ বিচার।।
মোদের অগ্রজ ভ্রাতা হন ধনপতি।
সুশীল পরম বিজ্ঞ অতি শুদ্ধমতি।।
কি কহিব আর তাঁর গুণের বিস্তার।
সখা হয়েছেন শম্ভু গুণেতে যাঁহার।।
তাঁরে জিজ্ঞাসিলে যে করিবে আজ্ঞাপন।
করিব তাহাই এই হয় মোর মন।।
বিভীষণ-বাণী শুনি চারি মন্ত্রী কয়।
করেছেন এই যুক্তি সুন্দর নিশ্চয়।।
অতএব সেই স্থানে চলহ এক্ষণ।
করিবে পরেতে তিনি কহিবে যেমন।।
এতেক বচন শুনি আনন্দিত মন।
ব্যোমপথে কৈলাসে চলিলা বিভীষণ।।

কুবের কর্ত্তৃক বিভীষণকে রামের শরণ লইতে উপদেশ

এখানেতে নিজ স্থানে থাকি পশুপতি।
সকল বৃত্তান্ত জানি কন শিবা প্রতি।।
শুন প্রিয়ে রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
করিতেছে সখার নিকটে আগমন।।
সীতা ফিরি দিয়া রাম সঙ্গে মিলিবারে।
বলেছিল সেই রাবনেরে বারে বারে।।
সেহ তাহা না শুনি করেছে অপমান।
এই লাগি তারে ছাড়ি আসিছে এখান।।
হইয়াছে তার মন শ্রীরামে ভজিতে।
কিন্তু করিতেছে পুনঃ নানা শঙ্কা চিতে।।
সেই যে সংশয়চ্ছেদ করিবার আশে।
আসিতেছে মোর প্রিয় সুহৃদের পাশে।।
যদি সখা না পারেন তারে বুঝাইতে।
তবে পড়িবেক সেই সঙ্কট-নদীতে।।
অতএব চল যাব আমিহ সেথায়।
রাম কাছে পাঠাইতে হইবে তাহায়।।
যদি কেহ রামচন্দ্রে করহ আশ্রয়।
তবে মোর কতই পরমানন্দ হয়।।
দেখ দেখ সংসার অসংখ্য জীবময়।
তার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয়।।
তার কোটি মধ্যে এক জন ধর্ম্মপর।
তার কোটি মধ্যেতে মুমুক্ষু এক নর।।
তার কোটি মধ্যে এক জন হয় মুক্ত।
তার কোটি মধ্যে এক রাম ভক্তিযুক্ত।।
হেন রামভক্ত যদি হয় কোন জন।
তাঁর গুণে কত লোক পায় বিমোচন।।
অতএব সতত বাসনা মোর সনে।
ভজুক সকল লোক শ্রীরাম-চরণে।।
তাহে বিভীষণ গেলে রাম সন্নিকটে।
হইবে তাহাঁর কত হিত এ সঙ্কটে।।
অতএব খণ্ডি তার সকল সংশয়।
পাঠাইব প্রভু কাছে অদ্যই নিশ্চয়।।
এত কহি নন্দীরে কহেন ত্রিলোচন।
শীঘ্র সাজাইয়া বৃষ কর আনয়ন।।
তবে নন্দী গিয়া বৃষে করিলা সাজন।
করিলেক প্রভুর অগ্রেতে আনয়ন।।
তবে মহাদেব উঠি শিবা-করে ধরি।
আরোহণ করিলেন বৃষের উপরি।।
হইল যেরূপ শোভা সেকালে তাঁহার।
তাহা ভাবি মন সুখী না হয় কাহার।।
এইরূপে পার্ষদ সহিত পঞ্চানন।
গমন করিলা নিজ সখার ভবন।।
দূর হৈতে তাঁরে নিরখিয়া ধনপতি।
অগ্রসর হইয়া আইলা শীঘ্রগতি।।
বৃষাকপি বৃষ হৈতে নামিয়া ভূতলে।
আলিঙ্গন করিলা কুবেরে কুতূহলে।।
তবে দুই জনে কর ধরাধরি করি।
বসিলা যাইয়া দিব্য আসন উপরি।।
শিবা আর যাবতীয় শিবভক্তগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিলা সুখী মন।।
তবে পশুপতি নিজ সখার সহিত।
করিলেন প্রেম আলাপন যে উচিত।।
হেনকালে চারি মন্ত্রী সহ বিভীষণ।
করিলেন কৈলাস ভূধরে আগমন।।
দিব্য মণি সুবর্ণে রচিত সে নগর।
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত পরম সুন্দর।।
সে নগরী মাঝে প্রবেশিয়া বিভীষণ।
করিলেন কুবেরের সভায় গমন।।

দূর হৈতে বিভীষণে দেখি পশুপতি।
কহিলেন সুখী মনে কুবেরের প্রতি।।
সখে দেখ রাবণ অনুজ বিভীষণ।
করিতেছে তোমার নিকট আগমন।।
এই কহেছিল রাবণেরে ন্যায় রীতে।
সীতা ফিরি দিয়া রাম সহিত মিলিতে।।
তাহা না শুনিয়া সে করেছে অপমান।
এই লাগি লঙ্কা ছাড়ি আসিছে এখান।।
ইচ্ছা হইয়াছে রামে করিতে আশ্রয়।
কিন্তু হৃদয়েতে আছে কিঞ্চিৎ সংশয়।।
এই লাগি আসিয়াছে তোমা জিজ্ঞাসিতে।
রামের নিকটে এরে পাঠাও ত্বরিতে।।
ইহ সেখানেতে গেলে বিবিধ প্রকার।
হইবেক শ্রীরামচন্দ্রের উপকার।।
ইঁহ যাবামাত্র সখা করি রঘুবর।
ইহারে করিবে রাজা রাক্ষস উপর।।
এইরূপে কুবেরে কহেন পঞ্চানন।
দেখিলা দূরেতে থাকি তাঁরে বিভীষণ।।
তাহে হয়ে অতিশয় আনন্দিত মতি।
কহিতে লাগিলা নিজ মন্ত্রীদের প্রতি।।
একি একি দেখিয়াছ মোর ভাগ্যোদয়।
সভামাঝে বসিয়া কৃপালু মৃত্যুঞ্জয়।।
যাঁহারে হেরিতে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
যোগীগণ ধ্যান করে যাঁহার চরণ।।
মুনিগণ পরমার্থ জানিবার তরে।
ভক্তিভাবে নিরবধি সেবা করে যাঁরে।।
হেন প্রভু দেখিতে পাইনু অযতনে।
মনোরথ পরিপূর্ণ হলো এত দিনে।।
এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া।
পড়িলেন তাঁহাদের পদে লোটাইয়া।।
মহাদেব আশীর্ব্বাদ কৈলা তাঁর প্রতি।
আলিঙ্গন করিলা সাদরে ধনপতি।।
তবে আজ্ঞা লয়ে বসিলেন বিভীষণ।
কুবের তাহার প্রতি কহেন বচন।।
আসিয়াছ পথে সুখে ভ্রাতা বিভীষণ।
কুশলে আছয়ে তব সব বন্ধুগণ।।
দেখিতেছি কিছু ম্লান তোমার বদন।
কহ কহ কি কারণে চিন্তাযুক্ত মন।।
কুবেরের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিবেদন করিতে লাগিলা বিভীষণ।।
আমি করিয়াছি পথে সুখে আগমন।
সম্প্রতি আছয়ে সুখে সব বন্ধুজন।।
কিন্তু এক দুঃখ হইতেছে উপস্থিত।
এই লাগি আইলাম এখানে ত্বরিত।।
দশানন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের ভার্য্যারে।
হরিয়া আনিয়াছেন লঙ্কার ভিতরে।।
তাঁর দূত হয়ে এসেছিলা হনুমান।
সীতা ভেটি গিয়াছে দহিয়া লঙ্কাখান।।
সম্প্রতি যে রামচন্দ্র লয়ে কপিগণ।
করেছেন সাগর-কূলেতে আগমন।।
তাহা দেখি কহিলাম আমিহ দাদারে।
সীতা ফিরি দিয়া রাম সঙ্গে মিলিবারে।।
তাহা না শুনিয়া মোরে কৈল অপমান।
এ লাগি ত্যজিয়া লঙ্কা আইনু এস্থান।।
সম্প্রতি উচিত হয় মোর কি করণ।
যাহা আজ্ঞা কর, আমি লইনু শরণ।।
এত বিভীষণ-বাণী শুনি ধনপতি।
কহিবারে আরম্ভ করিলা তাঁর প্রতি।।

ইহা মোরা ভ্রাতঃ জানি পূর্ব্বেই হইতে।
তবু জিজ্ঞাসিনু তব বদনে শুনিতে। ।
করিয়াছ যাহা তুমি এ অতি উচিত।
না হইবে ইথে কোন প্রকারে চিন্তিত।।
যাহ যাহ এইক্ষণে করহ গমন।
যেখানে আছেন রাম সুগ্রীব লক্ষ্মণ।।
তুমি যাবামাত্র রামচন্দ্র বরাবর।
সখা করিবেন তোমা প্রভু রঘুবর।।
আর সেই নিশাচর-রাজ্য অধিকারে।
করিবেন অভিষেক অদ্যই তোমারে।।
সবান্ধবে রাবণে করিয়া বিনাশন।
তোমা রাজ্য দিয়া রাম যাইবে ভবন। ।
অতএব ত্যজি তুমি সকল সন্দেহ।
শ্রীরামের নিকটে যাইতে মন দেহ।।
রাম সঙ্গে মিলিয়া সকল নিশাচর।
সংহার করহ গিয়া ত্যজি সব ডর।।
রাবণ অধর্ম্মী দেব-দ্বিজ-দ্রোহকারী।
ত্রিভুবন সুখী কর তাহারে সংহারি।।
হইবে ইহাতে দেখি বিশ্বের মঙ্গল।
হবেন তোমারে তুষ্ট অমর সকল।।
আশীর্ব্বাদ করিবে তোমারে ঋষিগণ।
গাইবে তোমার যশ এ তিন ভুবন।।
কুবেরের মুখে শুনি এতেক বচন।
অধোমুখ হইয়া ভাবেন বিভীষণ।।
তাহা দেখি পরম দয়ালু শূলপাণি।
কহিতে লাগিলা তার অভিপ্রায় জানি।।
ভাবিতেছ অকারণে কিবা বিভীষণ।
কর নিজ অগ্রজের বচন পালন।।
যাহ যাহ শ্রীরামের নিকটে ত্বরিত।
করহ নিজের আর সংসারের হিত।।
এত বিরূপাক্ষ-বাণী শুনি বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন।।
যে আজ্ঞা করেছ প্রভু তোমরা দুজন।
কার সাধ্য করিবারে ইহার লঙ্ঘন।।
আমিও শ্রীরাম কাছে যাইব বলিয়া।
আসিয়াছি গৃহ ধন বান্ধব ত্যজিয়া। ।
কিন্তু তাহে অনেক সংশয় করে মন।
অনুগ্রহ করি তাহা করিবে খণ্ডন।।
আমি যদি রাম কাছে যাই এইক্ষণ।
করিবেন সব লোক আমার নিন্দন।।
কহিবেক রাবণের বিপদ দেখিয়া।
বিভীষণ তারে ছাড়ি গেল দুষ্ট হৈয়া।।
তাহে পুনঃ যদি মোরে রাজ্য দেন রাম।
তবে দোষ ঘুষিবে সংসারে অবিরাম।।
বলিবে সকলে বিভীষণ রাজ্যলোভে।
বধিলেক সবান্ধবে অগ্রজে অক্ষোভে।।
অতএব এক্ষণে যাইতে নহে মন।
পরেতে করিব যে করিবে আজ্ঞাপন।।
এত কহি বিভীষণ বিরত হইল।
হাসি হাসি শিব তারে কহিতে লাগিল।।
একি একি বিভীষণ বড় চমৎকার।
হইতেছে এ সংশয় কিরূপ তোমার।।
কহিতেছি মোরা যাঁরে করিতে আশ্রয়।
তাঁহার ভজনে নাহি সময় নির্ণয়।।
বুঝি রামে আছে তব নর বলি জ্ঞান।
এই লাগি করিতেছ সংশয় বিধান।।
ইহা বোধ অতিশয় অনুচিত হয়।
শুন শুন কিছু তাঁর স্বরূপ নির্ণয়।।

সত্য সুখ-জ্ঞান ঘন-তনু রঘুপতি।
পরমাত্মা ভগবান কহে শ্রুতি যতি।।
জীবের নিয়ন্তা অবিচিন্ত শক্তিধর।
সৃষ্টি স্থিতি লয়-কর্ত্তা জগৎ-ঈশ্বর।।
কেহ তাঁরে ব্রহ্মা বলি করে উপাসন।
কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন।।
হয়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট।
সাধিতে ভক্তের সুখ নাশিতে সঙ্কট।।
সময়-নির্ব্বন্ধ নাহি তাঁহার ভজনে।
করিবে তখনি, যবে ইচ্ছা হবে মনে।।
সেই ত তাঁহাতে ভক্তি হেন গুণ ধরে।
ইচ্ছা হবামাত্র সংসারের ত্যজ্য করে।।
তুমিত ত্যজিয়া আসিয়াছ বন্ধুজনে।
ইথে জানিতেছি ইচ্ছা হইয়াছে মনে।।
অতএব সংশয় করহ কি কারণ।
যাহ যাহ কর গিয়া শ্রীরামে সেবন।।
যাঁরে মোরা ধ্যান করি দেখি মনোরথে।
তিনি ভাগ্যগুণে রয়েছেন নেত্রপথে।।
ইহাতে সাক্ষাৎ দেখা-সুখ পরিহরি।
কেন ক্লেশ পাইবে অন্যত্র ধ্যান করি।।
এ লাগিয়া কহিতেছি আমি বার বার।
যাহ রাম নিকটেতে ত্যজিয়া বিচার।।
তবে যে বলিলে গালি দিবে লোকাবলী।
বিষাদ সময়ে বন্ধু ত্যাগ কৈল বলি।।
এ কথা ত কভু শুনিবার যোগ্য নয়।
ভকতি জন্মিলে কেবা কোথা গৃহে রয়।।
তাহে প্রভু রয়েছেন প্রকট হইয়া।
কিরূপে থাকিবে তাঁরে নেত্রে না দেখিয়া।।
আর দেখ রতি জন্মে যাঁহার ভজনে।
সেহ ত্যাগ করে গুণবান্ বন্ধুজনে।।
রাম-সেবা লাগি ত্যাজি দুষ্ট বন্ধুজন।
তুমিহ কিরূপে হবে নিন্দার ভাজন।।
বরঞ্চ তোমার এত যশ ত্রিভুবনে।
গান করিবেক সর্ব্ব স্থানে বিজ্ঞ-জনে।।
আর সে কহিলে যদি রাজ্য দেন রাম।
তবে দোষ ঘুষিবে সংসারে অবিরাম।।
এ কথাও উচিত না হয় শুনিবার।
যে হেতু রাজ্যের আশা নাহিক তোমার।।
যদি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া যাইতে।
বরঞ্চ তোমারে তবে পারিত নিন্দিতে।।
তিনি যদি বলে রাজা করেন তোমারে।
ইথে কেন অপযশ গাইবে সংসারে।।
দেখ দেখি বধ করি প্রহ্লাদ-পিতারে।
নৃসিংহ প্রহ্লাদে রাজা কৈল বলাৎকারে।।
ইথে তাঁর বিগান করয়ে কোন্ জন।
বরঞ্চ করয়ে সবে যশঃ প্রশংসন।।
তাই বধ করি দশাননে শার্ঙ্গপাণি।
রাজ্য দিবে তোমা তাহে কি দোষ না জানি।।
মিতা যে কহিলা বধিবারে দশাননে।
তাহাতেও কোন দোষ নাহি লয় মনে।।
শান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ যাবতীয় মুনিগণ।
তাঁহারও দুষ্ট-বধে করে আয়োজন।।
দেখ বেণ নামে রাজা অধার্ম্মিক ছিল।
মুনিগণ তারে নানামতে শিখাইল।।
সেই যবে না শুনিল তাঁদের বচন।
হুঙ্কারে করিলা তারে তাঁহারা নিধন।।
তুমিও রাবণ বধে কর আয়োজন।
না হইবে কোনমতে অধর্ম্ম-ভাজন।।

www.bengaliebook.com

তাহে পুনঃ হবে ইথে রাম উপকার।
জন্মিবে রামের প্রীতি সংসারের সার।।
রাম লাগি যদি কেহ করে পাপকর্ম্ম।
সেই হয় সর্ব্বাশাস্ত্রে সিদ্ধ মহাধর্ম্ম।।
অতএব সকল সংশয় পরিহরি।
যাহ রাম নিকটেতে তুমি ত্বরা করি।।
রামকার্য্য সাধ গিয়া করি প্রাণপণ।
তরিবে সকল দুঃখ পাবে প্রেমধন।।
মহেশের মুখে শুনি এতেক বচন।
অতি আনন্দিত চিত্ত হৈলা বিভীষণ।।
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল নয়ন।
গদগদ ভাবেতে করেন নিবেদন।।
প্রভু অনুগ্রহ দৃষ্টি বলেতে তোমার।
সকল সংশয় নষ্ট হইল আমার।।
জানিতেছি কৃতার্থ যে করিলে আমারে।
আজ্ঞা দাও যাই এবে রামে দেখিবারে।।
এত কহি মহেশের অনুজ্ঞা লইয়া।
প্রদক্ষিণ কৈল তাঁরে ভকতি করিয়া।।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন পঞ্চাননে।
সুন্দরাকাণ্ডের গীত কবিবর ভণে।।

বিভীষণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিত্রতা ও বিভীষণের অভিষেক

এইরূপে প্রণাম করিয়া পঞ্চাননে।
পরে প্রণমিলা শিবা আর বৈশ্রবণে।।
তবে চারিজন মন্ত্রী সঙ্গেতে লইয়া।
চলিলা শ্রীরাম-কাছে আনন্দিত হৈয়া।।
আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ।
সাগরকূলেতে থাকি দেখে কপিগণ।।
সম্ভমে বানর-সৈন্য করে তোলাপাড়া।
পাদম পাথর লয়ে সবে হয় খাড়া।।
মহাবল পরাক্রান্ত দেখিতে ভীষণ।
সবে বলে মার মার এই ত রাবণ।।
অন্তরীক্ষে থাকি বলে আমি বিভীষণ।
রামের চরণে আমি লইব শরণ।।
কহে বিভীষণের সংবাদ দূতগণ।
বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রিগণ।।
সুগ্রীব বলেন, শুন এ নহে উচিত।
ছল করি যদি আর করে বিপরীত।।
জাম্ববান পাত্র বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
বৈরীরে নিকটে আনা নহে মম মতি।।
হেনকালে কহে আসি বীর হনুমান।
এই বিভীষণ মোরে দিলা প্রাণদান।।
মিত্রতা বিভীষণ মোরে দিলা প্রাণদান।।
মিত্রতা যদ্যপি হয় রাম-বিভীষণে।
বিভীষণ সহায়ে সংহারিব রাবণে।।
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব ভূপতি।
অন্য রূপ না ভাবিহ বিভীষণ প্রতি।।
আপনার দোষ মিত্র না দেখ আপনি।
তোমাতেই মিত্রতার সাক্ষী আমি জানি।।
কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ।
পরলোক নষ্ট, যদি না করে পালন।।
পুরাণের কথা কহি কর অবধান।
শিবি নামে রাজা ছিল ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।।
পলায় কপোত পক্ষী সাঁচানের ডরে।
ত্রাসেতে পড়িল শিবি-নৃপতির ক্রোড়ে।।
যত্ন করি নরপতি ঘুঘু-পক্ষী রাখে।

প্রাচীরে সাঁচান পক্ষী নৃপতিরে ডাকে।।
আপনার ভক্ষ্য আমি করিব আহার।
হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা নহে ব্যবহার।।
রাজা বলে, পক্ষী মম লভিল শরণ।
তোমার স্বমাংস দিয়া করাব ভোজন।।
সাঁচান বলিল যদি কর পরিত্রাণ।
আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান।।
রাজভোগে মাংস তব অত্যন্ত সুস্বাদ।
এ মাংস খাইলে মোর ঘুচে অবসাদ।।
শুনি সাঁচানোর কথা রাজার উল্লাস।
তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া নিজ গায়ের কাটে মাস।।
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান সর্ব্ব অঙ্গ কাটে।
ভোজন করায় তারে যত ধরে পেটে।।
বহিয়া শিবির গাত্র রক্ত বহে স্রোতে।
আপন গায়ের রক্তে সিংহাসন তিতে।।
সেই ত পুণ্যেতে রাজা গেল স্বর্গবাস।
শরণাগতেরে না রাখিলে সর্ব্বনাশ। ।
বিভীষণ থাক যদি আইসে রাবণ।
হইলে শরণাগত করিব পালন।।
রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে।
বিভীষণে আনিবারে রামের সমক্ষে।।
সুগ্রীব রাজার আগে করে সম্ভাষণ।
পরম আনন্দে কোল দিল দুইজন।।
বিভীষণ সুগ্রীব চলিল রাম স্থানে।
বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরাম-চরণে।।
রাবণের ভাই আমি নাম বিভীষণ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ।।
শ্রীরাম বলেন, বলি শুন বিভীষণ।
মন্ত্রণা করিয়া বুঝি পাঠায় রাবণ।।
শুনিয়া রামের কথা কহে বিভীষণ।
তোমার চরণে মাত্র লইব শরণ।।
ইহা ভিন্ন যদি অন্য দিকে ধায় মন।
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ।।
হইব কলির রাজা সহস্র তনয়।
এই তিন দিব্য প্রভু করিনু নিশ্চয়।।
তিন দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ।
এই তিন দিব্য শুনি হাসেন লক্ষ্মণ।।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
বহুদিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন।।
এক পুত্র হেতু লোক করে আরাধন।
সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষণ।।
রাজা হইবার তরে তপ করি মরে।
হেন দিব্য করে প্রভু তোমার গোচরে।।
শ্রীরাম বলেন, অল্পবুদ্ধি রে লক্ষণ।
বড় দিব্যে লক্ষ্মণ আমার পরিতোষ। ।
কলির ব্রাহ্মণ ভাই শুন তার দোষ।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এই মহাপাপ।
সেই সব পাপে বিপ্র পায় বড় তাপ।।
প্রতিগ্রহ করিবেন উদর কারণ।
প্রতিগ্রহ মহাপাপ নাহিক তারণ।।
এই সব পাপে যেবা করে অনাচার।
সে পুত্রের পাপে সব মজিবে সংসার।।
কলির রাজা, প্রজা যদি না করে পালন।
সে পাপে রাজার হয় অকালে মরণ।।
আর সব দোষ আছে তাহা কব পাছে।
বিভীষণে রাজা করি আগে রাখ কাছে। ।
সর্ব্ব সেনাপতি আন সাগরের বারি।
লঙ্কার রাজত্ব দেহ বিভীষণোপরি।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ।
সেইক্ষণে বিভীষণে করে অভিষেক।।
শ্রীরামের বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
বিভীষণ রাজা হৈল জগতে ঘোষণ।।
ছত্রদণ্ড দিল তাঁরে স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী।।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সমুদ্র শাসন এবং শ্রীরামের প্রতি সাগরের সেতু বন্ধনের উপদেশ

সুগ্রীব বলেন, সিন্ধু তরিতে উপায়।
বিভীষণ প্রতি জিজ্ঞাসিতে যে যুয়ায়।।
শ্রীরাম বলেন বিভীষণ বল সার।
কি প্রকারে সাগর হইব আমি পার।।
বিভীষণ বলে, সে সগর মহীপতি।
সাগর খনিল, তুমি তাঁহার সন্ততি। ।
তব পূর্ব্বপুরুষেরা সাগর প্রকাশে।
সাগর দিবেন দেখা থাক উপবাসে।।
সাগরের কূলে শর্য্য করিলেন কুশে।
তদুপরি রহিলেন রাম উপবাসে।।
তিন উপবাস গেল না দেখি সাগরে।
কহিলেন লক্ষ্মণেরে ক্রোধিত অন্তরে।।
আজি আমি সাগরেরে দিব ভাল শিক্ষা।
ধনুর্ব্বাণ আন ভাই কিসের অপেক্ষা।।
অধমে করিলে স্তব নাহি ফল দেখে।
মারিব সাগরে আজি কার বাপে রাখে। ।
তিন উপবাস করি তার উপাসনে।
সাগর শুষিব আজি অগ্নিজাল বাণে।।
আজি সাগরের আমি লইব পরাণ।
অগ্নিজাল বাণে রাম পূরেন সন্ধান।।
অগ্নিবাণ প্রভাবেতে শুখায় সাগর।
পুড়িয়া মরিল মৎস্য কুম্ভীর মকর। ।
চলিল পাতাল সপ্ত সাগরের পাশ।
বাণ দেখি সাগরের লাগিল তরাস।।
ভয় পেয়ে সাগর কাঁপয়ে থর থর।
মাথায় ধবল ছত্র চলিল সত্বর।।
বাণ গিয়া প্রবেশিল শ্রীরামের তূণে।
সাগর পড়িল আসি রামের চরণে।।
এত ক্রোধ মোরে কেন শুন গদাধর।
তব পূর্ব্ব বংশ এই করিল সাগর।।
তুমি মোরে নষ্ট কর এ নহে বিচার।
কোন্ অপরাধ আমি করিনু তোমার।।
শ্রীরাম বলেন, শুন নৃপতি সাগর।
তিন দিন উপবাসী আছি তব তীর।।
মোর সীতা চুরি কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ।
লঙ্কায় যাইব তার উদ্দেশ কারণ।।
বানর কটক সব হইবেক পার।
উপবাস দিয়া দেখা না পাই তোমার।।
এই হেতু অগ্নিবাণ জলেতে ছাড়িনু।
তুমি না আসাতে আমি বাণ যে মারিনু।।
আড়ে দশ যোজন দীর্ঘে দশগুণ তার।
জল ছাড়ি দেহ তুমি বানর হউক পার। ।
এত শুনি যোড়হস্তে বলেন সাগর।
মোর জল মিশিয়াছ পাতাল ভিতর।।
কেমনে হইবে পথ না দেখি উপায়।
এক যুক্তি আছে রাম কহিব তোমায়।।

বিশ্বকর্ম্মা পুত্র নল নামে যে বানর।
তোমা হেতু মুনি-স্থানে পাইয়াছে বর।।
জহ্নু মুনি তাহারে পালিল শিশুকালে।
দণ্ড কমণ্ডলু তার হারাইল জলে।।
নিত্য হারাইয়া আসে, নিত্য সৃজে মুনি।
আর দিন ধ্যান করি জানিল আপনি।।
স্বয়ং বিষ্ণু হইবেন রাম-অবতার।
সাগর বাঁধিয়া সৈন্য করিবেন পার।।
এতেক ভাবিয়া মুনি দিলা বরদান।
নল-স্পর্শে সাগরেতে ভাসিবে পাষাণ।।
সাগর বান্ধিতে সেনাপতি কর নলে।
নল-স্পর্শে পাষাণ ভাসিবে মোর জলে।।
গাছ পাথর যোড়া লাগে পরশে তাহার।
জাঙ্গাল বান্ধিয়া রাম হয়ে যাও পার।।
তোমার কারণ আমি লইব বন্ধন।
পার হয়ে কর বধ পাপিষ্ঠ রাবণ।।
আপনা না জান তুমি দেব গদাধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি ত ঈশ্বর।।
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি।
নিদান সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি।।
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয়।।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর।।
তুমি নিরাকার সাকার রূপে তুমি।
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি।।
না জানি ভকতি স্তুতি শুন রঘুবর।
শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর।।
তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্য সাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কর খণ্ড বিনাশন।।
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যা-নন্দন।।
জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক কত সঙ্খ্যা নাহি তার।।
বিদায় করহ আমি যাই নিজ স্থান।
এত বলি পদতলে করিল প্রণাম।।
শ্রীরাম বলেন, নল আছে মম পাশ।
সাগর বান্ধিতে জান, না কর প্রকাশ।।
আমি লঙ্কা জিনিব, তোমার করি আশ।
এত বুদ্ধি ধর, শুনি সাগরের পাশ।।
নল বলে, জ্ঞাতি ভয়ে না করি প্রকাশ।
জ্ঞাতি-শাপে হয় পাছে জীবন বিনাশ।।
সাগরের কথা শুনি সব সেনাপতি।
সাগর বান্ধিতে নলে দিল অনুমতি।।
রাম-কার্য্য সিদ্ধ হৌক, এই মাত্র চাই।
সুগ্রীব পাথর দিবে, অন্য কার্য্য নাই।।
শ্রীরামের আগে নল করে অঙ্গীকার।
সাগর বান্ধিয়া দিব প্রতিজ্ঞা আমার।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন।
গাহিল সুন্দরাকাণ্ডে গীত রামায়ণ।।

নল কর্ত্তৃক সাগর বন্ধন

সাগর চলিয়া গেল আপনার স্থান।
নল বলি ডাক দিল দেব নারায়ণ।।
ধাইয়া আইল নল রাম-বিদ্যমান।
ভূমি লুটি পদতলে করিল প্রণাম।।

শ্রীরাম বলেন, নল কহি যে তোমারে।
তুমি হেন বীর আছ কটক ভিতরে।।
সাগর বান্ধিতে তুমি হও বলবান।
এত দুঃখ পাই আমি তোমা বিদ্যমান।।
নল বলে, শুন প্রভু নিবেদন করি।
ক্ষুদ্র যে বানর আমি জ্ঞাতি-লোকে ডরি।।
বড় বড় বানর আছে বীর-অবতার।
কেমনে তাদের আগে করি অঙ্গীকার।।
যখন ছিলাম আমি জনকের ঘরে।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে।।
মান-সরোবরে ব্রহ্মা ছিপ কুশী লয়ে।
নিত্য নিত্য বসি সন্ধ্যা করেন আসিয়ে।।
ছিপ কুশী রাখি যান সরোবর-তীরে।
তাহা আমি তুলে লয়ে ফেলিতাম নীরে।।
নিত্য ছিপ কুশী ব্রহ্মা করেন সৃজন।
আমারে দেখিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন।।
নিত্য ছিল কুশী মোর ফেলাইস্ জলে।
সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা মোর প্রতি বলে।।
আমি বর দিব তোরে শুন রে বানর।
তুই ছুঁলে জলে যেন ভাসয়ে পাথর।।
গাছ পাথর যোড়া লাগে তোমার পরশে।
তুমি ছুঁলে গাছ পাথর জলে যেন ভাসে।।
ব্রহ্মার বরেতে আমি বান্ধিব সাগর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমার গোচর।।
একমাসে বান্ধি দিব শতেক যোজন।
গাছ পাথর আনি যোগাউক কপিগণ।।
সাগর বান্ধিতে নল করে অঙ্গীকার।
হরিষ হইল রাজা সুগ্রীব বানর।।
রামজয় বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ।
সাগর বান্ধিতে সবে হরষিত মন।।
শ্রীরামে প্রণাম করি নল বীর চলে।
সাগর বান্ধিতে বীর বৈসে গিয়া জলে।।
আছিল নলের বন সাগরের তীরে।
তাহা ভাঙ্গি ফেলি দিল জলের উপরে।।
তাহার উপরে গাছ দিল বিছাইয়া।
উপরে পাথর সব দিল চাপাইয়া।।
প্রস্থে দশ যোজন সে করয়ে বন্ধন।
গাছ পাথর যোগাইয়া দেয় কপিগণ।।
দীর্ঘে এক যোজন বান্ধিল এক দিনে।
উত্তরে আরম্ভ করি চলিল দক্ষিণে।।
বসিলেন নল বীর জাঙ্গার উপরে।
পর্ব্বত আনিয়া দেয় সকল বানরে।।
মুদগরের বাড়ি পড়ে মহাশব্দ শুনি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় ধ্বনি।।
যোগায় পর্ব্বত আনি পবন নন্দন।
নল বীর বসি করে সাগর বন্ধন।।
দশ যোজন সাগর সে হইল বন্ধন।
কৃত্তিবাস গাহিলেন গীত রামায়ণ।।

নলের উপর হনুমানের ক্রোধ ও শ্রীরাম কর্ত্তৃক সান্ত্বনা দান

সাগর বান্ধয়ে নল, হনুমান মহাবল,
আনি দেয় শিলা বৃক্ষগণ।
জাঙ্গালের দুই ভিতে সুন্দর পাথর গাঁথে,

আনন্দে নাচয়ে কপিগণ।।
জাঙ্গালের মাঝে মাঝে, রজত পাথর সাজে,
নল করে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
গঠিছে সুন্দর ঘর, থাকিবেন রঘুবর,
হেন মতে গঠে স্থানে স্থান।।
মাথায় পর্ব্বত লয়ে, হনুমান দেয় বয়ে,
বাম হাতে ধরে বীর নল।
মহাক্রোধে হনুমান, পর্ব্বত আনিতে যান,
বুঝি বেটা কত ধরে বল।।
ধায় বীর মনোদুঃখে, চলিল উত্তর মুখে,
যথা গিরি সে গন্ধমাদন।
দেখি পর্ব্বতের চূড়া, লাথি মারি করে গুঁড়া,
লোমে লোমে করয়ে বন্ধন।।
দুই হাতে দুই গিরি, লইয়া মস্তকোপরি,
অমনি পবনবেগে ধায়।
ধায় বীর মহাতেজে, এক গিরি বান্ধি, লেজে,
শূন্যের উপরি চলি যায়।।
রবির কিরণ নাই, অন্ধকার সর্ব্ব ঠাঁই,
চমকিয়া চাহে বীর নল।
ক্রোধে আসে হনুমান, নলের উড়িল প্রাণ,
উঠিয়া পলায় মহাবল।।
শ্রীরামের কাছে গিয়া, ভূমি লুটি প্রণমিয়া,
বন্দিয়া কহেন যোড়হাত।
হনুমান আনে গিরি, ভূমি লুটি প্রণমিয়া,
বন্দিয়া কহেন যোড়হাত।
হনুমান আনে গিরি, বামহাতে আমি ধরি,
কর্ম্মীর স্বভাব রঘুনাথ।।
ক্রোধ করি মোর তরে, আইসে পবনভরে,
পর্ব্বত লইয়া বহুতর।

কুপিয়াছে হনুমান, লইবে আমার প্রাণ,
উদ্ধার করহ রঘুবর।।
নলের ক্রন্দন শুনি, দুঃখী হৈলা রঘুমণি,
পথমাঝে দাণ্ডাইল গিয়া।
রামের উপর দিয়া, যাইবারে না পারিয়া,
চলে বীর ভূমিতে নামিয়া।।
কহিছেন প্রভু রাম, শুন বীর হনুমান,
নলে ক্রোধ কর কি কারণ।
হনুমান কহে বাণী, যোড় করি দুই পাণি,
শুন প্রভু কমল-লোচন।।
আমি করি প্রাণপণ, আনিতে পর্ব্বতগণ,
বামহাতে নল তাহা ধরে।
এই হেতু ক্রোধ করি, আনিনু অনেক গিরি,
চাপা দিব এ নল বানরে।।
এত শুনি কহে রাম, ত্যজ বাপু অভিমান,
কর্ম্মীর স্বভাব এই কাজ।
বামহাত আগে চলে, ক্রোধ না করিহ নলে,
তোমার নাহিক ইথে লাজ।।
শুন বাছা হনুমান, মোর কার্য্যে দেহ মন,
নল বীরে কর প্রীত মনে।
নলের ধরিয়া হাত, কহিছেন রঘুনাথ,
সমর্পিয়া দিনু হনুমানে।।
কোলাকুলি দুই জন, হয়ে হরষিত মন,
জাঙ্গালে উঠিল গিয়া নল।
কৃত্তিবাস কহে রাম, জপিব তোমার নাম,
এই ভক্তি হউক অচল।।

www.bengaliebook.com

বানরসৈন্য সহ শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধন দর্শন ও শিবপূজা

যে পর্ব্বত এনেছিল পবন-নন্দন।
দশ যোজন তাহাতে যে হইল বন্ধন।।
কুড়ি যোজন বান্ধা গেল অলঙ্ঘ্য সাগর।
আসিয়া দেখিয়া যায় যত নিশাচর।।
কাষ্ঠবিড়াল সব আইল তথাকারে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের তীরে। ।
অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে।
ফাঁক যত ছিল তাহা মারিল বিড়ালে। ।
যাতায়াত করে সদা বীর হনুমান।
বিড়ালেরে চারিদিকে ফেলে দিয়া টান।।
কান্দিয়া কহিল সবে রামের গোচর।
মারিয়া পাড়য়ে প্রভু পবন-কুমার।।
হনুমানে ডাকিয়া কনেহ প্রভু রাম।
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেন কর অপমান।।
যেমন সামর্থ্য যার বান্ধুক সাগর।
শুনিয়া লর্জ্জিত হৈল পবন-কুমার। ।
সদয় হৃদয় বড় প্রভু রঘুনাথ।
কাষ্ঠবিড়ালের পৃষ্ঠে বুলাইল হাত।।
চলিল সবাই তবে জাঙ্গাল উপর।
হনুমান বলে শুন সকল বানর।।
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেহ কিছু না বলিবে।
সাবধান হয়ে সবে জাঙ্গালে চলিবে। ।
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবন-নন্দন।
কুড়ি দিনে বান্ধা গেল সত্তর যোজন।।
লঙ্কাপুরে প্রবেশিয়া বীর হনুমান।
প্রাচীন ভাঙ্গিয়া সব কৈল খান খান।।
বহিয়া আনিয়া তাহা সকল বানর।
নবতি যোজন বান্ধে প্রবল সাগর।।
লাফ দিয়া যায় তায় কপি যোড়া যোড়া।
লঙ্কার ভাঙ্গিয়া আনে পর্ব্বতের চূড়া।।
আড়ে ওড়ে থাকিয়া রাক্ষস দেয় উঁকি।
মালসাট মারে বানর দেখায় ভাবকি।।
আনন্দে করয়ে নল সাগর বন্ধন।
একমাসে বান্ধা গেল শতেক যোজন।।
উত্তরের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিণ কূলে।
রাম জয় বলিয়া বানর সব বুলে।।
জাঙ্গাল বান্ধিল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
সকল দেবতা করে পুষ্প-বরিষণ। ।
জাঙ্গাল সমাপ্ত করি নল বীর চলে।
প্রণাম করিল গিয়া রাম-পদতলে।।
ভূমি লুটি ঘন ঘন করি প্রণিপাত।
যোড় হস্ত করি বলে শুন রঘুনাথ।।
জাঙ্গাল সমাপ্ত করি বান্ধিনু সকল।
রক্ষক রহিল হনুমান মহাবল।।
এত শুনি সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথ।
নলে আশীর্ব্বাদ করি পৃষ্ঠে দেন হাত।।
ধন নাই, নল কিবা করিব প্রসাদ।
এখন লহ রে বাপু মোর আশীর্ব্বাদ। ।
সীতার উদ্ধার করি যাব অযোধ্যায়।
অমূল্য রতন নানা দিব হে তোমায়।।
নল বলে, তাহে কার্য্য নাহি নারায়ণ।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত দেহ অমূল্য রতন।।
কমলা যাঁহারে সদা করেন সেবন।
যাঁহা লাগি যোগী হৈলা দেব পঞ্চানন।।
মোর শিরে দেহ রাম চরণ তোমার।
ইহা হৈতে অমূল্য-রতন নাহি আর।।

www.bengaliebook.com

শুনিয়া সন্তুষ্ট রাম কমললোচন।
নলের মাথায় দিলা দক্ষিণ চরণ।।
প্রসাদ লইল নল ভূমি লোটাইয়া।
রামজয় বলি কপি বেড়ায় নাচিয়া।।
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র কপিরাজ।
জাঙ্গাল দেখিতে চল সাগরের মাঝ।।
রামজয় বলি উঠে সূর্য্যের নন্দন।
আগে আগে চলিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
সুগ্রীব চলিল আর রাজা বিভীষণ।
অঙ্গদ-চলিল সঙ্গে যত বীরগণ।।
চিত্র বিচিত্র দেখিয়া জাঙ্গাল বন্ধন।
বলে ধন্য নল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।।
দেবতা অসুর নাগ দেখি চমৎকার।
হেন বুঝি সাগর পরিলা গলে হার।।
শ্রীরাম বলেন, নল শুনহ বিশেষ।
দেউল গঠিয়া দেহ পূজিতে মহেশ।।
এত শুনি নল বীর হইয়া সত্বর।
দেউল গঠিল সেই জাঙ্গাল উপর।।
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবন-নন্দন।
চিত্র ও বিচিত্র করে দেউল গঠন।।
শ্বেতবর্ন শিব গঠি তাহার ভিতর।
নল জানাইল গিয়া রামের গোচর।।
শ্রীরাম বলেন তবে পবন-কুমারে।
শ্বেতপদ্ম সহস্র আনিয়া দেহ মোরে।।
এত শুনি চলে বীর পবন-নন্দন।
কৈলাসেতে যথা কুবেরের পদ্মবন।।
তাহার মধ্যেতে আছে এক সরোবর।
ফুটিয়াছে পদ্ম সব জলের উপর।।
তুলিয়া সহস্র পদ্ম পবন-নন্দন।
আনিয়া দিলেন বীর যথা নারায়ণ।।
শিবপূজা করিতে বসেন ভগবান।
কৈলাস ছাড়িয়া শিব হন অধিষ্ঠান।।
দুই হাত রামের ধরিলা ত্রিলোচন।
দুইজন হরষিত প্রেম-আলিঙ্গন।।
শিব বলে, প্রভু তুমি পূজা কর কার।
রাম তুমি ইষ্টদেব হও যে আমার।।
শ্রীরাম বলেন, তুমি মোর ইষ্ট হও।
রাবণ বধিতে তুমি পুষ্প জল লও।।
শিব বলেন, মোর সেবক দশানন।
সীতা চুরি কৈল তার হউক মরণ।।
তোমার বাণেতে হবে সবংশে সংহার।
বড় প্রিয় সেবক আছিল লঙ্কেশ্বর।।
না চিনিল ইষ্টদেব প্রভু রঘুবর।
আপন মরণ সেই কৈল সারোদ্ধার।।
আয়ুশেষ হৈল জানকীর চুলে।
শাপ দিলা সীতা তারে মনের আকুলে।।
এই হেতু হবে তার সবংশে সংহার।
শীঘ্র চলি যাহ রাম সাগরের পার।।
এত বলি দুই জনে করিলা প্রণাম।
কৈলাসে গেলেন শিব বলি রাম নাম।।

শ্রীরামের ভস্মলোচন বধ ও লঙ্কায় প্রবেশ

শ্রীরাম চলিলা তবে সহিত লক্ষ্মণ।
পশ্চাতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ।।
দক্ষিণ চাপিয়া চলে মন্ত্রী জাম্ববান।
আগে আগে ধাইয়া চলিল হনুমান।।

চলিল অঙ্গদ বীর লয়ে সেনাগণ।
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের গর্জ্জন। ।
রামজয় বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ।।
রাবণেরে কহে গিয়া যত নিশাচর।
আইলা শ্রীরাম পার হইয়া সাগর।।
শুনিয়া রাবণ রাজা চারিদিকে চায়।
ভস্মলোচনেরে দেখি আজ্ঞা দিল তায়।।
শ্রীরাম আইসে লঙ্কা বানর লইয়া।
বানরগুলো ভস্ম করি দেহ উড়াইয়া।।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলিল সত্বর।
চক্ষে ঠুলি দিয়া উঠে রথের উপর। ।
চর্ম্মে ঢাকা রথখান আইসে ধাইয়া।
জাঙ্গাল উপরে রথ লাগিল আসিয়া।।
বিভীষণ বলে, গোঁসাই করি নিবেদন।
যুঝিবার তরে আইল এ ভস্মলোচন।।
ঘুচায়ে চর্ম্মের ঠুলি যার পানে চাবে।
চক্ষেতে দেখিবামাত্র ভস্ম হয়ে যাবে।।
শ্রীরাম বলেন, মিতা বলহ উপায়।
কেমনে বানরগণ ইথে রক্ষা পায়।।
ইহা শুনি বলিছে রাক্ষস বিভীষণ।
ধনুকের গুণে বাণ যোড়হ দর্পণ।।
দর্পণে দেখিতে পাবে আপনার মুখ।
আপনি হইবে ভস্ম দেখহ কৌতুক।।
এত শুনি রঘুনাথ আনন্দিত মন।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে কোটি কোটি সৃজিল দর্পণ।।
রথ আগুলিয়া তার রহিল দর্পণে।
ঘুচায়ে চক্ষের ঠুলি চাহে চারিপানে।।
আপনার মুখ দেখে দর্পণ ভিতর।
ভস্ম হয়ে উড়ে গেল সেই নিশাচর।।
দেখিয়া রাক্ষসগণে মনে লাগে ভয়।
হইল প্রথম রণে শ্রীরামের জয়।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন।
সুন্দরাকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ।।
দূরে ছিলা সীতাদেবী দূরে ছিলা রাম।
দুই জনে মিলিয়া হইল এক স্থান।।
পোহাইতে আছে মাত্র রাত্রি প্রহর দেড়।
রামের কটকে লঙ্কাপুরী কৈল বেড়।।
পার হয়ে লঙ্কায় উঠেন নারায়ণ।
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ।।

www.bengaliebook.com